দিগ্বিজয়ী

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত

প্রথম অভিনয় :

শুক্রবার, ২৮শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৫, ইং ১৪ই ডিসেম্বর ১৯২৮

নাট্যমন্দির—১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র

প্রকাশক :
শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী
৫০।২, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রী
কলিকাতা।

মুদ্রাকর :
বি, সি, শেঠ,
"দি প্রিন্টিং হাউস",
৮২, বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ

নাট্যজগতে 'দিগ্বিজয়ী' বন্ধুবর

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী

মহাশয়ের করকমলে—

শিশির বাবু,

এ নাটক আপনিই লিখ্‌তে ব'লেছিলেন; নামকরণেও আপনার ইঙ্গিত ছিল। আমি কোনো-গতিকে নাটকখানাকে পাঠক-সমাজে বের ক'ল্লাম; কিন্তু শুধু পাঠেই তো নাটকের পরিপূর্ণ ও সমগ্র রূপটী ধরা পড়ে না—আপনি স্বেচ্ছায় এর পোষণ ও পালনের ভার নিয়ে একে স্বাস্থ্যবান্, সতেজ ও জীবন-রস-মণ্ডিত ক'রে তুলেছেন। সুতরাং নাটকখানার উপর আপনার অধিকার আমার চেয়ে একটুও কম নয়। মহাকবির উক্তি দিয়েই আমি আমার যুক্তি-সমর্থন ক'ল্লাম—

"স পিতা পিতরস্তেষাং কেবলং জন্মহেতবঃ।"

আপনাকে বেশী কিছু লেখা আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। ইতি

গুণমুগ্ধ

যোগেশদা'

নিবেদন

"দিগ্বিজয়ী" নাটকখানি ঐতিহাসিক হইলেও ইহার মূল ভাবটী (Theme) চিরন্তন ; সেইজন্য, ইহার কোনো 'ঐতিহাসিক' নাম (অর্থাৎ 'নাদির শাহ্' এই নাম) দিলাম না। তথাপি, ইতিহাসের যে সুপ্রসিদ্ধ চরিত্র এবং যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিযা নাটকখানা রচিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

যাঁহারা স্কুল-পাঠ্য ভারত-ইতিহাস পড়িযাছেন, তাঁহাদের চক্ষে নাদির শাহ্ শুধু নরহন্তা দস্যু মাত্র। কিন্তু নাদিরেব জীবন যথার্থই অপূর্ব্ব—তাঁহার চরিত্রে সামঞ্জস্যের সূত্র খুঁজিযা পাওয়া সত্যই সুকঠিন। নাদির একহাতে গড়িযাছেন, আবার আর এক হাতে ভাঙিয়াছেন— ঐতিহাসিক শুধু আভাস দিযা গিযাছেন মাত্র। দেশ-জয এবং জাতি-গঠনেব দিক দিয়া, স্যার মর্টিমাব ডুর‍্যাণ্ড (Sir Mortimer Durand) নাদিরকে বীরকেশরী নাপলেঅঁ-র (Napoleon) সহিত তুলনা করিযাছেন। ইতিহাসে নাদিরের নির্দ্দয়তার যে সকল নিদর্শন আছে, তাহাতে একমাত্র নীরোর (Nero) সহিত তাঁহার তুলনা করা যায়। এই সকল অতি-মানবের জীবন-কথার সঙ্গে-সঙ্গে অনেক ব্যক্তি, দেশ ও জাতির মর্ম্ম-কথা স্বতঃই আসিযা পড়ে, এবং নাটকও বিনা-আযাসে 'ঐতিহাসিক নাটক' হইযা উঠে। সে হিসাবে, "দিগ্বিজযী" ঐতিহাসিক নাটক ; কিন্তু একথাটা বলিযা রাখা প্রযোজন যে নাদিরের জীবনের যে তত্ত্ব-কথা (Philosophy) আমি এই নাটকে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা ইতিহাস-বিরোধী নয়।

নাযক ইতিহাস-বিশ্রুত শক্তিমান্ পুরুষ, এবং ঐতিহাসিক গবেষণার দিক দিয়া না হইলেও, নাটক লিখিবার দিযা তাঁহার ও তাঁহাব সমসাময়িক ঘটনাবলীর ইতিহাস দুষ্প্রাপ্য নয়। নাটকের অনেক চরিত্র এবং দৃশ্য ঐতিহাসিক। কোনো স্থলেই আমি ইচ্ছা করিয়া ইতিহাসেব মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করি নাই, এবং নাটকের বাহিরের ঐতিহাসিক রূপটীকেও অবহেলা করি নাই ; তবে স্বাধীন কল্পনায় নাট্যকারের এবং ঔপন্যাসিকের যে চিরন্তন অধিকার আছে, তাহা আমি অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়াছি।

ঐতিহাসিক স্যার মর্টিমার ডুর‍্যাণ্ড ইতিহাস ও কিম্বদন্তী মিশাইয়া, নাদির শাহের একখানি সুখ-পাঠ্য জীবনী লিখিয়াছেন ; নাটকের গল্পাংশ-

গঠনে আমি দু'-একটী স্থলে সেই পুস্তকের সাহায্য লইয়াছি। ঐতিহাসিকের নিকট হয়তো কিম্বদন্তীর তেমন মূল্য নাই, কিন্তু নাট্যকারের এবং ঔপন্যাসিকের নিকট আছে। নাটকের সমগ্র রূপ ও চরিত্র সৃষ্টি এবং আরো অনেক বিষয় আমার নিজস্ব, এবং তাহার দায়-দোষ সম্পূর্ণ আমারই।

নাটক এবং উহার অভিনয় সম্পূর্ণরূপে নবযুগোপযোগী করিবার নিমিত্ত আমি আধুনিক নাট্য-রচনা-রীতি (Ibsenian Technique) অবলম্বন করিয়াছি; কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহার বিচারের ভার সহৃদয় পাঠক এবং দর্শকের উপর।

পুস্তকের নাট্য-রূপকে যথাসম্ভব সরল, সুন্দর ও অবশ্যম্ভাবী (Inevitable), এবং নাটকের গতিকে যথাসম্ভব শোভন ও সাবলীল করিবার জন্য সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্য-রসিক শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। মলাটের ব্লকখানি আমার অন্যতম সাহিত্যিক-বন্ধু "কল্লোল"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন দাশের পরিকল্পনা। অভিনয়ের দিক দিয়া নাটকখানির (ঐতিহাসিক, ব্যক্তিগত, জাতিগত এবং ভাবগত) সমগ্র রূপই শিশিরবাবুর পরিকল্পনা। অবাস্তব ভাব, অর্থাৎ Airy Nothingকে কি করিয়া রূপে-রসে-রঙে মূর্ত্ত ও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে হয়, তাহা তাঁহার চেয়ে বেশী কে জানে? তিনি তাঁহার পূর্ণ শক্তি ও প্রয়োগ-নৈপুণ্য দিয়া নাটকখানিকে জীবন্ত করিয়াছেন। প্রিয়-বন্ধু শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় এবং শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় স্বতঃ-প্রণোদিত হইয়া ইহার প্রুফ দেখার ভার লইয়া আমাকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন; তাঁহারা এ ভার না লইলে এত শীঘ্র পুস্তক প্রকাশ করা সম্ভবপর হইত না। ইঁহাদের সকলের নিকট আমি সর্ব্বতোভাবে কৃতজ্ঞ।

বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও, তাড়াতাড়ির জন্য, পুস্তকে কিছু-কিছু ত্রুটী রহিয়া গেল; বারান্তরে তাহা সংশোধন করার ইচ্ছা রহিল। ইতি

৫০।২, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫।

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী।

চরিত্র-পরিচয়

পুরুষ

নাদির শাহ্	...	ইরাণের (পারস্যের) সম্রাট
রেজা কুলি খাঁ	...	নাদিরের জ্যেষ্ঠ পুত্র
নাসির কুলি খাঁ	...	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র
মির্জ্জা রুখ	..	ঐ পৌত্র (রেজার পুত্র)
আলি আকবর	...	ঐ রাজস্ব-সচিব (ইরাণী অভিজাত)
সালেহ্ বেগ	...	ঐ যুদ্ধ-সচিব (খোরাসানী পল্লীবাসী, নাদিরের বাল্য-বন্ধু—আদর্শবাদী)
আহমেদ খাঁ আবদালি	...	ঐ সৈন্যাধ্যক্ষ (নাদিরের পরবর্ত্তী আফগান ভারত-বিজয়ী)
মির্জ্জা মেহেদী	...	ঐ সভাসদ্ ও শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা (শিয়া)
মোল্লাবাসী	...	ঐ সভাসদ্ ও প্রধান মোল্লা (সুন্নি)
আগাবাসী	...	ঐ খোজা-সর্দ্দার
মৌলানা রহমৎ খাঁ	..	খোরাসানের পল্লীযুবক (সালেহ্ বেগের ছাত্র)
নেক্‌কদম	...	যুসুফজাই সৈনিক-পুরুষ
মহম্মদ শাহ্	...	ভারতের মোগল-সম্রাট
সাদৎ খাঁ	...	অযোধ্যার নবাব-উজীর
আসফ্‌জা (নিজাম উল্-মুল্ক্ চিন্-কিচ্-খাঁ)	...	ভারতেশ্বরের উজীর (নিজাম-বংশের প্রতিষ্ঠাতা)

হিন্দু-জ্যোতিষী, বান্দা, উজ্‌বেগী ও তুর্কী হাবিলদারদ্বয়, সংবাদদাতা, নগরবাসীগণ, বিভিন্ন-জাতীয় সৈন্যগণ, ইত্যাদি।

স্ত্রী

সুলতানা বেগম	...	নাদিরের প্রথমা বেগম (নাইশাপুরের শাসন-কর্ত্তার কন্যা)
সিরাজী	...	ঐ দ্বিতীয়া বেগম (ইরাণের অভিজাত-বংশীয়া, আলি আকবরের ভগিনী)
সিতারা	...	রাজপুত-নারী (প্রথমে ক্রীতদাসী, পরে নাদিরের প্রধানা বেগম)

ভারত-নারী, বাদী, সাকি ও ক্রীতদাসীগণ।

মঙ্গলাচরণ-গীতি

এই গানটী প্রথম পৃষ্ঠার পূর্ব্বে যাইবে :—

নমো সকল জাতির বিধাতা—
হে মঙ্গলময়, সঙ্কট-ত্রাতা !
যুগে যুগে তুমি প্রকট নূতন রূপে—
দেশ, ধর্ম্ম, নীতি বিকাশ স্বরূপে—
বোধ-অতীত তব পরম-অনুভূতি
জাতি-মঙ্গল, মানব-চির-প্রীতি—
দীন কবি যাচে হে বর-দাতা ॥

দিগ্বিজয়ী
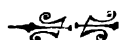
প্রথম অঙ্ক
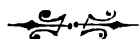
দৃশ্য—কর্ণাল, নাদিরশাহের শিবির

কর্ণাল যুদ্ধের পরদিবস—রাত্রিকাল

[সালেহ্ বেগ, আলি আকবর, মির্জ্জা মেহেদী, মোল্লাবাসী, আগাবাসী ও অন্যান্য কর্ম্মচারী ও সৈনিকগণ]

[কর্ণাল সমরে বন্দী নবাব সাদৎআলি খাঁর সহিত কথোপকথন করিতে করিতে নাদিরশাহ্ প্রবেশ করিলেন ; সাদৎ নাদিরকে ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখাইয়া দেশের অবস্থা বুঝাইতেছেন]

সাদৎ। এই কর্ণাল—এই দিল্লী—এই আমার রাজধানী ফৈজাবাদ—

নাদির। দিল্লী এখান থেকে একদিনের পথ ?

সাদৎ। হঁ্যা সম্রাট—

নাদির। আপনার রাজধানী?

সাদৎ। প্রায় এক সপ্তাহের পথ!

নাদির। সাদৎ খাঁ, আপনি আমার বন্দী। আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে বধ করতে পারি; কিন্তু আপনি যদি আমায় সাহায্য করেন—

সাদৎ। আপনার সাহায্য ক'রবো ব'লেই ত' আমি ইচ্ছা ক'রে বন্দী হয়েছি সম্রাট—নতুবা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে আমরাও জানি জাঁহাপনা।

নাদির। ভাল, তা হ'লে আপনার সঙ্গে আমি বন্ধুর মত আলাপ করতে পারি। বর্ত্তমানে দিল্লীতে মোগল-শাসনের অবস্থা কেমন?

সাদৎ। আপনি আরও দু' একদিন এখানে অবস্থান করুন—নিজেই বুঝবেন। একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো সম্রাট—উত্তর দেবেন?

নাদির। জিজ্ঞাসা করুন—

সাদৎ। ভারত-অভিযানে আপনার যথার্থ উদ্দেশ্য কি? ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন—না, হিন্দুস্থানের ধন-রত্নের আকর্ষণ?

নাদির। সালেহ্ বেগ—

সালেহ্ বেগ। সাদৎ খাঁ, আপনি শাহান শাহের দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্য ভুল করবেন না। ইনি পারস্য দেশকে তুর্কী, রুষ, আফগান, আরমানী, উজ্বেগী দস্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন। সমগ্র পারস্য জাতি একত্র হ'য়ে যে নরসিংহের মাথায় স্বেচ্ছায় পারস্যের রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছে, তাঁকে আপনি তৈমুরলঙ্গ কি চেঙ্গিস্ খাঁর মত শুধু বিজয়ী দস্যু মনে করবেন না।

নাদির। শুনুন নবাব সাহেব, আমি সমগ্র হিন্দুস্থানে নূতন শাসন-তন্ত্র, নূতন ধর্ম্ম-তন্ত্র প্রচার কর্ত্তে চাই। বর্ত্তমান মোগল সম্রাট আমার বশ্যতা স্বীকার করেন উত্তম, যদি না স্বীকার করেন তার ফলভোগ তাঁকে করতে হবে।
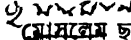
সাদৎ। শাহান শাহ্—হিন্দুস্থান এখন বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত—দিল্লীর সম্রাট নামে মাত্র সম্রাট।

নাদির। ইনি সম্রাট ঔরংজেবের কে?

সাদৎ। পুত্রের পৌত্র—

নাদির। উজীর আসফ্ জার শক্তি কেমন?

সাদৎ। তাঁর অর্থবল সৈন্যবল আছে বটে—কিন্তু তিনিও আমার মত বৃদ্ধ। বিশেষ, আমরা হিন্দুস্থানের বাদশা পরিবর্ত্তন করতে চাই। মোগল বংশে আপাততঃ এমন কেউ নেই যে এই বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করতে পারে।

নাদির। মোসলেম ছাড়া কোন্ হিন্দু শক্তি আপাততঃ প্রবল?

সাদৎ। মহারাষ্ট্র।

নাদির। শিবাজী প্রতিষ্ঠিত?

সাদৎ। শাহান শাহ্ সর্ব্বজ্ঞ!

নাদির। এই কাফেরকে আমি প্রশংসা করি। এ জাতির বর্ত্তমান নায়ক কে?

সাদৎ। পেশোয়া বাজীরাও।

নাদির। দিল্লীশ্বরের সঙ্গে এঁর সদ্ভাব আছে?

সাদৎ। সদ্ভাব নাই। তবে সন্ধি আছে—

নাদির। সে সন্ধির কোনো মূল্য নাই—আলি আকবর—

আক। শাহান শাহ্—

৫০। নাদির। আমাদের বর্ত্তমান অভিযানের আয়, ব্যয়, রসদ, সৈনিকগণের মাসোহারা, হিসাব-নিকাশ তোমার প্রস্তুত?

আক। প্রস্তুত জাঁহাপনা।

নাদির। নিয়ে এস। সালেহ্ বেগ, কাল প্রাতঃকালে গত যুদ্ধের নিহত সৈন্যের ও নূতন সমাগত সৈন্যের কাদমসুমারি যেন প্রস্তুত থাকে।

সালে। আমি পূর্ব্বাহ্নেই প্রস্তুত ক'রেছি।

(আলি আকবর কাগজ আনিলেন)

সালে। গত মাসের মাসোহারার টনখা সৈনিকেরা আজও পায়নি।

নাদির। কেন পায় নি?

আক। শাহান শাহ্ আদেশ ক'রেছিলেন অযোধ্যার নবাবের মুক্তি-মূল্য থেকে সৈন্যদের মাসোহারা দেওয়া হবে—

নাদির। নবাবের মুক্তি-মূল্য দুই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা।

সাদৎ। দিল্লী উপস্থিত হ'লেই আপনার রাজকোষে এ অর্থ প্রেরিত হবে।

(নাসিরুল্লা কুলির প্রবেশ)

নাসি। শাহান শাহ—

নাদির। কি সংবাদ, সাহজাদা নাসিরকুলী?

নাসি। দিল্লীশ্বরের শিবির থেকে রাজদূত এসেছেন উপঢৌকন নিয়ে—

নাদির। দূতের পরিচয়?

নাসি। আসফজা নিজাম-উল-মুলক্ চিনক্লিচ্ খাঁ।

[প্রস্থান

নাদির। আপনি যাঁর কথা বল্‌ছিলেন ইনিই তিনি?

সাদৎ। হাঁ সম্রাট—দিল্লীশ্বরের উজীর—

নাদির। দিল্লীশ্বরের উজীর পদের উপর আপনারও একটু দৃষ্টি আছে নবাব সাহেব, কি বলেন?

সাদৎ। সম্রাট সর্ব্বদ্রষ্টা, আপনার কাছে সত্য গোপনে ফল নাই—বিশেষ আপনি আমায় অভয় দিয়েছেন। লোভ পূর্ব্বে একটু ছিল—এখন আর নাই।

নাদির। বর্ত্তমান উজীরের সঙ্গে নূতন সন্ধি হ'য়েছে ব'লে? সে সন্ধি ভাঙ্‌তে কতক্ষণ? সালেহ্ বেগ, উজীর আসফ্‌জাকে অভ্যর্থনা কর—তাঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা কর—আর এই নবাব সাহেবকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর'ও। আলি আকবর—

(আলি আকবর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া বাহিরে গেল)

যান নবাব সাহেব, আপনার বন্ধু আসফজার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে আপনাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ ক'রুন। রাত্রি এক প্রহরের পর আপনাদের আমি আহ্বান ক'র্‌বো। মনে রাখবেন—আমি যদি দিল্লীতে যাই, দুই কোটী স্বর্ণ-মুদ্রা আমাকে রাজকর দিতে হবে।

সাদৎ। সম্রাট, নির্ভয়ে ব'ল্‌বো?

নাদির। বলুন—

সাদৎ। দুই কোটী স্বর্ণ-মুদ্রার জন্য আপনাকে দিল্লী পর্য্যন্ত যেতে হবে না। আসফজা ও আমি ইচ্ছা ক'র্‌লে এই কর্ণালের সমরক্ষেত্র থেকেই আপনাকে—

নাদির। দুই কোটী স্বর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করে দিতে পারেন? কি বল সালেহ্ বেগ,—তাই ক'র্‌বো?

৫০। সালে। শাহান শাহ্, আপনি শুধু অর্থ-সংগ্রহের জন্য হিন্দুস্থানে আসেন নি। ভারতবর্ষকে আফগানিস্থানের মত সহস্র-রাজকতার হাত থেকে উদ্ধার করতে আপনি প্রতিশ্রুত।

নাদির। তুমি ঠিক ব'লেছ সালেহ্ বেগ, আমি মাঝে মাঝে আমার উদ্দেশ্য ভুলে যাই--তুমি স্মরণ করিয়ে দেবে। যাও সালেহ্ বেগ, নবাবকে নিয়ে আসফজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দাও।

সালে। আসুন নবাব সাহেব।

[সালেহ্ বেগ ও সাদৎ আলি খাঁর প্রস্থান

নাদির। মোল্লাবাসী—

মোল্লা। জনাব—

নাদির। তোমার সেই হিন্দু জ্যোতিষীর খবর কি ?

মোল্লা। জ্যোতিষী এখানেই উপস্থিত জাঁহাপনা—

এইদিকে এস তোমার কোনো ভয় নাই—শাহান শাহ্ তোমায় প্রচুর পুরস্কার দেবেন।

(জ্যোতিষী সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন করিল)

নাদির। তুমি কোন জাতীয় ?

জ্যোতি। আর্য্য, ব্রাহ্মণ—তুর্কী ও পারসী আমাদের হিন্দু বলে।

নাদির। তুমি কি গণনা ক'রেছ ?

জ্যোতি। আপনি প্রতিদ্বন্দ্বিহীন দিগ্বিজয়ী বীর—

নাদির। একথা নূতন নয়—আমি নিজেই জানি—

জ্যোতি। সাত দিনের মধ্যে সমগ্র হিন্দুস্থান আপনার পদানত হবে।

নাদির। তুমি বুদ্ধিমান, কিন্তু এ জ্যোতিষ-শাস্ত্রের কথা নয়—

জ্যোতি। আপনি অর্দ্ধ-পৃথিবীর অধীশ্বর হবেন ?

নাদির। মাত্র অর্দ্ধ-পৃথিবীর ? সমগ্র পৃথিবীর নয় কেন ?

জ্যোতি। আমি গণনায় যা দেখ্‌তে পেয়েছি সম্রাটকে তাই জানিয়েছি।

নাদির। পুনবায় গণনা কর।

জ্যোতি। আমি সাতবার গণনা ক'বে দেখেছি—আমাব গণনা নির্ভুল।

নাদির। তুমি কি মনে কর পৃথিবী-জয়ে আমি অশক্ত ?

জ্যোতি। না সম্রাট্, তা মনে করি না। ববঞ্চ, বর্ত্তমানে পৃথিবী-জয়ে যদি কাবও অধিকার ও শক্তি থাকে সে আপনারই।

নাদির। তবে ?

জ্যোতি। জাঁহাপনা, নির্ভয়ে ব'ল্‌বো ?

নাদির। বল, তোমার কোন ভয় নাই।

জ্যোতি। জাঁহাপনা মানুষ। মানুষের যা সাধ্য তা আপনি পারবেন—কিন্তু পৃথিবী-জয় মানুষের অসাধ্য !

নাদির। দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ, আমি অসাধ্য-সাধন কর্‌তে চাই। আমি সমগ্র পৃথিবীতে একচ্ছত্র মহম্মদীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'র্‌তে চাই !

জ্যোতি। আপনার পূর্ব্বে পৃথিবাতে অনেক দিগ্বিজয়ী জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা পারেননি—

নাদির। যা কেউ কখনো পারেনি—আমি তাই পার্‌বো। ভাল—আমার পরাজয়ের কোনো লক্ষণ দেখেছ ?

জ্যোতি। আপনি নিজে যদি আপনার শত্রুতা না করেন—জগতে কোনো শত্রু আপনার কিছুই ক'র্‌তে পার্‌বে না—

নাদির। এও জ্যোতিষ শাস্ত্রের কথা নয়, দর্শন শাস্ত্রের কথা। মোল্লাবাসী, ব্রাহ্মণ নির্ভীক—এবং সম্ভবতঃ সত্যবাদী কিন্তু গণনায় কোন নূতন

৫০। কথা ব'লতে পা'রবেনি—একে একশত আশরফি পুরস্কার দিয়ে বিদায় কর।

জ্যোতি। জাঁহাপনা—

নাদির। যাও ব্রাহ্মণ, তোমার গণনা আমি বিশ্বাস করি না। আমি জ্যোতিষ শাস্ত্রের দ্বারা চালিত হবনা। শাস্ত্র আমার অনুসরণ ক'রবে! নূতন ক'রে জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনা কর। যদি কোনো দিন গণনায় নির্ণয় ক'রতে পার যে আমি পৃথিবী জয় ক'রবো সেই দিন তুমি লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার পাবে—

[মোল্লাবাসী ও জ্যোতিষীর প্রস্থান

(আলি আকবরের পুনঃপ্রবেশ)

কি সংবাদ আলি আকবর?

আক। ভারত-সম্রাট অন্যান্য উপঢৌকনের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায় থেকে সংগৃহীত একদল সুন্দরী ক্রীতদাসী শাহান শাহকে প্রেরণ ক'রেছেন—

নাদির। যাও তাদের নিয়ে এস।—

[আলি আকবরের প্রস্থান।

মির্জ্জা মেহেদী, সুন্দরী ক্রীতদাসী আসছে—আমি তাদের নৃত্য-গীত শ্রবণ ক'রবো—এ সম্বন্ধে তোমার শিয়া সম্প্রদায়ের কোনো বিধি-নিষেধ আছে?

মেহেদী। না সম্রাট!

নাদির। সে কি, আমি তো মনে ক'রেছিলাম শিয়াদের সুন্দরী-দর্শন নিষেধ।

মেহেদী। আপনি শিয়া সম্প্রদায়কে ঘৃণা করেন কেন জনাব?

নাদির। আমি শিয়াদের ঘৃণা করি না। আমি তিহারাণীকে ঘৃণা করি—সাফাভী রাজবংশকে ঘৃণা করি—তারা ভণ্ড, বিলাসী! শিয়া-সুন্নির প্রভেদ তাদেরই সৃষ্টি। আর তোমার মত বুদ্ধিহীন, তাদের অন্নে প্রতিপালিত হ'য়েছিল ব'লে—আমার সৎসঙ্গে আজও পর্য্যন্ত তার বুদ্ধি মার্জ্জিত হ'ল না।—

মেহেদী। আমার একটা প্রশ্ন আছে; জাঁহাপনা যদি অনুগ্রহ ক'রে শোনেন—

নাদির। বল—কিন্তু সংক্ষেপে। বাইরে ক্রীতদাসীরা অপেক্ষা ক'রছে; মনে রেখো—তারা সুন্দরী—

মেহেদী। আপনি হজরৎ আলিকে শ্রেষ্ঠ ব'লে স্বীকার করেন, তিনি আপনাকে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ দিয়েছেন—

নাদির। তাতে কি প্রমাণ হয়?

মেহেদী। শিয়া-সম্প্রদায়ীরাও তাঁকেই হজরৎ মহম্মদের জ্ঞান-সাম্রাজ্যের দ্বার-স্বরূপ মনে করে—

নাদির। যে শ্রেষ্ঠ তাকে সকলেই শ্রেষ্ঠ ব'লবে।

মেহেদী। কিন্তু, হজরৎ আলি যদি হজরৎ মহম্মদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় পাত্র হন—তবে কি এই প্রমাণ হয় না যে আবুবকর, ওমার, ওসমান মোস্‌লেম সাম্রাজ্যের যথার্থ উত্তরাধিকারী নন্।

নাদির। শুধু রক্তের সম্বন্ধই যথেষ্ট নয় মির্জ্জা মেহেদী। সমগ্র জাতির ইচ্ছানুসারে সে-জাতির নায়ক নির্ব্বাচিত হয়। তাই হজরৎ আলি, জাতির ইচ্ছানুসারে আবুবকর, ওমার, ওসমান যথন

খালিফ নির্ব্বাচিত হন—কোন বাধা দেন নি। কিন্তু তোমার শিয়া সম্প্রদায়—এই বিরাট জাতিকে পরস্পর-বিরোধী সম্প্রদায়ে বিভক্ত ক'রে তাকে দুর্ব্বল করে ফেলেছে। নব-প্রতিষ্ঠিত জাতির মধ্যে অন্তর্বিদ্রোহ যে কতখানি মারাত্মক, হজরৎ আলি তা বুঝ্‌তেন—কিন্তু তুমি ক্ষুদ্র-মস্তিষ্ক বুদ্ধিহীন গর্দ্দভ—তুমি সে কথা বুঝ্‌বে না। যাক্, তুমি এখন এখান থেকে বিদায় হও—ক্রীতদাসীদের সৌন্দর্য্য পান কর্ব্বার জন্য আমার চোখ এখন উৎসুক হ'য়ে আছে।

মেহেদী। কিন্তু যারা হজরৎ মহম্মদের প্রিয়তম দৌহিত্রদের নির্ম্মম ভাবে হত্যা করে—

নাদির। তাদের কেউ সুখ্যাতি করে না। তুমি যাও—কাল প্রাতঃকালে তোমায় বুঝিয়ে দেব শিয়া ও সুন্নির মধ্যে কোন ভেদ নাই। কিন্তু বুঝিয়ে দিলেও তুমি বুঝ্‌বে না—কেন না তত্ত্ব-কথা আলোচনা ক'রে ক'রে তোমার বুদ্ধি এত সূক্ষ্ম হ'য়ে গেছে যে একেবারে নাই ব'ল্লেই চলে। আগাবাসী, মোল্লা সাহেব মির্জ্জা মেহেদীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও—এমন স্থানে ওঁকে রেখে আস্‌বে যেখানে কোন রমণী-কণ্ঠোত্থিত সঙ্গীত-ধ্বনি ওঁর চিত্তের স্থৈর্য্য নষ্ট না করে। সিরাজী—

আগা। আসুন মির্জ্জা সাহেব।

(আগাবাসী একটী সঙ্কেত বাঁশী বাজাইল—সঙ্কেত শুনিয়া সভাসদ্‌গণ শিবিরাভ্যন্তর পরিত্যাগ করিল)

(পরমুহূর্ত্তে খোজা-প্রহরী-পরিবেষ্টিত হিন্দুস্থানের ক্রীতদাসীগণ সমভিব্যাহারে আলি আকবরের প্রবেশ। অন্য ভৃত্য সিরাজী ও সুপক্ক ফল প্রভৃতি সম্মুখে রাখিয়া দিল)

আক। শাহান শাহ্, এই দিল্লীশ্বরের উপঢৌকন।

নাদির। আগাবাসী, আমার নূতন যুবক বন্ধু আবদালী আহ্‌মেদ—

[আগাবাসীর প্রস্থান।

দিল্লীশ্বর আর কি পাঠিয়েছেন?

আক। এক সহস্র আরবদেশীয় ঘোটক, এক শত হস্তী, এক শত ক্রীত-দাসী, আরও অনেক বহুমূল্য দ্রব্য আছে—শাহান শাহ্ নিজেই দর্শন করবেন।

(আহ্‌মেদ আবদালীর প্রবেশ)

নাদির। এস বন্ধু—তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে আবদাল?

আহ্‌মেদ। নূতন দেশ দেখ্‌তে বেরিয়েছিলাম জাঁহাপনা!

নাদির। কেমন দেখ্‌লে?

আহ্‌মেদ। মাটী বড় নরম—আর বাতাসটাও বেশ ফুর্‌ফুরে—

নাদির। (রমণীগণের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া) এ গুলিকে কি রকম দেখ্‌ছো?

আহ্‌মেদ। ওদিকে এখন আমি নজর দিচ্ছি না সম্রাট। আগে দেখি কোন্ কোন্ ফুল বাদশাহের ভোগে লাগে।

নাদির। শোভান্ আল্লা! আবদাল—তুমি রসিক, এক পেয়ালা সিরাজী পান কর—সাকী! আলি, তুমিও সমস্ত দিন ধ'রে অনেক দেখা পড়া করেছ—আজ রাত্রে তোমার সঙ্গে সিরাজী পান কর্‌বার

জন্য এদের একজনকে নিয়ে যাবে। (সকলের সিরাজী পান) আলি, আমি এদের দেখে খুসী হয়েছি—ভারত-সম্রাট আমার মর্য্যাদা বুঝ্‌তে পেরেছে।

আক। সাতদিনেব মধ্যে সমস্ত হিন্দুস্থান আপনাব পদানত হবে।

আহ্‌মেদ। সেটা খুব বড় কথা নয় আলি সাহেব! একবেলার যুদ্ধের ফলে যদি এই উপঢৌকন আসে—

নাদির। আমি এদের গান শুনবো—

রমণীগণ। (অভিবাদন করিয়া)

গীত

ওগো বিজয়ী এলে কারে জিনিতে।
বিনি-মূলে কোন্ প্রাণ চাহ কিনিতে॥
শুনেছি কানে তুমি নিঠুর অতি
(নিতি) অজানা পথে চল অবাধ-গতি॥
ভাসি নয়ন-নীরে,
তুমি চাবে না ফিরে—
(তাই) মুখ-পানে চেয়ে দেখি নারি চিনিতে।
তোমায় নারি চিনিতে॥

নাদির। আবদাল, সুন্দরীদের গানে আমার উপর যে বক্রোক্তি আছে তা কি সত্য?

আব। না সম্রাট, ভাল ক'রে আপনার মুখের দিকে চাইতে পার্‌লে আপনাকে চেনা যায়।

(নাদির সিতারার দিকে অগ্রসর হইলেন)

নাদির। তুমি ওদের সঙ্গে গাইলে না ?

সিতারা। ও সুর আমি জানি না।

নাদির। তাহ'লে তোমার সুরটা একবার শুনিয়ে দাও—

সিতারা। কেন ?

নাদির। তোমার সুর শুনতে আমার ইচ্ছা করছে যে—

সিতারা। সে সুর জাঁহাপনার ভাল লাগবে না—,

নাদির। সে বিচার তোমার নয়—তুমি গেয়েই দেখ না—

সিতারা। (একটু চিন্তা—একটু হাসি—পরে)

গীত

পথেই যদি চল্‌বি রে মন
পথেই তবে চল।
মিছে কেন পিছে চাওয়া,
চোখের কোণে জল।
হাতে ধরে টানছে তোরে,
তুই তো রে কাণা,
চল্‌বি কোথা, থাম্‌বি কোথা,
নাইতো ঠিকানা—
(তবে) আধেক পথে কিসের ভয়ে
থেমে যাবি বল্‌।

নাদির। আলি আকবর, সুন্দরীদের রূপ আমার চোখে বেশ ভাল লাগ্‌লো। (সিতারাকে দেখাইয়া) এই সুন্দরীর নয়নের অকৃণ আভা আমার দৃষ্টিকে প্রসন্ন ক'রেছে—এ সুকণ্ঠী! আলি আকবর, অন্যান্য সুন্দরীদের আমার কর্ম্মচারীদের মধ্যে পদ-মর্য্যাদানুসারে বণ্টন ক'রে দাও—তুমি ভূতপূর্ব্ব পারস্য-সম্রাটের আত্মীয়, অনেক স্ত্রীলোক ভাগ-বাটোয়ারা ক'রেছ! আমি এখন ভারত সম্রাটের অন্যান্য উপঢৌকন দেখ্‌বো। আগাবাসী—

(আগাবাসীর প্রবেশ)

হিন্দুস্থানের এই নবাগতা সুন্দরীকে অন্দরমে নিয়ে যাও। আমার আদেশ মত আবার আমার কাছে আন্‌বে—

আহ্‌মেদ। সুন্দরী, শাহান শাহের অনুগ্রহ মাথা পেতে নিতে হয়। ঐ দেখ, তোমার সঙ্গিনীরা তোমার সৌভাগ্যে ঈর্ষ্যা কর্‌ছে—

(সীতারা একবার আবদালীর দিকে চাহিল, কোন কথা বলিতে পারিল না)

নাদির। আলি আকবর, ইতিমধ্যে দিল্লীশ্বরের উজীর ও অযোধ্যার নবাব যেন আমার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় এখানে উপস্থিত থাকেন।

[সকলের প্রস্থান

(আলি আকবর অন্যান্য সুন্দরীদের লইয়া যাইতেছে দেখিয়া সিতারাও সেই সঙ্গে যাইতেছিল)

আগা। হুজুরাইন, আপনি ওদের সঙ্গে যাবেন না।

সিতারা। কেন?

আগা। আপনার স্থান অন্যত্র—আপনি আমার সঙ্গে আসুন—

সিতারা। তোমার সঙ্গে কোথায় যাব?

আগা। অন্দরনে—

সিতারা। অন্দরন কোথায় ?

আগা। সম্রাটের শিবিরের পশ্চাতে।

সিতারা। সেখানে কারা থাকে ?

আগা। সম্রাটের বেগমরা—

সিতারা। আমি সেখানে কেন যাব ?

আগা। সম্রাটের ইচ্ছা।

সিতারা। যদি না যাই ?

আগা। ছিঃ বুদ্ধিহীনা, অমন কথা ব'ল্‌তে নাই—সম্রাটের আদেশ সকলেরই শিরোধার্য্য—

সিতারা। সম্রাটের আদেশ ? আচ্ছা চল—

[উভয়ের প্রস্থান

(সালেহ্ বেগ, আসফজা ও সাদৎআলি খাঁর প্রবেশ)

সালে। বসুন উজীর সাহেব—বসুন নবাব—সম্রাট এখনই আসবেন। আপনাদের সঙ্গে আমিও একমত। ভারত-সম্রাট যদি রাজ্য-শাসনে অপারগ হন, সিংহাসনে বসবার তাঁর কোন অধিকার নেই।

আসফজা। কিন্তু পারস্যের শাসন কি ভারতের পক্ষে বৈদেশিক শাসন হবে না ?

সাদৎ। তাতে ক্ষতি কি ? তুর্কি যখন প্রথম হিন্দুস্থানে এসেছিল, তখন সে-শাসনও ভারতের পক্ষে বৈদেশিক শাসনই ছিল।

সালে। কিন্তু আপনারা একটা কথা ভুল ক'চ্চেন—অতীতের কোন শাসন-তন্ত্রের সঙ্গে আপনারা বর্ত্তমান সম্রাট নাদির শাহের শাসন তুলনা ক'র্ব্বেন না। সমস্ত দেশ যদি ইচ্ছা ক'রে তাঁর পদানত হয় তবেই তিনি সাম্রাজ্য গ্রহণ কর্ব্বেন—

আসফ। আপনি কি ব'লতে চান সম্রাট্ শাহতামাস্‌কে তিনি সিংহাসনচ্যুত করেননি ?

সালে। না। তামাস্ নিজের এবং পিতার কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করছেন। পারস্য জাতি অন্তর থেকে তাদের উচ্ছেদ কামনা ক'রেছিল।

আসফ। আমরা শুনেছি বর্ত্তমান সম্রাট্ তামাসকে বলপূর্ব্বক সিংহাসনচ্যুত ক'রে তাঁর পিতৃ-সিংহাসনে স্বয়ং অধিষ্ঠিত হ'য়েছেন।

সালে। সম্পূর্ণ ভুল এবং মিথ্যাকথা। নাদির কোনো দিন সিংহাসন চান্‌নি। আমি যে নিজের চোখে দেখেছি উজীর সাহেব, তিরিশ দিন ধরে প্রত্যহ সমস্ত জাতি তাঁকে অনুরোধ করে সিংহাসন গ্রহণ কর্ত্তে। দিনের পর দিন তিনি জাতির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান ক'রেছেন! পারস্যের অধিবাসী ও রাজ্য, আফগান, তুর্কী ও রুষের কাছে পরাজিত হ'য়ে তিল তিল ক'রে যে স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছিল, নাদির তাই পুনরুদ্ধার করেছেন। তামাস্ যদি তুর্কীদের সঙ্গে সমগ্র জাতির অপমানকর সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ না হ'তেন, আজ পর্য্যন্ত তিনিই বসতেন পারস্যের সিংহাসনে—নাদির তাঁর অধীনে সেনাপতিই থাকতেন।

আসফ। আপনি কি মনে করেন সম্রাট নাদির শাহ্ যদি ভারতের অধীশ্বর হ'ন—

সালে। ভারতের লুপ্ত গৌরব আবার ফিরে আসবে। শুনুন উজীর

সাহেব, যে প্রতিভা ও উদারনীতি নিয়ে জন-সমাজের হৃদ্‌পদ্ম হ'তে এই মহাবীর উদ্ভূত হ'য়েছেন—যদি সমগ্র মুসলমান জাতির সাহায্য ও সহানুভূতি তিনি পান—তিনি জগতে এক বিপুল মোস্‌লেম রাষ্ট্র স্থাপন করবেন। সে রাষ্ট্র এমন বিরাট, এমন শক্তিশালী হবে যে সমগ্র জগৎকে একদিন তারই ছত্র-ছায়াতলে আস্‌তে হবে। যা লোকক্ষয় হ'য়েছে, হ'য়েছে—আপনারা সম্রাট মহম্মদ শাহ্‌কে পারস্য সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার ক'র্‌তে অনুরোধ করুন। আমি অনর্থক রক্তপাত—বিশেষ মোস্‌লেম রক্তপাত আদৌ ইচ্ছা করি না। আমার অনুরোধ এত বড় প্রতিভার গতিকে আপনারা ব্যাহত কর্ব্বেন না। মনে রাখবেন প্রতিভা জগতে খুব বেশী আসে না।

আসফ। সম্রাটের সামরিক প্রতিভার পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই পেয়েছি সমগ্র আফগানিস্থানকে যখন তিনি দমন করেন—কিন্তু তাঁর রাষ্ট্রনীতি-প্রতিভা সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

সালে। রাষ্ট্রনীতির অর্থ আপনারা কি বোঝেন জানি না। যদি চুরি ডাকাতির দণ্ড-বিধান ও রাজকর আদায়ের নাম রাষ্ট্রনীতি হয়, নাদির শাহের নামই তার পক্ষে যথেষ্ট—কিন্তু তাঁর রাষ্ট্রনীতির অর্থ অনেক বেশী। নাদির কর্ম্মক্ষেত্রে আসবার পূর্ব্বে, পারস্য ব'ল্‌তো শুধু তিহারণ আর ইসপাহানের চতুর্দ্দিকের ক্ষুদ্র ভূভাগকে—আর আজ পারস্য সাম্রাজ্য ব'লতে বুঝি—কাস্পিয়ান সাগর-তীরবর্ত্তী ককেসস পর্ব্বতমালার-তলদেশ হ'তে ভারতের এই সিন্ধুনদ-তীর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ জনপদ। খোরাসান, ইস্‌পাহান, সিস্তান, মাজেন্দ্রান, ক্যাসপিয়ন,

লুরিস্তান, সিরাজ কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদ—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিতে বিভক্ত হ'য়ে যারা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যাপৃত ছিল—আজ তারা এক জাতি, এক ধর্ম্মাবলম্বী।

সাদৎ। সত্য উজীব সাহেব, এ আশ্চর্য্য শক্তি! আপনি কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে কথা কইলে বুঝবেন এ রকম আশ্চর্য্য মানুষ আমরা হিন্দুস্থানে দেখিনি—

সালে। সম্রাট আসবার পূর্ব্বেই আপনারা আপনাদের কর্ত্তব্য স্থির করুন। তাঁর আসবার সময় হ'য়েছে, আমি তাঁকে আনতে যাই—এই অবসরে আপনারা চিন্তা ও আলোচনা করুন।

[প্রস্থান

আসফ। এ লোকটা কে? খোরাসানী না ইস্পাহানী?

সাদৎ। খোরাসানী।

আসফ। সৈন্যাধ্যক্ষ?

সাদৎ। এর সম্বন্ধে শিবিরে অনেক কথাই শুনেছি। আবশ্যক হ'লে সৈন্যাধ্যক্ষের কাজ বোধ করি এরা সবাই ক'র্‌তে পারে। এ বোধ হয় সমর-সচিব—সম্রাট যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সন্ধি সম্বন্ধে প্রায়ই এর সঙ্গে পরামর্শ করেন শুনেছি; খুব শিক্ষিত—আর আদর্শবাদী।

আসফ। হ্যাঁ—খুব বড় বড় কথা ব'লছে বটে—এখন আমাদের পথ কোন্‌টা কিছু বুঝলেন?

সাদৎ। ঠিক বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা।

আসফ। কিন্তু এখনইতো জবাব দিতে হবে।

সাদৎ। দিল্লীশ্বরের কি ইচ্ছা ?

আসফ। সকল রকম সর্ত্তে সম্মত হ'য়ে এখান থেকেই বিদায় করা।

সাদৎ। তাতে আমাদের কি লাভ ?

আসফ। কিছুই না। আপনি কিছু ভেঙেছেন ?

সাদৎ। ইঙ্গিতে আভাস দিয়েছি।

আসফ। কিরকম বুঝ্‌লেন ?

সাদৎ। কিছু বোঝা গেলনা। মানুষটা একটু বেয়াড়া রকমের। পঞ্চাশ রকম কাজ একসঙ্গে ক'রে—কোনটার উপর যে তার আকর্ষণ, সহজে ধরা যায় না।

আসফ—দিল্লীতে নাদিরশাহ্‌কে যেতে হবে। বাবর শার বংশধরেরা অনেকদিন রাজত্ব ভোগ ক'রছে—আর কেন ? শুধু আকবর, শাজাঁহা, ঔরংজেবের বংশে জন্মেছি ব'লে দিল্লীর তক্‌তে ব'স্‌বো—একথা যারা বলে, তারা একবার দেখুক—একবার বুঝুক্ ! খোরাসানী ঠিক কথাই ব'লেছে !

সাদৎ। যাতে নাদির শাহ্‌ দিল্লীতে যান আমিতো সেই চেষ্টাই ক'র্‌ছি—আমি একজন হিন্দু জ্যোতিষী দিয়ে সম্রাটের ভাগ্য গণনা করিয়েছি—সে ব'লে গেছে সাতদিনের মধ্যে ভারতবর্ষ নাদিরশাহের অধীনে আস্‌বে।

আসফ। সম্রাট্ বিশ্বাস ক'রেছেন ?

সাদৎ। ঠিক বোঝা গেলনা। এই লোকটা যথার্থ শক্তিশালী। নিজের বাহু আর মস্তিষ্কের শক্তির উপরই তাঁর একমাত্র বিশ্বাস। মাঝে মাঝে মনে হয় দাম্ভিক—

আসফ। তাহ'লে বিশ্বাস ক'রেছেন। অমন মুখরোচক গণনা—অতি-বড়

নাস্তিকেও বিশ্বাস করে। আমরা পরিবর্ত্তন চাই। উত্তর ভারতবর্ষ আপনার, দাক্ষিণাত্য আমার। নাদির শাহ্ শুধু আমাদের পথের প্রধান কণ্টকটী সরিয়ে দেবে—অবশ্য তার মূল্য আমরা দেব!

(নাদিরশাহ, সালেহ্ বেগ, আলিআকবর, আহ্মেদ আবদালী ও আগাবাসীর প্রবেশ)

নাদির। উজীর সাহেব আসফজা চিন ক্লিচখাঁ নিজাম উল্ মুল্ক্!

আসফ। শাহানশাহ্, আমি অনুগৃহীত।

নাদির। আপনার দিল্লীশ্বরের উপঢৌকনে আমি প্রীত হ'য়েছি। ক্রীতদাসীগুলি আর হাতীগুলি সবচেয়ে ভাল লাগ্লো। খাসা হাতী—বেশ মোটা আর বেঁটে, দেখ্লে হাসি পায়—অনেকটা আমাদের এই রাজস্ব-সচিব আলি আকবরের মত।

আসফ। ওগুলি হিন্দুস্থানের গুজরাট প্রদেশ থেকে সংগৃহীত। হিন্দুস্থানেও স্থূলকায় খর্ব্ব লোকদের গুজরাটী হাতীর সঙ্গে তুলনা করে সম্রাট্!

নাদির। মনে রাখ্বেন উজীর সাহেব, রাজস্ব-সচিবকে নিয়ে পরিহাস কর্ব্বার অধিকার একমাত্র আমারই—ওর সঙ্গে আমার মধুর সম্পর্ক। এই উপঢৌকনের বাহক হ'য়ে আসা ছাড়া—আপনার সম্রাট্ আপনার উপর কি অন্য কোন কার্য্যভার দিয়েছেন?

আসফ। দিয়েছেন জাঁহাপনা—তিনি আমাকে আপনার সঙ্গে সন্ধিসূত্র আলোচনা কর্ব্বার অধিকার দিয়েছেন।

নাদির। ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ প্রদেশের শস্যক্ষেত্রে কোন্ কোন্ শস্য, কি পরিমাণে জন্মায়, আপনি তার একটা তালিকা প্রস্তুত ক'র্ব্বেন। এ ছাড়া অন্য কোন কার্য্যভার আপনাকে দিতে পারি না—

আসফ। জনাব!

নাদির। আমার কথার অর্থ বুঝতে পার্লেন না?

আসফ। না সম্রাট্!

নাদির। অর্থ বুঝিয়ে দাও আলি আকবর—

আক। আপনি দিল্লীশ্বরের উজীর। শাহানশাহ আপনাকে দিল্লীশ্বরের উজীরের কাজই দিয়েছেন। বিগ্রহ সন্ধি প্রভৃতির সূত্র আলোচনার পক্ষে সম্রাট আপনাকে সম্পূর্ণ অযোগ্য মনে করেন।

নাদির। মোগল সম্রাটকে এখানে আমার শিবিরে, আস্তে হবে—আপনার সঙ্গে সন্ধির আলোচনা হবে না! আপনি শুধু নির্ণয় ক'র্বেন ভারতের কোন্ কোন্ প্রদেশ থেকে কতবেশী রাজস্ব আদায় হওয়া সম্ভব এবং সেই সমস্ত প্রদেশের ভূমিজাত শস্য এবং খনিজ পদার্থের মূল্য অনুসারে যেন রাজস্বের হার নির্ণীত হয়। আজই রাত্রি-শেষের পূর্ব্বে সম্রাটকে স্বয়ং এই শিবিরে এসে সন্ধিসূত্র আলোচনা ক'র্ত্তে হবে। কাল প্রাতঃকালে পারস্য সাম্রাজ্যের নূতন অভিযান। সাদৎ খাঁ আপাততঃ আমাদের সঙ্গেই থাকবেন।

আসফ। কিন্তু আমি শুধু সম্রাটের দূত হ'য়েই আসিনি—সম্রাটের প্রস্তাব ছাড়া আমার নিজের প্রস্তাবও আছে।

নাদির। আপনার পরিচয়?

আসফ। একদিন আমি ভারতসম্রাটের প্রতিদ্বন্দ্বীই ছিলাম। সম্রাট বাধ্য হ'য়ে আমাকে উজীর ক'রেছেন। আমি নামে তাঁর উজীর—কিন্তু আমি সমগ্র দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন রাজা।

নাদির। ভাল, আপনার পরিচয়ে প্রীত হ'লাম। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মোগল সম্রাট এখানে না আসছেন, ততক্ষণ আপনার কোনো কথা শুন্‌বো না—আমি আপনাকে স্মরণ রাখ্‌বো। আগাবাসী—

(আগাবাসী বাঁশী বাজাইল সকলে শিবির হইতে বাহিরে গেল)

আগাবাসী, হিন্দুস্থানের সুন্দরী—

[আগাবাসীর প্রস্থান

(সিতারাকে লইয়া আগাবাসীর প্রবেশ)

(আগাবাসী সিতারাকে ইসারা করিল ; সিতারা নাদির শাহকে অভিবাদন করিয়া স্থিরভাবে একদিকে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। আগাবাসী চলিয়া গেল। নাদির সিতারার সম্মুখে গিয়া কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন)

নাদির। তোমার চোখ দুটী সুন্দর, মুখখানাও মন্দ নয়, আর রংটা বেশ ফর্সা। তোমাকে বোধ করি সুন্দরী বলা যেতে পারে?

(নাদিরের কথাবলার ভঙ্গীতে সিতারা হাসিয়া ফেলিল)

বাঃ বাঃ বাঃ—তোমার হাসিটীও বেশ সুন্দর, দাঁতের আভায় পাওয়া যায়—আভা দেখায় বেশ—ইস্পাহানী কি সিরাজী মেয়েদের মত নয়—ওরা হাসেনা, শুধু দাঁত বার করে।

(সুন্দরী পুনরায় হাসিল)

শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসলে হবেনাতো! তোমার নামটী কি বল।

সুন্দরী। সিতারা—

নাদির। সিতারা! সিতারা! বেশ নাম! সিতারা—সিতারা—নামটী তোমার সৌন্দর্য্যেরই অনুরূপ। তুমি হিন্দু—না মোসলেম

সুন্দরী। আমি হিন্দু—রাজপুত নারী।

নাদির। রাজপুত? শুনেছি রাজপুত হিন্দুস্থানের সর্ব্বাপেক্ষা সমর-নিপুণ জাতি।

সিতারা। ছিল—কিন্তু আর নেই সম্রাট—মোগল বাদশাহদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত জাতিরও পতন হ'য়েছে।

নাদির। এখন ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা সমর-নিপুণ জাতি?

সিতারা। মহারাষ্ট্র।

নাদির। তুমি কুমারী?

সিতারা। আমি কুমারীও বটে—আবার বিধবাও বটে।

নাদির। কি রকম, কি রকম?

সিতারা। আমার পিতা ও স্বজাতির কাছ থেকে মোগলরা আমায় অপহরণ করে। তারপর একজন কাপুরুষ মোগল-রাজবংশীয় লম্পটের

সঙ্গে এক মোল্লা এসে আমার বিবাহ দেয়। আমি সে বিবাহ স্বীকার করিনি।

নাদির। তোমার স্বামী তোমায় ছেড়ে দিলে?

সিতারা। না সম্রাট। বিবাহের রাত্রে লম্পট আমার অঙ্গ স্পর্শ ক'র্‌তে আসে। আমি তাকে বধ করি।

নাদির। সোভান্ আল্লা—তোমায় ভাল বাস্‌তে ইচ্ছা ক'র্‌ছে। তোমার জীবনের ইতিহাসে একটু বৈচিত্র্যও আছে—তোমার কথা বলার ভঙ্গীও মন্দ নয়! ভাল, তারপর কি হ'ল?

সিতারা। যখন রাত্রি গভীর এবং সমস্ত পুরী নীরব—সেই সময়ে আমি লম্পটকে বধ করি। তার মৃত্যুর কথা প্রচার হবার পূর্ব্বেই আমি নিশীথ অন্ধকারে পুরী ত্যাগ করি।

নাদির। তুমি তাকে স্বামী ব'লে গ্রহণ ক'ল্লে না কেন?

সিতারা। ভাল লাগ্‌লো না। তার ভাবভঙ্গী আমাদের রাজপুত যুবকের মত বীরোচিত নয়—কেমন যেন স্ত্রীলোকের মত স্বভাব।

নাদির। ভাবে বোধ হ'চ্ছে তুমি বীরপুরুষকে পছন্দ কর!

সিতারা। আমাদের দেশের মেয়েরা বীরত্ব শুধু পছন্দ করেনা—পূজা করে।

নাদির। পূজাও করে? তাহ'লে তোমাদের দেশের মেয়েদের ভাল ব'ল্‌তে হবে!

সিতারা। আপনি আলাউদ্দীন আর পদ্মিনীর ইতিহাস শুনেছেন?

নাদির। দেখ, আমি নিজে লেখাপড়া জানিনে—তবে আমার অনেক কর্ম্মচারী আছে। তারা দেশ বিদেশের ইতিহাস সংগ্রহ ক'রে আমায় শোনায়। আলাউদ্দীনের ইতিহাস আমি জানি!

সিতারা। মুসলমানের হাত থেকে রাণী পদ্মিনীকে রক্ষা করতে সমস্ত জাতি একসঙ্গে প্রাণ দিয়েছিল।

নাদির। দেখ, তুমি বার বার মুসলমানের নিন্দা ক'রছ, সেটা আমার কানে ঠিক ভাল লাগ্‌ছেনা। তুমি মোগল কিম্বা পাঠানের নাম কর—মুসলমান ব'ল না। মুসলমান নামটী একটী বৃহৎ কল্পনা—অনেক ক্ষুদ্র জাতি আর ধর্ম্মকে এক ক'রে বাঁধ্‌বার জন্য ও-নামের সৃষ্টি হয়েছে। ভাল, তোমার সেই মোগল স্বামীকে—

সিতারা। সে আমার স্বামী নয় জাঁহাপনা। আমি তার অঙ্গও স্পর্শ করিনি—

নাদির। তাকে বধ করবার পর কি ক'ল্লে?

সিতারা। দেশে ফিরে গিয়ে শুন্‌লাম, বাপ্‌মা মারা গেছেন। দেশে কেউ আমায় স্থান দিলে না—আমি অনেকদিন মোগলদের ঘরে ছিলাম—আমার জাত গেছে।

নাদির। তোমার আত্মীয়-স্বজন কেউ তোমায় স্থান দিলে না?

সিতারা। না জাঁহাপনা। আমাদের দেশের ধর্ষিতা নারীর ভাগ্য চিরদিনই এই রকম।

নাদির। তোমার মতন এমন একটী সুন্দরীকে তারা হাতছাড়া ক'র্‌লে? যাক্‌—তুমি কি ক'র্‌লে?

সিতারা। দেশের বাস উঠ্‌লো। আত্মীয়-স্বজন, রাজপুত-সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচ্‌লো! ছেলেবেলা থেকে গাইতে পারতেম—লোকেও সুকণ্ঠ ব'ল্‌তো—সেই কণ্ঠকেই পাথেয় ক'রে পথে বেরিয়ে পড়লাম।

নাদির। তাহ'লে তুমি পথের সুন্দরী!

সিতারা। ঠিক তাই জাঁহাপনা। আজ সকালে গান গেয়ে যাচ্ছিলাম। উজীর সাহেবের অনুচর জাঁহাপনাকে উপহার দেবার জন্য

ক্রীতদাসী খুঁজতে বেরিয়েছিল—আমাকে মোগল সম্রাটের শিবিরে নিয়ে এল—তারপর এই ভাল পোষাক পরিয়ে আপনার সাম্‌নে উপস্থিত ক'র্‌লে।

(নাদির দুই একবার সকৌতুক দৃষ্টিতে সিতারাকে দেখিলেন। তারপর—দুই একবার পাদচারণা করিলেন)

নাদির। সিতারা, তুমি পথের ভিখারিণী।

সিতারা। হ্যাঁ সম্রাট্—

নাদির। আচ্ছা—আমি যদি তোমায় জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাজ্ঞী করি, তোমার কোন আপত্তি আছে?

সিতারা। আপনার লাভ?

নাদির। খেয়াল—তা ছাড়া তোমার চোখ দুটী বেশ ভাল—কণ্ঠও মন্দ নয়। আগাবাসী—

আগা। জনাব!

নাদির। মোল্লাবাসী।

সিতারা আমি তোমায় বিবাহ ক'চ্ছি। যে খেয়ালী বিশ্ববিধাতা রাজাকে ফকীর আর ফকীরকে রাজা করেন—যাঁর ইচ্ছায় নগর অরণ্যে আর অরণ্য নগরে পরিণত হয়—যাঁর ইঙ্গিতে সাগর মরুভূমি আর মরুভূমি সাগর হয়—আমি তাঁরই মত আমার ইচ্ছার বিচিত্র শক্তির লীলা দেখাব! আশা করি বিবাহে তোমার আপত্তি নাই।

(মোল্লাবাসীর প্রবেশ)

সিতারা। মন্দ কি—একভাবে তো কাটাতে হবে;

নাদির। মন্দ কি? তুমি আশ্চর্য্য হ'চ্ছ না?

সিতারা। না—আপনিইতো বল্লেন জনাব, একজন বিশ্ব-বিধাতা আছেন যিনি প্রতিনিয়ত রাজাকে ফকীর আর ফকীরকে রাজা কচ্ছেন।

নাদির। তোমার রূপ-যৌবন তো আছেই—দেখ্‌ছি তোমার বুদ্ধিও আছে। ভাল, কোন্ মতে বিবাহ করা তোমার ইচ্ছা? আমার মোল্লা উপস্থিত। যদি বল, আমার কর্ম্মচারী পাঠিয়ে দিবে নিকটের কোনো হিন্দু-গ্রাম থেকে একজন হিন্দু মোল্লা আনাতে হয়—

সিতারা। আবশ্যক নেই। কোন হিন্দু পুরোহিত সহজে একরকম বিবাহে মন্ত্র পড়াবে না—

নাদির। সে ব্যবস্থা আমি ক'র্‌বো—তোমার হিন্দু মোল্লার আবশ্যক আছে কিনা বল!

সিতারা। না, আবশ্যক নেই। পুরোহিত হিন্দু নিয়ে আর কি হবে সম্রাট্? ঘরতো ক'র্‌তে হবে আপনার সঙ্গে!

নাদির। সিতারা, তুমি দেখ্‌ছি রত্ন! মোল্লাবাসী তুমি সাক্ষী—হিন্দুস্থানের এই রাজপুত নারীকে আমি বিবাহ কর্চ্ছি। ভালকথা, আগাবাসী—আলি আকবর, সিরাজী বেগম—সিতারা, সিরাজী বেগম আর তাঁর ভাই আলি আকবরের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব। আর এ বিবাহে তারাও সাক্ষী

থাক্। এরা পারস্যের অভিজাত বংশীয়—আমাকে ঘৃণা করে!

সিতারা। আপনাকে ঘৃণা করে? কেন সম্রাট্?

নাদির। আমি যে চাষীর ছেলে। আমি ছেলেবেলায় চাষ ক'র্ত্তাম—মেষশাবক চরাতাম—আজ মানুষ মেষ চরাচ্ছি—প্রায় সমান!

(আলি আকবর ও সিরাজী বেগমের প্রবেশ)

(নাদির শাহ্ উভয়ের প্রতি উপবেশনের ইঙ্গিত করিলেন)

আলি আকবর, আমার ইচ্ছা হ'য়েছে—আজ আমি এই হিন্দু ক্রীতদাসীকে বিবাহ ক'রে একে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা মহিষী ক'র্‌বো।

আক। আপনি ইচ্ছা ক'র্‌লেই পারেন জাঁহাপনা—আপনি সর্ব্বশক্তিমান্!

নাদির। আলি, তোমার এই গুণেই আমি তোমাকে এত ভালবাসি! বোধ হয় তোমাদের ইরাণী অভিজাতকে শুধু এই একমাত্র কারণে ভালবাসি। অমন তোষামোদ জগতে আর কোনো জাতি ক'র্‌তে পার্‌বে না! সিরাজী বেগম, সিতারা বেগম আজ থেকে প্রধানা মহিষী—তুমি প্রত্যহ এঁকে অভিবাদন ক'র্‌বে। এই মুহূর্ত্তে অভিবাদন কর! অভিবাদন কর! (সিরাজী অভিবাদন করিল) সিতারা, আমার পাশে এস মোল্লাবাসী—

মোল্লা। নূতন হিন্দু বেগমের বংশ-পরিচয়—

নাদির। আঃ—মোল্লাবাসী, দ্বিরুক্তি ক'রনা। সিরাজী, তোমার বোধ হয় স্মরণ আছে, এই রকম আর একটা বিবাহ-রাত্রে আভিজাত্যাভিমানী শিয়া সম্প্রদায়ের আর এক মোল্লাবাসীর কি দুর্দ্দশা হ'য়েছিল! বংশ-পরিচয় অনাবশ্যক—আমি চাই, বংশের নব, নিজের পরিচয়ে মানুষ দাঁড়াবে! আভিজাত্য যেন আজ এই সিরাজী বেগমের মত ক্রীতদাসীকেও অভিবাদন ক'রতে শেখে—

(নাসিরুল্লা কুলী খাঁর প্রবেশ)

নাসিরুল্লা এদিকে এস। সিতারা, এই আমার কনিষ্ঠ পুত্র!

সিতারা। শাহ্‌জাদা?

নাদির। এখন ঘটনাচক্রে শাহ্‌জাদা হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন বটে—তবে আসলে ইনি কুলীখাঁ জাদা—কেননা, যখন জন্মেছিলেন, তখনো আমি শাহ্‌ হইনি। নাসির কুলী, এই হিন্দুরমণী হিন্দুস্থানের রাজপুতনারী—এই মুহূর্ত্তে ইনি প্রধানা সম্রাজ্ঞী হবেন! মোল্লাবাসী—

সিতারা। আমার একটা নিবেদন আছে জাঁহাপনা।

নাদির। বল—

সিতারা। হিন্দুস্থানে লোকাচার আছে, পুত্রকে পিতার বিবাহ দেখ্‌তে নেই। সুতরাং—

নাদির। ভাল, তোমার দেশের আচার আমি মান্‌ব। নাসির, তুমি মুহূর্ত্তের জন্য শিবিরের বাইরে যাও—

নাসির। আমি সংবাদ বহন ক'রে এনেছি সম্রাট্ !

নাদির। কি সংবাদ ?

নাসির। হিন্দুস্থানের সম্রাট—শিবিরের বাইরে—

নাদির। ওঃ—ভাল, তুমি তাঁকে অপেক্ষা ক'র্ত্তে বল। আগে বিবাহ হ'য়ে যাক্—তারপর হিন্দু সার্ব্বভৌম রাজার মত প্রধানা মহিষী, অন্যান্য বেগম এবং সমস্ত রাজ-কর্ম্মচারী পরিবেষ্টিত হ'যে আমি মোগল-সম্রাটের সঙ্গে দেখা ক'র্ব্ব—আদেশ পেলে তুমি তাঁকে এখানে আন্‌বে।

(সিরাজী ও আলি আকবরে দৃষ্টি-অভিনয়)

[নাসিরুল্লার প্রস্থান

(মোল্লাবাসী ও সিতারাকে লইয়া নাদির কিছুক্ষণের জন্য নেপথ্যে গেলেন। পর মুহূর্ত্তে আবার আসিলেন)

নাদির। আগাবাসী—সমস্ত রাজকর্ম্মচারী ও সৈন্যাধ্যক্ষকে এই মুহূর্ত্তে এখানে উপস্থিত হবার সঙ্কেত কর। সিরাজী বেগম, তুমি আমাদের পদতলে উপবেশন কর।

(আগাবাসী শিবিরের বাহিরে গিয়া সঙ্কেত করিতেই এক এক করিয়া সৈন্যাধ্যক্ষ ও রাজকর্ম্মচারীগণ সম্রাট্-শিবিরে আসিয়া নূতন সম্রাট-দম্পতীকে অভিবাদন করিতে লাগিলেন।
আহ্‌মেদ আবদালি, সালেহ্ বেগ, মির্জ্জা মেহেদী, ক্রীতদাসীগণ বিভিন্ন জাতীয় সৈন্য এবং তাহাদের অধ্যক্ষ—তুর্কী, ককেসীয়, খোরাসানী, সিস্তানী, বক্তিয়ারী, কার্ম্মান, আফ্‌গান, খিল্‌জী, আবদালী এবং সর্ব্বশেষে নাসিরুল্লা, আসফাজা, সাদৎ আলি খাঁ

প্রভৃতি সহ মোগল সম্রাট্ মহম্মদ শাহ্‌কে লইয়া প্রবেশ করিল।
নাদির সিংহাসন হইতে নামিয়া মহম্মদ শাহের অভ্যর্থনা করিলেন)

নাদির। মোগল সম্রাট, আপনি শুভ মুহূর্ত্তে আমার শিবিরে এসেছেন! আপনার প্রদত্ত সেই হিন্দু ক্রীতদাসীকে আমি বিবাহ ক'রছি—

(সর্ব্বত্র পান-ভোজনের উৎসব চলিতে লাগিল—নাদির পুনরায়
তাঁহার উচ্চাসনে গিয়া ব'সলেন)

মোগল সম্রাট, ইতিপূর্ব্বে আমি আপনার ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম; আপনি আমার রাজশক্তি অস্বীকার ক'রেছিলেন—তার নিদর্শন, আপনি বার বার আমার শক্তি অমান্য করে বিদ্রোহী পলাতক আফগান সর্দ্দারদের আপনার রাজ-সভায় আশ্রয় দিয়েছেন। আপনি ভেবেছিলেন, আফগানিস্থানের দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম ক'রে পারস্যের বিজয়ী সৈন্যবাহিনী হিন্দুস্থানে আসতে পারবে না। এখন বুঝেছেন, আপনার ধারণা কিরূপ ভ্রমাত্মক ?

মহম্মদ। পারস্য সম্রাট, আমার পূর্ব্ব-ব্যবহারের জন্য আমি অনুতপ্ত।

নাদির। আপনি যখন নিজে এসেছেন, আপনার প্রতি আর আমার ক্রোধ নাই। (আপনি তুর্কী, সুন্নী-সম্প্রদায় ভুক্ত, উদার মুসলমান—আমাদের পরমাত্মীয় কেননা—আপনি নিশ্চয় শুনেছেন—আমিও তুর্কী, আমিও সুন্নী সম্প্রদায়-ভুক্ত।) আমি আপনার পূর্ব্ব-অপরাধ ক্ষমা ক'রেছি।

মহম্মদ। সম্রাট্ আপনি মহান্!

নাদির। আপনি আপনার আভিজাত্য-মণ্ডিত গর্ব্বিত উষ্ণীষধারী শির আমার এবং নূতনতম সম্রাজ্ঞীর নিকট অবনত ক'রেছেন,

এই জন্য আমি আপনার প্রতি বিশেষ প্রসন্ন হ'য়েছি। যে আভিজাত্য মানুষকে তুচ্ছ ক'রে তাকে ক্রীতদাস করে, আমি তাকে ঘৃণা করি। আভিজাত্যের চেয়ে মানুষ শ্রেষ্ঠ, কেননা আভিজাত্য মানুষ সৃষ্টি করে না, মানুষই আভিজাত্যের স্রষ্টা। তবে আমি এই মুহূর্ত্তে সসৈন্যে আপনার রাজধানীতে যাত্রা ক'রতে চাই—আমি সেখানে গিয়ে নিজের চোখে আপনার শাসন-প্রণালী দেখ্‌বো। যদি আপনি রাজ্য-শাসনের যোগ্য হন, উত্তম; যদি অযোগ্য হন, ভারতে মোগল শাসন পুরাতন ও অনাবশ্যক ব'লে পরিত্যক্ত হবে। সালেহ্‌ বেগ, আহ্‌মেদ আবদালী, সমস্ত বাহিনী সচল হবার আদেশ দাও। বাহিনীর পুরোভাগে পথ প্রদর্শক হ'য়ে থাক্‌বেন—সাদৎখাঁ এবং মোগল সম্রাটের উজীর আস্‌ফজা-নিজাম উল্‌মুল্‌ক্‌ চিন্‌ক্লিচখাঁ—তারপর সালেহ্‌ বেগ তোমার খোরাসানী বাহিনী, তারপর ভারত সম্রাট ও পারস্য সম্রাট—তৎপশ্চাতে আগাবাসী, ভারত সম্রাট ও পারস্য সম্রাটের বেগম-মহল—তারপর খিল্‌জী, তুর্কী—তারপর আলি আকবর, বাহিনীর রসদ কর্ম্মচারী, তারপর বক্তিয়ারী, কার্ম্মানি, সিস্তানী, ককেসয়ী—সর্ব্বশেষে আহ্‌মেদ, তোমার দুর্দ্ধর্ষ আবদালী সৈন্য।

(আদেশমত সৈন্যাধক্ষ্যগণ এক এক করিয়া বাহির হইয়া গেল—
সালেহ্‌ বেগ ও আহ্‌মেদ আবদালী শিবির তুলিবার সঙ্কেত
করিলেন—দামামা-ধ্বনি দ্বারা সেই বিশাল শিবিরের
সর্ব্বত্র একটা গতি-চাঞ্চল্য অনুভূত
হইতে লাগিল)

দ্বিতীয় অঙ্ক
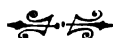
দৃশ্য—দিল্লী-রাজপ্রাসাদ, বেগম-মহল

(রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। সিরাজী তাঁহার কক্ষে একা বসিয়া আছেন। কর্ণালের শিবিরে সে রাত্রির ঘোর অপমান তাঁহার মনে জাগরূক— সেই সঙ্গে চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে সিতারা ও নাদিরের পূর্ণাঙ্গ প্রেমের চিত্র। নারী-সুলভ ঈর্ষ্যায় তাঁহার অন্তর জ্বলিতেছে। অল্পক্ষণ পরে আলি আকবর প্রবেশ করিয়া একটা আসনে বসিয়া পড়িলেন)

সিরাজী। আলি আকবর, এ অপমানের প্রতিশোধ তোমায় নিতেই হবে।

আক। আস্তে—আস্তে—চেঁচিয়ো না সিরাজী, চেঁচিয়ো না। হঠাৎ এমন উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্‌লে কেন ?

সিরাজী। তুমি যদি মানুষ হ'তে—আমার উত্তেজিত হবার আবশ্যক ছিলনা। খোরাসানী জঙ্গলের ভঁইস্ তোমার সাম্‌নে যে অপমান আমায় ক'র্‌লে—নিজের চোখে দেখেও, তুমি যদি তার প্রতীকার না ক'বে এই রকম সমস্ত রাত্রি মদ্যপান ক'রে

নিজের আনন্দে বিভোর থাক', তাহ'লে আমায় আত্মহত্যা ক'র্ত্তে হবে।

আক। কোন্ দিনকার কোন্ অপমানের কথা ব'ল্‌ছ বল দেখি?

সিরাজী। ওঃ। সে অপমান তোমার গায়েই লাগেনি! তুমি কি হ'লে? এত অধঃপতন তোমার কি ক'রে হ'ল? তুমি কি ভুলে গেছ কোন্ বংশে তোমার জন্ম?

আক। আচ্ছা সিরাজী, ব্যাপারখানা কি বল তো? তুমি আমায় মদ্যপানের জন্য তিরস্কার ক'র্‌লে, অথচ দেখ্‌ছি নেশাটা তোমারই হ'য়েছে বেশী!

সিরাজী। তোষামোদ ক'রে আর অপমান স'য়ে তোমার গায়ের চামড়া এত পুরু হ'য়ে গেছে যে কোনো অপমানই চাম্‌ড়া ভেদ ক'রে অন্তরে গিয়ে পৌঁছয় না। কুলী খাঁ মিথ্যে বলে না—তোষামোদে ইরাণীরা অদ্বিতীয়।

আক। হঠাৎ স্বজাতির দুর্গতির জন্য তোমার প্রাণ এ রকম কেঁদে উঠ্‌লো যে! তোমায় এতটা স্বজাতি ও স্বদেশ বৎসলা পূর্ব্বে তো কখনো দেখিনি সিরাজী। সত্যি ব'ল্‌ছি সিরাজী, মান-অপমানের খুব বেশী তোয়াক্কা আমি রাখিনে—আমি চাই কাজ। দু'টো অপমান স'ইলে, কি দু'টো মিষ্টি মিথ্যেকথা ব'ল্‌লে, যদি কাজ পাওয়া যায়—তাতে ক্ষতি কি?

সিরাজী। অপমানেরও তো একটা সীমা আছে। আর কত অপমান তুমি সইতে বল? একটা রাস্তার ভিখারী মেয়ে—কাফের—তাকে ক'ল্লে প্রধানা বেগম—আর আমি, সাফাভী বংশের রাজকুমারী, সম্রাট্ হুসেন শাহের ভাগিনেয়ী, আমাকে তার পায়ের তলায় দাঁড় করিয়ে সেলাম করালে।

আক। ওঃ, বটে বটে বটে—তোমার একটু রিশ্ হয়েছে! তা হ'তে পারে। যাই বল আর তাই বল বোন্, কুলীখাঁকে তুমি যতই গালাগাল দাও, আমি দেখ্ছি সত্যই তুমি ওকে একটু একটু ভালবাস!

সিরাজী। সেই হিন্দু শয়তানী—গায়ের রং দেখ্লে অমাবস্যার রাত্রি ভয়ে পালিয়ে যায়—সেই হ'ল ওর প্রধানা বেগম! উপযুক্ত মিলনই হ'য়েছে! একদিকে খোরাসানের জঙ্গলের বর্ব্বর চাষী, আর একদিকে হিন্দুস্থানের সয়তানী—আর তুমি দিনে-রেতে পঞ্চাশবার ক'রে এই অপূর্ব্ব দম্পতীকে সেলাম ক'রে আস্ছ! লজ্জাও করে না?

সয়তানী? তোমার বিশেষ মাত্রাটা একটু বেশী হ'য়ে গেল সিরাজী। তার উপর রাগ ক'র্তে হয় কর, তোমার দোষ দিই না—খোদা তোমায় স্ত্রীলোক ক'রে পাঠিয়েছেন, কি কর্ব্বে বল! কিন্তু রাগ ক'রে ডাহা মিথ্যেকথা বলা ঠিক নয়। রাগের মাথায় তাকে অতটা কুৎসিৎ বলা ঠিক উচিত হবেনা। কুলীখাঁ যখন ক্রীতদাসীদের দল থেকে ওই মেয়েটিকেই পছন্দ ক'রে নিলে, তখন আমি তার পছন্দের তারিফ না ক'রে থাক্তে পাল্লেম না। তুমি রাগই কর আর যাই কর সিরাজী, আমি হক্ কথা ব'ল্বো, রাজপুত্নী সত্যি সুন্দরী—আর, একেবারে যাকে বলে নব-যৌবনা। নাদির যদি ওকে পছন্দ না কর্ত্ত, তাহ'লে বোধ হয় আমিই ওকে পছন্দ কর্ত্তাম।

। সে সুন্দরী—সে নব-যৌবনা—আর তোমরা সব পুরুষ নবীন যুবক! কেবল আমারই রূপ নাই—আমারই যৌবন নাই!

আহাহা—তুমি রাগ কর কেন?

সিরাজী। না, রাগ ক'র্‌বো কেন। আর কার উপরই বা রাগ ক'র্‌বো! আর তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কই বা কিসের? এক বাপ-মার সন্তান বইতো নয়। তা, বাপ-মায়ের সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কও চ'লে গেছে। এখন তুমি জগতের অদ্বিতীয় দিগ্বিজয়ী সম্রাটের অর্থ-সচিব—আমার অপমানে তোমার অপমান হবে কেন! কিন্তু তোমার এ সুদিন থাক্‌বে না জেনো। তুমি ভাবছ সম্রাট তোমার হাতের মুঠোয়, কিন্তু তোমার সে ধারণা ভুল।

আক। সিরাজী, তুমি যখন মিছিমিছি অভিমান কর্‌ছো, রাগ-কর্‌ছো, তখন আর আমি হাস্য-পরিহাস ক'র্ব্ব না। শোন সত্য কথা—নাদির আমাদের যতটা ঘৃণা করে, তার চতুর্গুণ ঘৃণা আমি তাকে করি। কিন্তু শুধু ঘৃণা ক'রলেই তো হয় না। তুমি জান, আমি অসিজীবী নই—মসীজীবী আর বুদ্ধিজীবী; নাদির যে মুর্ত্তিমান্ অসিজীবী। কিন্তু ও মূর্খ—যতই শক্তি-শালী হোক্, আমার শরণাপন্ন ওকে হ'তেই হবে।

সিরাজী। তুমি নাদিরের চেয়েও মূর্খ, তাই ওই রকম একটা অসম্ভব ধারণা ক'রে ব'সে আছ। তোমার মত শিক্ষাভিমানী লোক, ও যে দেশে যাবে সেই দেশেই শত শত সংগ্রহ ক'র্ত্তে পার্ব্বে। আর যে শিক্ষার গর্ব্ব তুমি ক'র্‌ছ, সে গর্ব্ব সালেহ্‌ বেগও ক'র্‌তে পারে—উপরন্তু সে শক্তিমান্ বীর। ইতিমধ্যেই দেখ্‌তে পাচ্ছ', দিল্লীশ্বরের উজীর আসফ্‌জা আর সাদৎ খাঁ নাদিরের কত প্রিয়পাত্র হ'য়েছে।

আক। আজ না হয় হিন্দুস্থানে এসে নাদির হঠাৎ খুব বড় হ'য়ে প'ড়েছে, কিন্তু দু'দিন পরে যখন সৈন্যদের রসদ যোগাড় ক'র্ত্তে হবে—

মাসোহারা দিতে হবে—তখন কি আসফ্‌জা তার ব্যবস্থা ক'র্ব্বে, না সালেহ্‌ বেগ ক'র্ব্বে ?

সিরাজী। তোমার যুক্তির বহর দেখে দানিয়েল পর্য্যন্ত হার মান্‌বে। তুমি কি অন্ধ, না দিল্লীতে এসে মোগল-সম্রাটের অতিথি হ'য়ে, রাত্রি-দিন শুধু মদ্যই পান ক'চ্ছ ?

আক। এখানে এসে অবশ্য মদ্যপান ছাড়া অন্য কোনো কাজ আমার নাই ব'ল্লেই চলে—কিন্তু আমি অন্ধ নই।

সিরাজী। তুমি ভাব্‌ছ' ভারত-অভিযানের পরেও নাদিরের অর্থাভাব থাক্‌বে ? শুধু দিল্লী নয়, ভারতের প্রতি প্রদেশ থেকে দিগ্বিজয়ীর রাজকর আদায় হ'চ্ছে তুমি জান। সমস্ত হিন্দুস্থান যদি পারস্য-সম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়, আমি কিছু আশ্চর্য্য হব না। তারপর ভারতের অগাধ ধনরত্নের অফুরন্ত খনির সন্ধান যদি নাদির পায়, তখন সে তোমায় দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে—তোমার পরিবর্ত্তে রাজস্ব-সচিব হবে, ওই রাজপুত্‌নীর কোনো রাঠোর আত্মীয়! হিন্দুস্থান থেকে যদি প্রচুর অর্থ পায়, তাহ'লে হিন্দু বেগমকে ভালবাসা তারপক্ষে তো স্বাভাবিকই হবে। সে সয়তানী এরই মধ্যে নাদিরকে গুণ ক'রেছে, অদূর-ভবিষ্যতে তোমার-আমার কি অবস্থা হবে, একবার চিন্তা ক'রে দেখ !

আক। তা-তা-তা—তোমার কথাটা যে একেবারে যুক্তিহীন তা নয় যদিও, তবু বুঝ্‌লে কিনা সিরাজী, আগে থেকে অতটা চিন্তা কর্ব্বার যে আবশ্যক আছে, তা আমার ঠিক মনে হ'চ্ছে না !

সিরাজী। বেশ, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। ওদিকে অন্দরনে আগাবাসী রাজপুত্‌নীর একান্ত অনুগত। পূর্ব্ব থেকেই সে আমার ভাল দেখ্‌তে পারে না—প্রভুভক্ত কাফ্রী, প্রভুর মত পারসী

অভিজাতের উপর তারও বিতৃষ্ণা ! তার অনুমতি নিয়ে আমায় তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্ত্তে হয়—অথচ আমি বেগম, সম্রাট হুসেন শাহের ভাগিনেয়ী ! ওঃ—আমার এ অপমান যদি তোমার গায়ে না লাগে, আমাব উচিত জহর খেয়ে মরা !

আক। আচ্ছা, তুমি কি ক'র্ত্তে বল ?

সিরাজী। একটু আগে তুমি গর্ব্ব ক'রেছিলে তুমি বুদ্ধিজীবী ; আমি তোমার সেই বুদ্ধিব দোহাই দিয়ে ব'লছি, সমস্ত বুদ্ধি সংগ্রহ ক'রে এমন কিছু কর যাতে নাদিরের ভারত-অভিযান একেবারেই ব্যর্থ হয় ! কুলী খাঁ একদিন পারস্যে জন প্রিয় হ'য়েছিল তারই ফলে শাহ্ তামাস্ আজ খোরাসানে বন্দী। নিশ্চয় জেনো, যদি কোনো দিন হিন্দুস্থানে নাদির জন-প্রিয় হয়, সেদিন আমাদের পক্ষে অতি ঘোর দুর্দ্দিন। আফগানিস্থান জয় করায় কত আফগান তার সৈন্যভুক্ত হ'য়েছে—তারা তাকে দেবতার মত ভক্তি করে—তাদের সাহায্যে নাদির অভিজাতদেব কিরূপ লাঞ্ছিত ক'র্ত্তে পারে, তা কি তুমি আজও বুঝ্তে পারনি ? এখনই তো সম্রাট্-দরবারে আফগান-সর্দ্দার আহ্মেদ আবদালির সম্মান তোমার চেয়ে ঢের বেশী !

আক। তাইতো সিরাজী, তুমি যে আমায় সত্যিই ভাবিয়ে তুললে! আচ্ছা সিরাজী, তোমাব এখানে নিশ্চয়ই দু'-এক পাত্র সিরাজী পাওয়া যাবে !

সিরাজী। না, আর আমি তোমায় মদ্যপান ক'র্তে দেব না ! মদ্যপান ক'রেই তোমার এ অধঃপতন হ'য়েছে।

আক। সেটা কি ভাল হবে বোন্ ! কথা আছে জানতো, "যে মাটীতে পড়ে লোক, ওঠে তাই ধরে !" তুমি যা ব'লছ, ধর, তাই যদি

সত্য হয়, অর্থাৎ সত্যই যদি আমার অধঃপতন হ'য়ে থাকে—তা হ'লে, যা থেকে অধঃপতন হ'য়েছে, সেই পদার্থকে ধ'রেই আমাকে আবার উঠ্‌তে হবে। বুদ্ধিটাকে একটু সজীব না ক'র্‌লে, ঠিক পেরে উঠ্‌বোনা সিরাজী। তুমি সত্য কথাই ব'লেছ—আমার সমস্ত বুদ্ধি এবার প্রয়োগ ক'র্ত্তে হবে।

সিরাজী। বাঁদী, সিরাজী!

(বাঁদী আসিয়া দুইটী পাত্র পূর্ণ করিয়া দিল, উভয়ে পান করিল)

সিরাজী। এরই মধ্যে নাদির মোগল-রাজবংশের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ ও ঔদার্য্য দেখিয়েছে। সাধারণ জন-সমাজ পারস্য-সম্রাটের ব্যবহারে বিশেষ তুষ্ট। মোগল, পাঠান, মেবারি, মাড়োয়ারি সবার সঙ্গেই সমান ব্যবহার ক'চ্ছে—হিন্দু-মুসলমানে কোনো প্রভেদ রাখেনি!

আফ। তুমি এত সংবাদ কোথায় সংগ্রহ ক'র্‌লে?

সিরাজী। আমি তো তোমার মত সমস্ত রাত মদ্যপান করি না—আমার চোখ-কান দুইই সজাগ থাকে। আমি আগাবাসীর কাছে শুনেছি—মহম্মদ শাহের রাঠোর বেগমের কাছ থেকে'ও শুনেছি।

আফ। সম্ভবতঃ তোমায় পতিপ্রাণা মনে ক'রে সুখ্যাতির মাত্রা একটু বাড়িয়ে দিয়েছে! যাক্—জেনে রাখ সিরাজী, আর আমি নিশ্চিন্ত নই—আমার মস্তিষ্কে বুদ্ধির কীটগুলো সচেতন হ'য়েছে!

(বাঁদী আসিয়া পুনরায় পান-পাত্র পূর্ণ করিয়া দিল)

সিরাজী। এর জন্য তুমি রাজকোষের সমস্ত অর্থ গ্রহণ কর—যদি আবশ্যক হয়, আমি আমার সমস্ত রত্নালঙ্কার তোমায় দেব!

আক। কুলী খাঁ আজ রাত্রে তোমার কক্ষে আস্‌বে?

সিরাজী। যেদিন থেকে সে রাজপুত সয়তানীকে দেখেছে, সেদিন থেকে একবারও আমার সঙ্গে দেখা করেনি। কেমন ক'রে ব'ল্‌বো আসবে কি না?

আক। যদি সংবাদ পাঠাও, তাহ'লেও আস্‌বে না?

সিরাজী। কেমন ক'রে ব'ল্‌বো? বুনো হাবামের গোঁ আর মর্‌জি!

আক। ঠিক হ'য়েছে! এই জন্যই এই সিরাজী আমি এত ভালবাসি! মাথা একেবারে পরিষ্কার, বুদ্ধির দশটা দোরই খোলা! আমি বরাবর দেখে আস্‌ছি, প্রচুর সিরাজী পান না ক'র্‌লে আমার প্রতিভা ঠিক কার্য্যকরী হয় না। আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা— ঠিক হ'য়েছে—এক ঢিলে সম্ভবতঃ অনেক পাখীই ম'র্‌বে! তুমি এক কাজ কর—আগাবাসীকে দিয়ে নাদিরকে ডেকে পাঠাও—ব'ল্‌বে, বড় জরুরী কাজ! তাকে আনা চাই।

সিরাজী। যখন এসে জিজ্ঞাসা ক'র্‌বে কি জরুরী কাজ, কি উত্তর দেব?

আক। যা খুসী—পরিহাস, বিদ্রূপ, মান, অভিমান, চোখের জল—যত অস্ত্র তোমার হাতে আছে। কতকগুলো কথা—তা তুমি পার্‌বে! এই ধর না—আবদালী, সয়তানী, হিন্দু, মুসলমান—এই সমস্ত! আসল কথা—হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে কুলী খাঁর মনটাকে বেশ তাতিয়ে রাখ্‌বে—বিশেষ ক'রে, আবদালী সৈন্য আর তাদের নায়ক আহ্‌মেদকে যদি গল্পের ভিতর জুড়্‌তে পার তো ভাল হয়। এ বিষয়ে স্ত্রীলোকের, বিশেষতঃ তোমার, প্রতিভাকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। কথাটাও একেবারে অমূলক নয়, দুই সৈন্যদলের মধ্যে অসন্তোষ চ'লেছে! এখনই কুলীখাঁকে এখানে আন্‌তে চাও—তারপর আজ সমস্ত রাত্রি এবং কাল

সকালে বেলা এক প্রহর পর্য্যন্ত তাকে তোমার কক্ষে ধ'রে রাখ্‌তে চাও! বেলা এক প্রহরের পর দেখ্‌বে—

সিরাজী। তোমার কথা বুঝেছি—কিন্তু কি দেখ্‌বো?

আক। যা দেখ্‌তে চাও!

সিরাজী। আমি দেখ্‌তে চাই—হিন্দুস্থানের হারামজাদীকে কাল সকালে কুত্তা দিয়ে খাওয়ানো হ'চ্ছে।

আক। সেটা হ'লে একটু বেশী বাড়াবাড়ি হয়। আমার মাথায় এখন বড় বড় রাজনৈতিক চক্রান্ত সব ঘুর্‌পাক খাচ্ছে, আমি এখন স্ত্রীলোকের ছোট-খাট রাগ-দ্বেষের কথা ভাব্‌তেই পার্‌ছি না!

সিরাজী। তুমি কি কর্‌বে এখন?

আক। সে আমি কাউকে ব'ল্‌বো না—তোমাকেও না। শুধু এই টুকু জেনে রাখো, কাল বেলা এক প্রহরের মধ্যে যা ঘটবে, তা আমারই পরিপক্ক মস্তিষ্কের গভীর চিন্তার ফল! আমি চ'ল্লাম—আর আমি সময় নষ্ট কর্‌তে পারি না। মনে রেখো, কুলীখাঁকে আজ রাত্রের মত স্থানান্তরে যেতে দেবে না।

[প্রস্থান

(সিরাজী কিছুক্ষণ চঞ্চল হইয়া কক্ষের ভিতর পাদচারণা করিতে লাগিলেন, পরে একপাত্র সিরাজী পান করিলেন)

সিরাজী। বাঁদী, আগাবাসী—

[বাঁদীর প্রবেশ ও প্রস্থান

কি জানি, আলিকে ব'লে কাজ ভাল ক'ল্লাম কি মন্দ ক'ল্লাম; কিন্তু ও ছাড়া এই বিদেশে আর কাকেই বা বিশ্বাস করি! আলি হঠাৎ এতটা উৎসাহ দেখালে! কি ক'র্ত্তে চায়? ও তো স্বার্থ ছাড়া এক পা-ও চলে না!

(আগাবাসীর প্রবেশ)

আগা। হুজুরাইন !

সিরাজী। সম্রাট্ কোথায় ?

আগা। আপনি তো জানেন সম্রাট্ কোথায়।

সিরাজী। তাঁকে আমার সেলাম জানিয়ে বল, আমি তাঁর প্রতীক্ষায় আছি। বিশেষ প্রয়োজন।

আগা। সম্ভবতঃ তিনি নিদ্রিত।

সিরাজী। তুমি হিন্দু বেগমকে আমার সেলাম দিয়ে বল, বিশেষ প্রয়োজন, একটী বার সম্রাটের আমার এখানে আসা চাই—আমি কতকগুলো গোপন সংবাদ পেয়েছি, সেগুলো সম্রাটের মঙ্গলের জন্য তাঁর কর্ণগোচর করা আবশ্যক।

আগা। আমি এই মুহূর্ত্তেই যাচ্ছি হুজুরাইন !

[প্রস্থান

সিরাজী। বাঁদী, সম্রাটের জন্য সিরাজী ?

(বাঁদী পানীয় ও পান-পাত্র রাখিয়া গেল)

সিরাজী। গীত

সুন্দর হে (তোমায়)
আঁখিতে রাখিতে প্রাণ চায় !
জানি যে দেবে না ধরা
আশা ধরি নিরাশায়

নয়নে বারি ঝরে গোপনে থেকে থেকে
যতনে রাখি ঢেকে
শুধু যে ছলনায় !
কত যে অবহেলা, কত যে কত যে অপমান,
গুমরি' কেঁদে উঠে দলিত মন-প্রাণ
মূরছি' পড়ে ওগো নিঠুর,
তব পায় ॥

(গানের মধ্যভাগে সম্রাট প্রবেশ করিলেন ; তিনি গান শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেন)

নাদির। বাঃ বাঃ বাঃ—বেশ সেজেছ পিয়ারী ! আজ তোমায় দেখে মনে হ'চ্ছে, বুঝিবা তোমার যৌবন এখনো গত হয়নি ! তোমার দেহে ও মনে সহসা যৌবনের এ প্রাচুর্য্য আজ কোথা থেকে এল সিরাজী ?

সিরাজী। জাঁহাপনার অনুগ্রহ ' তবে এ যৌবন আমার নয়- জাঁহাপনার চোখের স্বপ্ন-বিলাস ! কয়েকদিন থেকে নবযৌবনা সংস্পর্শে এসে জাঁহাপনা এখন চারিদিকে শুধু যৌবনের স্বপ্ন দেখ্ছেন !

নাদির। তোমার কথা একেবারে মিথ্যা নয় সিরাজী ! এই হিন্দুস্থানে বালিকা সত্যই আমার অন্তর স্পর্শ ক'রেছে—আমি নূতন ক'রে যৌবন ফিরে পেয়েছি ! তুমি দিয়েছিলে মত্ততা, এ দিয়ে অমৃত !

সিরাজী। তবু ভাল—জাঁহাপনা স্বীকার ক'রেছেন, আমি মত্ততা দিয়েছিলাম। কিন্তু আজ আর মত্ততা দেবার মতও কিছু আমার নেই।

নাদির। কয়েকদিন থেকে আমারও তাই ধারণা হ'য়েছিল—ভেবেছিলাম তোমাকে বেগমের দল থেকে বরখাস্ত ক'রে বাঁদীর দলের সর্দ্দারণী ক'রে দেব। কিন্তু আজ তোমায় দেখে মনে হ'চ্ছে, চাই কি তোমায় আরও দু'তিন বছর বেগম-মহলে রাখা যেতে পারে!

সিরাজী। সম্রাটের অসীম অনুগ্রহ। আর বাঁদীই তো আছি—সর্দ্দারণী হ'লে তবু কিছু স্বাধীনতা থাক্‌ত; কি চমৎকার বেগমের সম্মান—জাঁহাপনার ক্ষুদ্রতম বান্দারও ইচ্ছানুসারে তাকে উঠ্‌তে ব'স্‌তে হয়!

নাদির। এ অনুযোগ অনেকদিন শুনেছি, নূতন ক'রে শোন্‌বার আবশ্যক নেই। যাক্‌—এই গভীর রাত্রে আমার নিদ্রা ভাঙিয়ে আমায় এখানে আহ্বান ক'রেছ, শুধু কি এই কথা জানাতে যে তুমি আজও যুবতী এবং তোমার ওই পানীয়ের মত আজও রঙিণ!

সিরাজী। আমি এত নির্ব্বোধ নই জাঁহাপনা যে একটা ভাঙা প্রাণের খণ্ড-বিখণ্ড অংশ কুড়িয়ে নিয়ে, নূতন প্রাণের ডালি রচনা করি!

নাদির। প্রাণ কি সত্যিই ভেঙে গেছে সিরাজী? কেমন ক'রে ভাঙ্‌লো? অমন টেঁক্‌সই পাথুরে প্রাণ কিসের আঘাতে ভাঙ্‌লো?

সিরাজী। জাঁহাপনা, আমার রূপ-যৌবন নিয়ে রহস্য ক'র্‌তে চান করুন, কেননা জাঁহাপনাকে বাঁধতে পারি, যৌবনের সে ঐশ্বর্য্য

আজ আর আমার নাই—কারও চিরদিন থাকে না, সম্ভবতঃ আপনার হিন্দু-প্রেয়সীরও থাক্‌বে না—কিন্তু প্রাণ নিয়ে রহস্য করা শুধু হৃদয়হীনতার নয়, কুরুচির পরিচয়!

নাদির। সত্য কথা সিরাজী। কিন্তু আমি তো কোনো দিনই একথা বলিনি যে আমি সাফাভী-বংশীয়ের মত মার্জ্জিত-রুচি! যাক্—আজ আর আমি তোমার প্রাণে আঘাত দেব না। যে-আনন্দ আমি আমার অন্তরে পেয়েছি, আমি ইচ্ছা করি, আমার চারিদিকের সবাই—যারা আমাব প্রসাদ-ভিক্ষু—সেই আনন্দ অনুভব ক'রুক্। তুমি যখন আমায় এখানে আমন্ত্রণ ক'রে আহ্বান ক'বেছ, আজ বাত্রে আমি তোমার এখানেই থাক্‌বো।

সিরাজী। হিন্দুস্থানের যে কাফের বালিকার প্রেমে জাঁহাপনার প্রাণের প্রসার এতখানি বেড়ে গেছে, আমি তার কল্যাণ-কামনায় জাঁহাপনাকে এই পানীয় পরিবেষণ করি।

[সিরাজী প্রদান

নাদির। (পানান্তে) তুমি বেশ কথা ব'ল্‌তে পার সিরাজী—খাসা বানিয়ে বসিয়ে চমৎকার ক'রে বল—ঐটে বোধ হয় লেখাপড়া শেখার গুণ! এই দেখ না, মনে মনে তুমিও আমাকে পছন্দ কর না আমিও তোমাকে পছন্দ কবি না। অথচ তুমি কেমন মিষ্টি-মিষ্টি ক'রে কথাগুলো ব'ল্‌ছ—শুনে মনে হ'চ্ছে, যেন আমাকে আনন্দ দেওয়া ছাড়া আর কোনো কাজই তোমার নাই! কিন্তু তোমার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা কর্ত্তে গিয়ে, আমি মুখ দিয়ে এমন এক কথা বের ক'রে ফেল্‌লাম, যেটা তোমার সামনে

বলা উচিত নয় এবং বল্‌বার ইচ্ছাও আমার ছিল না! নাঃ, লেখাপড়া আমায় শিখতেই হবে! তুমি আমায় শেখাবে সিরাজী? তুমি বোধ হয় শুনে সুখী হবে, সম্প্রতি আমাদের মোল্লা সাহেব মির্জ্জা মেহেদীর কৃপায় আমি অনেক কষ্টে আমার নিজের নামটা সই করতে শিখেছি! যাক্‌—আপাততঃ খবর কি বলতো? আমি নিশ্চয় জানি, শোনাবার মত নূতন কিছু অপ্রিয় খবর না থাক্‌লে, তুমি আমায় ডাক্‌তে না। হিন্দুস্থানে এসে নিজের খ্যাতি শুনে শুনে আমার কর্ণপীড়া জন্মেছে—এখন তোমার খবর শুনি!

সিরাজী। আপনার কানে আপনার যতটা খ্যাতি বর্ষিত হচ্ছে, বাস্তবিক পক্ষে ততটা খ্যাতি আপনি অর্জ্জন করেন নি!

নাদির। বটে বটে! আমাকে তারা কি মনে ক'চ্ছে?

সিরাজী। যা মনে করা স্বাভাবিক। আপনি এখানে ঠিক অভ্যাগত নন! তারা ভয়ে আপনার স্তুতিগান করে।

নাদির। সে তো মোগল-রাজবংশীয়েরা! দেশের সাধারণ লোক—যাদের কাছে মোগল-শাসন পুরাতন ও জড় হ'য়ে গেছে—তারা আমার কাছে নূতন কিছু প্রত্যাশা করে না?

সিরাজী। তারা মনে করে, আপনি ক্ষণিকের অতিথি। দু'দিন পরে আপনি যখন চলে যাবেন, তখন আবার মোগলের পুরাতন অত্যাচার আরম্ভ হবে। বিশেষ—

নাদির। বিশেষ কি সিরাজী? তোমায় ইতস্ততঃ করতে হবে না—কি বিশেষ কথা শুনেছ বল।

সিরাজী। তারা মনে করে, মহম্মদ শাহ্‌ আপনাকে একটা সামান্য ক্রীত-দাসী দিয়ে বোকা বানিয়েছে! আরও শুনেছি, ওই ক্রীত-

দাসী যাদু জানে—মহম্মদ শাহেব পরামর্শ অনুসারে সে সম্রাটকে গুণ ক'র্‌তে প্রেরিত হ'য়েছিল।

নাদির। সিরাজী, প্রধানা বেগমকে তুমি অসম্মান ক'র্‌ছ! আমার সম্মুখে তাঁকে ক্রীতদাসী বল্‌বার কোনো অধিকার আমি তোমায় দিইনি!

সিরাজী। দিল্লীর সাধারণ জন-সমাজের মধ্যে জঁাহাপনার যে কুৎসা রটিত হ'য়েছে, আমি তারই প্রতিধ্বনি জঁাহাপনাকে শোনাচ্ছি—এইমাত্র। জঁাহাপনা শুন্‌তে ইচ্ছা না করেন, আমি এখনই নীরব হব! এ আমার নিজের কথা নয়—

নাদির। আর কি ব'ল্‌ছে?

সিরাজী। আমি জানি আমি আপনার চক্ষুশূল—তাই সে সব কথার উল্লেখ ক'রে বেশী মাত্রায় আপনার বিরাগ-ভাজন হ'তে আমি ইচ্ছা করি না।

নাদির। না—যখন ব'লেছ, তখন শেষ পর্য্যন্ত তোমাকে ব'ল্‌তে হবে। বল—শেষ পর্য্যন্ত শুনে আমি এ কুৎসার মূল অন্বেষণ ক'র্‌ব। যদি বুঝি অমূলক, এর প্রতিফল তোমায় নিতে হবে!

সিরাজী। (অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল) জঁাহাপনার ক্রোধ দেখে আমি শঙ্কিত হচ্ছি!

নাদির। না, আশঙ্কার কোনো প্রয়োজন নাই—আমি ক্রোধ সংযত ক'রেই শুন্‌বো। বল।

সিরাজী। আমি শুনেছি, আপনার আবদালী সৈন্য আর ভারতেশ্বরের হিন্দু সৈন্যের মধ্যে প্রায়ই এই প্রসঙ্গের আলোচনা হয়। হিন্দু সৈন্যেরা বল্‌তে চায়, এই হিন্দু-নারী সয়তানী—জঁাহাপনার বল-বীর্য্য সব স্তিমিত ক'রে তাঁকে যাদু করে রেখেছে! নতুবা,

কর্ণালের সমর-ক্ষেত্রে যে মহাবীর অর্দ্ধ-দিবসের ভিতর সমস্ত মোগল-বাহিনীকে ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে দিয়েছিলেন, তাঁর এত দিনে ভারতবর্ষ জয় ক'রে চীন সাম্রাজ্যের দিকে অভিযান করা উচিত ছিল।

নাদির। আবদালী সৈন্যেরা তার কি উত্তর দেয়?

সিরাজী। তারা ঠিক উত্তর দিতে পারে না—তাদের সর্দ্দার আহ্‌মেদ আবদালীকে জিজ্ঞাসা করে—আবদালীর অন্তরেও হয়তো সংশয় জেগে ওঠে—নিষ্কর্ম্মা সৈন্যদের সে কি উত্তর দেবে! বাক্‌যুদ্ধ বেশ গুরুতর হ'য়ে ওঠে!

নাদির। আগাবাসী—আহ্‌মেদ আবদালী

(আগাবাসীর প্রবেশ ও প্রস্থান)

এরা শান্তিপূর্ণ ভদ্র ব্যবহারকে কাপুরুষতা মনে করে!

সিরাজী। আপনি ভাল ক'রে অনুসন্ধান করুন জাঁহাপনা!

নাদির। তুমি এ সংবাদ কোথায় শুনেছ?

সিরাজী। মহম্মদ শাহের রাঠোর বেগম আজ আমাদের বর্ত্তমান প্রধানা সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে এসেছিলেন। সিতারা বেগমকে নিয়ে এই জনরবের উৎপত্তি ব'লে, তাঁর কাছে কোনো কথা তিনি বলেন নি। আপনি জানেন, নূতন দেশের মানুষ দেখলে তার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য আমার প্রচুর কৌতুহল হয়—সেই কৌতুহলের বশবর্ত্তী হ'য়ে আমি রাঠোর বেগমকে আমার কক্ষে নিয়ে আসি। এ সংবাদ আমি তাঁরই নিকট হ'তে সংগ্রহ করি।

[সিরাজীর অন্তরালে গমন

(আহ্‌মেদ আবদালীর প্রবেশ)

নাদির। আহ্‌মেদ, সঙ্কোচের প্রয়োজন নাই —চলে এস।

আহ্‌মেদ। জাঁহাপনা, আমি দুর্গপ্রাসাদে ছিলাম না, আমার ছাউনিতে গিয়েছিলাম—এই মাত্র প্রাসাদে ফির্‌ছি। আপনার শরীর বেশ সুস্থ আছে সম্রাট ?

নাদির। এ প্রশ্ন কেন আবদাল ?

আহ্‌মেদ। কারণ আছে জাঁহাপনা! আমি এক অদ্ভুত সংবাদ শুনে ব্যস্ত-সমস্ত-ভাবে আপনার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে আসছিলাম, পথে আগাবাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ।

নাদির। আগে তোমার সংবাদ বল—তারপর তোমাকে আমি প্রশ্ন ক'র্‌ব্বো।

আহ্‌মেদ। ছাউনিতে গিয়ে দেখি, আমার সৈন্যেরা অত্যন্ত উত্তেজিত; শুন্‌লাম মোগল-সম্রাটের হিন্দু-সৈন্যেরা তাদের কাছে আপনার মৃত্যু-সংবাদ প্রচার ক'রেছে!

নাদির। আমার মৃত্যু-সংবাদ।

আহ্‌মেদ। হ্যাঁ জনাব, আপনার মৃত্যু-সংবাদ। এই কিছুক্ষণ হ'ল নগরের সর্ব্বত্র এই জনরব শোনা যাচ্ছে যে মহম্মদ শাহ্‌ কর্ত্তৃক নিয়োজিত হিন্দু-ডাকিনী মন্ত্র-উপচার দ্বারা সম্রাটকে মৃত্যুমুখে প্রেরণ ক'রেছে!

নাদির। তুমি এ সংবাদ স্বকর্ণে শুনেছ ?

আহ্‌মেদ। হ্যাঁ জাঁহাপনা। আমার উত্তেজিত আবদালী সৈন্য এ সংবাদ বিশ্বাস ক'রেছে, এবং সম্রাটের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য

বদ্ধপরিকর হয়েছে—আমি অতি কষ্টে তাদের সংযত রেখেছি। এখনই পুনর্বার আমাকে সেখানে যেতে হবে।

(সহসা সৈন্যাবাসের দিকে বন্দুকের শব্দ শ্রুত হইল)

নাদির। একি! কিসের শব্দ?

আহ্মেদ। বোধ হয় আবদালীরা হিন্দুদের আক্রমণ ক'রেছে—আমি দেখে এসেছি তারা অত্যন্ত উত্তেজিত। আমার আর দেরী করা সঙ্গত হবে না।

নাদির। শোন—এ কদিন হিন্দু বেগম সম্বন্ধে তোমার আবদালী শিবিরে কোনো আলোচনা হয়েছিল? সত্য বল।

আহ্মেদ। হয়েছে জাঁহাপনা—তাদের বিশ্বাস, কাফের-নারী ভৌতিক শক্তি-সম্পন্না।

নাদির। এ বিশ্বাস তারা কোথা থেকে পেয়েছে?

আহ্মেদ। বাদশাহের হিন্দু সেনারা এর জন্য দায়ী। তারা আবদালী সৈন্যদের বুঝিয়ে দিয়েছে, হিন্দু নারীর শক্তি-প্রভাবে সম্রাট নিষ্ক্রিয় হ'য়েছেন। তারা মূর্খ—সবল বিশ্বাসে তারা তাই বুঝেছে!

নাদির। তারা তোমায় প্রশ্ন করেনি?

আহ্মেদ। করেছিল সম্রাট।

নাদির। তুমি কি উত্তর দিয়েছ?

আহ্মেদ। আমি কি উত্তর দেব! গোস্তাকি মার্জ্জনা করবেন—আপনি সাতদিন ছাউনিতে যান নি—তারা সাতদিন আপনার দেখা পায় নি!

নাদির। তুমি প্রতিবাদ করনি?

আহ্‌মেদ। যে মুহূর্তে আলোচনা আমার কানে গেছে, সেই মুহূর্তেই আমি প্রতিবাদ ক'রেছি—কিন্তু এখন দেখছি আমার প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাদের বিশ্বাস অটল ছিল!

(নেপথ্যে পুনরায় বন্দুকের শব্দ)

নাদির। ওই, আবার। তুমি আমায় এ সংবাদ পূর্ব্বে জানাওনি কেন?

আহ্‌মেদ। আমি মাত্র গত সন্ধ্যায় জনরবের কথা শুনি—আজ প্রাতঃকালে আপনাকে জানাব, স্থির করেছিলাম।

নাদির। আবদাল, আমি তোমাকে নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত দেখি। যেদিন প্রথম তোমায়-আমায় দেখা, তোমার কাছে আমার অন্তরের আবরণ আমি উন্মুক্ত করেছি। আশা করি, তোমায় আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি।

আহ্‌মেদ। আমার বিশ্বাস জাঁহাপনা, এই আলোচনা ও জনরবের সুযোগ নিয়ে কোনো শত্রু-পক্ষ আপনার অনিষ্ট কর্ব্বার চেষ্টা কচ্ছে—নতুবা এত অল্প সময়ের মধ্যে এর প্রসার এত বেড়ে উঠত না। যাই হোক—যদি আমার উত্তেজিত, লুণ্ঠন-প্রিয় আবদালীদের সংযত করতে আমার বিলম্ব হয়, সে অপরাধ আপনি নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন। (আমি যাই—আর বিলম্ব ক'রবো না।)

[প্রস্থান

নাদির। সিরাজী!

(সিরাজীর প্রবেশ)

সিরাজী। জাঁহাপনা!

নাদির। সব কথা শুনলে?

সিরাজী। শুনে আশ্চর্য্য হ'লাম জাঁহাপনা।

নাদির। কে আমার মৃত্যু-সংবাদ প্রচার ক'রেছে তোমার বিশ্বাস ?

সিরাজী। যারা প্রধানা সম্রাজ্ঞীর নামে কুৎসা-রটনা ক'চ্ছে, বাদশাহের সেই হিন্দু সেনাদেরই এ কাজ জাঁহাপনা।

নাদির। এ সংবাদ প্রচারে তাদের লাভ ?

সিরাজী। তারা বিজাতি-বিদ্বেষী—বিজাতির সর্ব্বপ্রকার লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগ কল্পনায় তাদের আনন্দ।

নাদির। তোমার কথা সত্য। মহম্মদ শাহ কাপুরুষ, রাজ্য হারাবার ভয়ে পূর্ব্বেই আমার সঙ্গে সন্ধি ক'রে আমার মনস্তুষ্টি ক'রেছে। কিন্তু তার বাহিনীর বীর-সৈন্যগণের কাছে আমি বিজাতি শত্রু মাত্র।

(নেপথ্যে পুনঃপুনঃ বন্দুকের শব্দ)

সালে জাঁহাপনা—জাঁহাপনা।

[শালেহ্ বেগের প্রবেশ এবং সিরাজীর অন্তরালে গমন

নাদির। কি সংবাদ শালেহ্ বেগ ?

সালে। ভারত-সম্রাটের হিন্দু সৈন্য এবং পারস্য-সম্রাটের আবদালী সৈন্যের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ বেধে গেছে।

নাদির। মন্দ কি ! একটু যুদ্ধ হওয়া বোধ হয় ভালই !

সালে। কিন্তু শুধু সৈন্যে-সৈন্যে যুদ্ধ—কোনো দলেই সৈন্য-পরিচালনের কেউ নাই।

নাদির। এইমাত্র আহ্মেদ গেছে তার বাহিনী পরিচালনা ক'র্ত্তে।

সালে। যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে লুণ্ঠন ও হত্যা চ'ল্‌ছে। আপনার মৃত্যু-সংবাদ

প্রচারের ফলেই দুই পক্ষের সৈন্যেরা অসংযত হ'য়েছে—আমার বিশ্বাস, আপনি একবার হস্তীতে আরোহণ ক'রে সেনা-নিবাস পরিভ্রমণ ক'রে এলেই তারা আবার সংযত হবে।

নাদির। কিন্তু তুমি কি শুনেছ, হিন্দু সৈন্যেরা অযথা আমার ও আমার প্রধানা বেগমের নামে কুৎসা-রটনা ক'চ্ছে!

সালে। আপনি একবার দিল্লীর রাজপথে আপনার ও ভারতীয় সৈন্যদের সম্মুখ দিয়ে চ'লে গেলে, সকল রকম কুৎসা ও জনরবের মূলোচ্ছেদ হবে। আমি ভারত-সম্রাটকে সংবাদ পাঠিয়েছি আপনারা দু'জনে এক সঙ্গে যাত্রা ক'র্বেন।

নাদির। তোমার প্রস্তাব যুক্তিপূর্ণ—কিন্তু—কিন্তু—

সালে। কিন্তু কি জাঁহাপনা?

নাদির। আজ আমার যুদ্ধ ক'রতে ইচ্ছা হ'চ্ছে!

সালে। আমিও যুদ্ধের আবশ্যকতা স্বীকার করি জাঁহাপনা, কিন্তু অনিচ্ছুক রাজার সঙ্গে যুদ্ধে ফল কি?

নাদির। রাজা অনিচ্ছুক, কিন্তু জাতি একেবারে অনিচ্ছুক নয়! জাতির জীবনী শক্তির পরীক্ষা হয় তার যুদ্ধেচ্ছার পরিমাণের দ্বারা। কাপুরুষ ভারত সম্রাটের কাপুরুষ উজীর আর কাপুরুষ নবাবের পরামর্শে আমরা ভুল ক'রেছি—রাজার ইচ্ছাকেই আমি জাতির ইচ্ছা ব'লে মেনে নিয়ে, ভারতীয় জাতি-সঙ্ঘকে আমি অসম্মান ক'রেছি। সালেহ্ বেগ, আজ এই দণ্ডেই দিল্লীর সাধারণ জনগণের সম্মুখে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমি তাদের প্রশ্ন ক'র্বো,

তারা আমায় কি চোখে দেখে। যাও, আমার অশ্ব প্রস্তুত ক'রতে আদেশ দাও।

[সালেহ্ বেগের প্রস্থান

(সিরাজী, সিরাজী—)

(বাঁদী আসিয়া সিরাজী দিল, নাদির পান করিলেন, বাঁদী প্রস্থান করিল)

(পত্র-বাহক নেক্ কদমের সহিত আলি আকবরের প্রবেশ)

কি সংবাদ আলি আকবর ?

আলি। রাজধানী থেকে এই পত্র এসেছে—আহ্মেদ আবদালীর নামে !

নাদির। পত্রের লেখক কে ? আর, কি লেখা আছে পত্রে ?

আলি। আমি পত্র পড়িনি জাঁহাপনা।

নাদির। এই মুহূর্ত্তে পাঠ কর।

আলি। (পাঠ করিয়া) কি আশ্চর্য্য !

নাদির। সংবাদ শুভ, না অশুভ ?

আলি। জাঁহাপনা, অভয় দিন !

নাদির। বল, অভয় দিলাম।

আলি। পত্র-লেখক শাহ্জাদা রেজা কুলী খাঁ—আবদালী-নায়ক আহ্মেদের সঙ্গে তাঁর গোপন ষড়যন্ত্র !

নাদির। গোপন ষড়যন্ত্র—আহ্মেদ আবদালীর সঙ্গে রেজাকুলীর ? আপাততঃ এ পত্র তুমি রেখে দাও। যদি এ পত্র সত্য হয়—এদের দু'জনকে কেমন ক'রে শাসন ক'র্ত্তে হয়, তা আমি জানি। আর যদি পত্র মিথ্যা হয়—সিরাজী কুত্তা, তোমাকে এর প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে হবে !

আলি। জাঁহাপনা, আমি কিছুই জানি না। (এই মাত্র এই পত্রবাহক আমার পত্র দিলে। আহ্‌মেদ অনুপস্থিত ব'লে, যদি কোনো জরুরী সংবাদ থাকে, তাই সম্রাটের কাছে এনেছি।)

(সালেহ্‌ বেগের প্রবেশ)

সালেহ। জাঁহাপনা, মোগল সম্রাট্‌ আপনার অপেক্ষা ক'রছেন। আপনার অশ্ব প্রস্তুত।

নাদির। তুমি যাও আলি—আমি প্রস্তুত শালেহ্‌ বেগ।

[আলি আকবর ও শালেহ্‌ বেগের প্রস্থান

(আগাবাসীর প্রবেশ)

কি সংবাদ।

আগা। প্রধানা সম্রাজ্ঞী—

নাদির। আঃ—নিয়ে এসো।

[আগাবাসীর প্রস্থান

রেজাকুলী আর আহ্‌মেদ আবদালী—আমার দক্ষিণ হস্ত আর বাম হস্ত।

(সিতারার প্রবেশ)

কি তুমি বল্‌তে চাও সিতারা?

সিতারা। শুন্‌লাম আপনি হিন্দু নগরবাসীদের উপর ক্রুদ্ধ হ'লে তাদের শাস্তি দিতে যাচ্ছেন।

নাদির। যদি শাস্তি দিই, তোমার কি বিশ্বাস তোমার কথায় সে-শাস্তির বোধ হবে ? যদি তোমার সেই বিশ্বাস হয়, বিশ্বাস পরিবর্ত্তন কর—আমি হিন্দুস্থানের স্ত্রৈণ নরপতি নই ! যাও, তোমার কক্ষে যাও। কোনো কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে আমি কখনো নারীর পরামর্শ গ্রহণ করিনি, আজও তার ব্যতিক্রম হবে না।

সালেহ্ বেগ—

[প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক
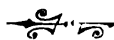
দৃশ্য—দিল্লীর চাঁদনী-চকে রুকনুদ্দৌলা মসজিদের অভ্যন্তরস্থ প্রাঙ্গণ

(নাদির শাহ্ ও সালেহ্ বেগের প্রবেশ)

নাদির। এ বিদ্রোহ কি শুধু সৈন্যদের, না নাগরিকেরাও এতে যোগ দিয়েছে?

সালে। সহরের কোন কোন অংশ থেকে সংবাদ এসেছে, নাগরিকেরাও উত্তেজিত।

নাদির। বুঝ্লাম এখানকার রাজা ও দেশ এক নয়। আমরা রাজার সঙ্গে সন্ধি ক'রেছি—সে সন্ধি দেশের অধিবাসীর অনুমোদিত নয়।

সালে। আপনার কথায় যথেষ্ট রাজনৈতিক যুক্তি থাক্লেও, আমার মনে হয়, সমস্ত অসন্তোষের মূল আসফ্জা।

নাদির। তোমার এরূপ মনে কর্ব্বার কারণ?

সালে। আপনি আস্ফজার উপর রাজস্ব আদায়ের ভার দিয়েছেন। তিনি আদায় ক'চ্ছেন বটে, কিন্তু আপনার নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে আদায় ক'চ্ছেন না! যে অর্থ আপনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সংগ্রহ ক'র্ত্তে উপদেশ দিয়েছেন, সেই অর্থ তিনি মাত্র দিল্লী সহর ও দিল্লী সুবা থেকে আদায় ক'রছেন।

ফলে, দিল্লীর সাধারণ গৃহস্থ ও বণিক্ সম্প্রদায়ের অনেকেই বিশেষ উৎপীড়িত হ'চ্ছে! এ অবস্থায় তাদের বিজাতিবিদ্বেষ তো স্বাভাবিক!

নাদির। কিন্তু আমার মৃত্যু-সংবাদ প্রচার ক'ল্লে কে?

সালে। সেটা আমিও ঠিক বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। কিন্তু, একথা নিশ্চয়, আপনার সৈন্যদের উত্তেজিত ক'রে রাজধানীতে একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে দিল্লীশ্বরের শক্তি আরও খর্ব্ব করায় আসফ্‌জার প্রচুর স্বার্থ! আমার বিশ্বাস, দিল্লীর রাজ-তখ্‌তের উপর এখনও তাঁর দৃষ্টি আছে—আপনাকে তিনি তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা-পূরণের একটা সুযোগ ব'লেই গ্রহণ ক'রেছেন!

নাদির। এ উচ্চাকাঙ্ক্ষা-পোষণের উচ্চ-প্রতিফল তিনি পাবেন!

(জনৈক সংবাদ-দাতার প্রবেশ)

কি সংবাদ!

সংবাদদাতা। জনাব, রাজস্বসচিব আলি আকবর আমায় আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। নগর-প্রান্তে আমাদের বিশেষ সৈন্যবল নাই—অবিলম্বে একদল সৈন্য সেখানে প্রেরণ করা প্রয়োজন।

নাদির। তোকে অস্ত্রাঘাত ক'রলে কে?

সংবাদ। পথে এক গুপ্ত-ঘাতক আমায় আক্রমণ ক'রেছিল—আমি তাকে হত্যা ক'রেছি!

নাদির। গুপ্ত-ঘাতক! আচ্ছা, যা।

[সংবাদ-দাতার প্রস্থান

সালেহ্‌ বেগ, তুমি এই মুহূর্ত্তে তোমার খোরাসানী সৈন্যদল

নিয়ে রসদ রক্ষা কর—তারপর আমি একবার দেখে নিচ্ছি কোথায় কে গুপ্ত-ঘাতক আছে !

সালে। আপনি উত্তেজিত হবেন না সম্রাট ! এ সামান্য বিদ্রোহ, অল্প আয়াসেই এ বিদ্রোহের দমন হবে।

নাদির। না না, আমি উত্তেজিত হইনি। তুমি যাও বন্ধু, যাও—আমার আদেশ পালন কর

সালেহ্ বেগের প্রস্থান

(নেপথ্যে চাহিয়া দেখিয়া) হো উজ্‌বেগী—হো তুর্কী !

(দুইজন উজ্‌বেগী ও তুর্কী হাবিলদারের প্রবেশ)

তোমার নাম ওস্‌মানবেগ, তোমার নাম ইস্‌মাইল রসিদ ! (পিঠ চাপড়াইয়া) কেমন বন্ধু, ভুলিনি। দেখ্‌ছ, তোমাদের সম্রাট বন্ধু তোমাদের কত ভালবাসে !

(উভয়ে আহ্লাদে আটখানা হইয়া সম্রাটকে পুনরভিবাদন করিল)

শোন বন্ধু, তোমাদের সম্রাট মৃত, এ-সংবাদ যে প্রচার ক'রেছে, সে মিথ্যাবাদী কুক্কুর—মৃত্যুর পর সে অনন্ত কাল দোজাকে বাস ক'রবে ! তোমরা তোমাদের সৈন্যদল নিয়ে নগরের সর্ব্বত্র প্রচার কর, সম্রাট জীবিত, সুস্থ—এবং অশ্বারোহণে তিনি নগর পরিদর্শন ক'রতে বেরিয়েছেন। নিরীহ নগরবাসীদের গায়ে তোমরা হস্তক্ষেপ ক'র্ব্বে না—কিন্তু আমার কোনো কর্ম্ম-চারী বা কোনো সৈনিকের সঙ্গে কেউ যদি পরিহাস করেও আঘাত করে, সে আঘাতকারীকে তোমরা ক্ষমা কর্ব্বে না।

(সহসা একটি গুলি নাদিরের কানের পাশ দিয়া চলিয়া গেল)

এবন্দুকের গুলি কোথা থেকে এল ?

উজ্‌বেগী। তাইতো জনাব, এখানে তো বাদশাহের কোনো সৈন্যদল নাই।

তুর্কী। সম্ভবতঃ পথ-পার্শ্বের কোনো বাড়ী থেকে কেউ বন্দুক ছুঁড়েছে।

নাদির। আমাকে লক্ষ্য করেই এ গুলি নিক্ষিপ্ত হয়েছে। আমি বুঝেছি, দিল্লী নগরীতে আমরা নিরাপদ নই। মোগল সম্রাটের সন্ধিতে নগরবাসী সন্তুষ্ট নয়। বেশ, তারা যা চায় তাই পাবে। ওস্‌মানবেগ্‌, ইস্‌মাইল রসিদ, আমার পূর্ব্বের আদেশ আদেশ নয়—তার পরিবর্ত্তে আমি নূতন আদেশ দিচ্ছি! নগরের যে কোনো সৈন্যদল যুদ্ধ চায়, যুদ্ধ পাবে—যারা যুদ্ধ না চায় তারা মরবে। আর একটাও পারস্য-প্রজা হত্যা হবার পূর্ব্বে আমার এ আদেশ সর্ব্বত্র প্রচারিত হোক। আমি জানাতে চাই, আমার আদেশ ভীরু মোগল-সম্রাটের আদেশ নয়—যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ, আর বিজাতি-বিদ্বেষী নাগরিকদের হত্যা। হো উজ্‌বেগী, তুর্কী, খোরাসানী, আবদালী, ঘিলজী, সিস্তানী—কত্‌ল, কত্‌ল, কত্‌ল!

[প্রস্থান

(মস্‌জিদের সম্মুখে রাস্তায় উন্মত্ত সৈন্যদলের চীৎকার)

সকলে। আল্লা হো আকবর—দিন্-দিন্, দিন্-দিন্!

(১৭৩৯ খ্রীঃ ১১ মার্চ)

[সকলের প্রস্থান

(ক্রমে-ক্রমে অন্ধকার হইয়া গেল, এবং পরে পুনঃরায় ক্রমশঃ আলোকিত হইল)

(নাদিরের প্রবেশ)

নাদির। শান্তি-রক্ষা, শান্তি-রক্ষা—
শান্তি-রক্ষা মিথ্যা কথা।

দয়া-ধর্ম্ম, দয়া-ধর্ম্ম—
মিথ্যাকথা, ভীরুতা কেবল।
প্রাণে যার সদা মহাভয়,
দাস-সম চিত্ত যার জড়ত্ব-মণ্ডিত—
সেই লয় দয়ার আশ্রয়।
দয়া নহে প্রকৃতি-নিয়ম—
শক্তি মাত্র আশ্রয় জগতে।
শক্তি যার যতটুকু,
অধিকার ততটুকু তার।
বীর-ভোগ্যা বসুন্ধরা—
মানবের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা!
সব চেয়ে সমধিক শক্তি আছে যার,
সেই খোদাতালা—সর্ব্ব-মূলাধার—
সুকঠোর-নীতিবলে পালন জগৎ!
তাঁহারই ইচ্ছায় ভূমিকম্প,—
প্লাবনের ধারা, প্রলয়-গর্জ্জন-লীলা।
তাঁহারই ইচ্ছায়—নিদারুণ ব্যাধি!
তাঁহারই ইচ্ছায়—
শক্তিমান্ দুর্ব্বলেরে নিয়ত করিবে গ্রাস,
স্থূলকায় গর্ব্ব-স্ফীত জাতি—
আরো স্থূল হবে
দুর্ব্বলের রক্ত করি' পান—
এই নীতি বিশ্বের বিধান।
শক্তির প্রকাশ—মাত্র মহতের লীলা!

শক্তিমান্ আমি,
হিন্দুস্থানে হউক প্রচার—
সে ধ্বনি ধ্বনিত হোক্
পারস্যে, তাতারে, [illegible]নদেশে—
প্রতিধ্বনি তার
ঝঙ্কার-গর্জ্জনে
চ'লে যাক্ সুদূর য়ুরোপে—
জগতে প্রচার হোক্
শক্তিমান্ পারস্য-সম্রাট !
উগ্র শোণিতের ধারা
ধরণীর শ্যাম-শোভা ক'রুক বিনাশ !
নরমুণ্ড-মালাগলে বিজলী-ঝলকে
শোভা পা'ক্—
তমাচ্ছন্ন তমসার ঘোর অন্ধকার !

(আহ্‌মেদ আবদালী এবং আসফ্‌জা ও অন্যান্য সচিব সমভিব্যাহারে
ভারত-সম্রাট মহম্মদ শাহের প্রবেশ)

কে ? ভারত-সম্রাট ! আপনার প্রজাবর্গ এখন বোধ হয় বুঝ্‌তে পাচ্ছে দিল্লীতে কে এসেছে !

মহ। জগজ্জয়ী সম্রাট, সর্ব্বনাশ উপস্থিত ! আপনার উন্মত্ত সৈন্যগণ আমার নিরীহ প্রজাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন ক'রেও ক্ষান্ত হ'চ্ছে না—তাদের গৃহদাহ ক'চ্ছে, অতি নির্ম্মম ভাবে প্রাণনাশ ক'চ্ছে ! লোকে পশুহত্যা ক'রতেও সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু সে সঙ্কোচও এদের নাই। দিল্লীর রাজপথে রক্ত-বন্যার প্রলয়-প্লাবন

ছুট্‌ছে। মুমূর্ষুর গগনভেদী আর্ত্তনাদে সমস্ত রাজধানী মুখরিত
কৃপা ক'রুন, কৃপা ক'রুন—ন'ইলে সব যায়!

নাদির। কেন, আপনার হিন্দু সৈন্যগণ? যারা বিশ্বাস ক'রেছিল তাদের সম্রাট হিন্দু-ডাকিনী দিয়ে আমায় বশীভূত ক'রেছে—যারা আমার মৃত্যু-সংবাদ শুনে অত্যন্ত উল্লসিত হ'য়েছিল—তারা এখন কোথায়? তাদের ডাকুন—নিরীহ নগরবাসীদের তারা রক্ষা ক'রুক্‌।

মহ। আমি মিনতি ক'চ্ছি সম্রাট—আমার প্রতি কৃপা করুন। আপনি আমায় বন্ধু ও আত্মীয় ব'লে গ্রহণ ক'রেছিলেন—আমার বিনীত প্রার্থনা, আমার প্রতি কৃপা ক'রুন—এ রক্ত-ধারা নিবারণ করুন! আমার প্রজাগণ নিরীহ; না বুঝে যদি তারা কোনো অপরাধ ক'রে থাকে, তার দণ্ড এত কঠোর কর্বেন না!

নাদির। দণ্ড আরও কঠোর হওয়া আবশ্যক। আমি ভুল ক'রেছি—কর্ণালে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে। যদি কর্ণালে আপনার বাহিনীকে চূর্ণ ও বিদলিত ক'রে আপনাকে বন্দী ক'রে আপনার রাজধানীতে প্রবেশ ক'র্ত্তাম তাহ'লে আমার বশ্যতা স্বীকার করায় আপনার প্রজাদের কোনই বাধা থাক্‌তো না! আপনার প্রতি আত্মীয়ের মত ব্যবহার ক'রে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছি। আজ সমস্ত দিন এই হত্যাকাণ্ড চ'লবে—দিল্লী শ্মশান ক'রে তবে আমি ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে যাব। আপনার সঙ্গে যে সন্ধি হ'য়েছিল, সে সন্ধি আমি নাকচ ক'চ্ছি।

মহ। সম্রাট—

নাদির। আমার বিজয়-বাহিনী দুর্দ্ধর্ষ, সারা জীবন যুদ্ধ ক'রে আমি এই সুনাম অর্জ্জন ক'রেছি। কে আপনি মোগল-তখ্‌তের কাপুরুষ

উত্তরাধিকারী, যে আপনার জন্য আমার সে সুনাম আহত হবে! আমি পৈত্রিক সিংহাসন পাইনি—কোনো গতিকে পৈত্রিক সিংহাসন রক্ষা করাও আমার কাজ নয়। আমার সৈন্য-বাহিনীর সুনামের মূল্য কত, তা বুঝবার শক্তি আপনার নাই।

মহ। জগজ্জয়ী সম্রাট, আপনি ক্রোধ ক'রবেন না। এই আমার রাজমুকুট আমি আপনার পদতলে রক্ষা ক'রছি। গ্রহবৈগুণ্যে আজ আমি দুর্ব্বল ও পদদলিত হ'লেও মনে রাখ্‌বেন সম্রাট, আমিও জেঙ্গিস্ খাঁ ও তৈমুরলঙ্গের বংশধর, আপনারই মত যাঁরা তরবারির সাহায্যে জগতে রাজবংশ স্থাপন করেন আমিও সেই মহা-মানবের বংশধর।

নাদির। বংশধর? ভাল, ভাল—আমি আপনার প্রতি প্রসন্ন হ'য়েছি। উঠুন, সম্রাট। (মহম্মদকে মুকুট পরাইয়া দিয়া) আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা ক'র্ব্ব! আহ্‌মেদ আবদালী, তোমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আছে। যাক্, তৎপূর্ব্বে সৈন্যদের নিবৃত্ত হ'তে আদেশ দাও। অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে যেন নগর শান্ত হয়।

[আহ্‌মেদ আবদালীর প্রস্থান

মহ। শাহান্‌শাহ্, আপনি যথার্থ মহানুভব। আমি কি ক'রে আমার কৃতজ্ঞতা জানাব!

নাদির। আবশ্যক নাই। বাল্যকাল থেকে অনেক কৃতঘ্নতায় আমি অভ্যস্ত আছি—আপনি কৃতজ্ঞ না হলেও আমার কোনো ক্ষতি হবে না। আপনি এখন প্রাসাদে যান।

মহ। আপনি আমার প্রাসাদ-দুর্গে যাবেন না?

নাদির। না, আমার যাওয়ার বিলম্ব আছে। আমি কিছুক্ষণ এখানে একা থাক্‌ব। আসফ্‌জা, আর এক সপ্তাহ মাত্র আমি দিল্লীতে আছি—আপনার প্রতিশ্রুত সমস্ত অর্থ এর মধ্যে সংগ্রহ হওয়া চাই।

আসফ্‌। হবে সম্রাট।

নাদির। হবে—হবে! তোমার সঙ্গে একবার নিভৃত-সাক্ষাতের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু থাক্‌—এখন নয়। তোমার মনে থাকৃতে পাবে তোমায় বলেছিলাম তোমার কথা স্মরণ রাখ্‌বো। মনে রেখো সে স্তোক-বাক্য নয়, সে সত্য। তোমার বন্ধু সাদৎ খাঁ কোথায়? মুক্তি-মূল্য দেওয়ার পরদিন থেকে তাঁকে আর দেখ্‌ছিনা কেন?

আসফ। সাদৎ খাঁ সাংঘাতিক পীড়াগ্রস্ত—এ যাত্রা রক্ষা পান কিনা সন্দেহ!

নাদির। পীড়াগ্রস্ত না হ'লেও সাদৎ খাঁর বন্ধুটী সম্ভবতঃ এ যাত্রা রক্ষা পাবেন না। যাও, নিজের কাজে যাও। মোগল-সম্রাট, আপনার উজীরটী একটি রত্ন!

মহ। আপনার সঙ্গে আমার—

নাদির। যান, আপনারা আমায় আর বিরক্ত ক'র্ব্বেন না। আমি একা থাক্‌ব—আপনাদের সঙ্গ আমার ভাল লাগ্‌ছে না!

মহ। আপনার পরিভ্রমণ শেষ হ'লে আমি নিজে এসে আপনাকে নিয়ে যাব।

[নাদির ব্যতীত সকলের প্রস্থান

নাদির। এরই নাম ভক্তি! দুর্ব্বল মানবের ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিও বোধ হয় এই কাপুরুষতারই নামান্তর—এক চরম খামখেয়ালী অত্যাচারীর নিকট ভীরুর আত্ম-নিবেদন! কে?

(ধীরে ধীরে সালেহ্ বেগের প্রবেশ)

সালে। আমি।

নাদির। কে, সালেহ্ বেগ? এস বন্ধু, এস। বোধ হয় আমার অন্তর ঠিক এই মুহূর্ত্তে তোমারই সঙ্গ কামনা ক'চ্ছিল।

সালে। সম্রাট!

নাদির। এখন আর সম্রাট নয়। আজ আমি সমস্ত দিন সম্রাট ছিলাম, চারিদিকে ভীরু তোষামোদকারী ও কৃতঘ্ন বিষকুম্ভ-পয়োমুখ! আমি বন্ধুর অভাব বড়ই অনুভব ক'চ্ছি! তুমি আমাকে আজ নাদির ব'লে সম্বোধন কর! আমরা আজ সেই অতীত যুগের দুই পুরাতন বন্ধু—খোরাসানের দুই পল্লীবাসী যুবক।

সালে। কিন্তু অতীত যে আর ফির্‌বেনা নাদির! তুমি অতীতকে হত্যা ক'রেছ, ভবিষ্যৎকে হত্যা ক'রেছ। আর আমি তোমার মঙ্গল দেখ্‌তে পাচ্ছি না!

নাদির। কেন, কেন? আজ এই দিগ্বিজয়ের মহামহোৎসবের রাত্রে তুমি সহসা এমন বিষণ্ণ হ'লে কেন বন্ধু?

সালে। তুমি সর্ব্বনাশ ক'রেছ নাদির—তোমার সর্ব্বনাশ ক'রেছ, পারস্য-সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশ ক'রেছ, বোধ করি জগতের সর্ব্বনাশ ক'রেছ! যে সার্ব্বভৌম সম্রাটত্বের আদর্শে আমি তোমাকে পরিচালিত ক'র্‌তে চেয়েছিলাম, তুমি সেই আদর্শবাদের মস্তকে পদাঘাত ক'রেছ।

নাদির। তুমি আমাকে পরিচালিত ক'র্‌তে চেয়েছিলে! এরূপ স্পর্দ্ধার কথা তো তোমার মুখে পূর্ব্বে কখনও শুনিনি!

সালে। শোননি সত্য! তবু, আমি যে তোমাকে পরিচালিত ক'র্ত্তে

চেয়েছিলাম এ-কথা আরও সত্য। তোমার স্মরণ থাক্‌তে পারে একদিন তুমি পারস্যকে আফগান, তুর্কী, আর রুষের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলে। সমস্ত দেশ সেদিন তোমার জয়-গানে মুখরিত হ'য়েছিল—পারস্যের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে তোমার নাম ছাড়া আর কারও নাম সেদিন কেউ শোনেনি। তোমার সেই অসংখ্য ভক্তের মধ্যে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সে সে-দিন নীরব হ'য়ে সে দৃশ্য দেখেছিল—তার চোখে ছিল স্বপ্নের ঘোর, কল্পনায় ছিল বিরাট মোস্‌লেম-সাম্রাজ্য! সেইদিন থেকে আমি তোমার শিষ্য, আমি তোমার বন্ধু, আমি তোমার অনুচর, আমি তোমার ভক্ত, আমি তোমার পরিচালক—পরিচালক—বাধা দিও না—আমি তোমার শিষ্য এ-কথাও যেমন সত্য, আমি তোমার পরিচালক এ কথাও তেম্‌নি সত্য! তুমি জান না, কিন্তু আমি জানি—তুমি আমারই কল্পনাকে রূপ দিতে দিতে চ'লেছ—আমার সে বিরাট কল্পনাকে মূর্ত্ত কর্ব্বার শক্তি একমাত্র তোমারই ছিল!

নাদির। তুমি চিন্তিত হয়োনা বন্ধু, শক্তি এখনও আছে।

সালে। না, থাকবে না—থাকতে পারে না। তুমি তোমার শক্তির মূলে কুঠারাঘাত ক'রেছ—তুমি মহাবীর হ'য়ে দিল্লীতে এসে অনায়াসে তার নিরস্ত্র শান্তি-প্রিয় নগরবাসীদের হত্যার আদেশ দিয়েছ!

নাদির। আমার বিজয়-বাহিনীর মর্য্যাদা-রক্ষার জন্য এ কঠোর আদেশের প্রয়োজন ছিল, একথা তুমি নিশ্চয়ই অস্বীকার ক'র্‌বে না!

সালে। নিশ্চয়ই অস্বীকার ক'র্‌বো। কোথায় থাক্‌বে তোমার বিজয়-বাহিনীর মর্য্যাদা, যদি আপন স্বেচ্ছাচারিতায় বৃহৎ

আদর্শকে সে তুচ্ছ ক'রে চ'লে যায়? আমি জানি—আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি—সমগ্র জাতির ইচ্ছানুসারে, নিজের কৃত-কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌তে যেদিন পারস্য-সম্রাট শাহ্‌ তামাস মাজেন্দ্রান কারাগারে বন্দীভাবে প্রেরিত হন, জাতির সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও সে সিংহাসন তুমি গ্রহণ ক'র্‌লে না—কর্ম্ম-যোগীর মত তামাসের শিশুপুত্রের নামে তুমি পারস্য-সাম্রাজ্যের রক্ষক মাত্র হ'য়ে রইলে! আর আজ—তুমি দস্যু—দস্যু—দস্যু! বিশ বৎসর পূর্ব্বে আফগান-দস্যু মহম্মদ আর আশরফ্‌ পারস্য-সাম্রাজ্যে যে অত্যাচার ক'রেছিল, তুমি ভারতবর্ষে এসে সেই অত্যাচারেরই পুনরভিনয় ক'রলে।

নাদির। সালেহ্‌ বেগ, তুমি আমার পুরাতন ভক্ত ও বাল্য-বন্ধু ব'লে তোমার অনেক কথা শুনেছি, কিন্তু আর নয়—তোমার রসনা তুমি সংযত কর। আমার কার্য্য আমি জানি—তার ফলাফল যদি ভোগ ক'র্‌তে হয়, আমি একাই ক'র্‌বো। তোমার কল্পনার নায়ক হ'য়ে তোমার মনোদুর্গে বন্দী থাক্‌বার জন্য বিধাতা আমায় সৃষ্টি করেন নি, মনে রেখো উন্মাদ আদর্শবাদী, আমি তোমার কল্পনার চেয়েও বৃহৎ—তোমার কল্পনার সাধ্য কি যে আমার গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে! তুমি দেখ্‌বে আমি প্রতি পাদক্ষেপে তোমার ক্ষুদ্র কল্পনার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে চ'লে যাব। যাও—তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা যে তুমি আমার সম্মুখে বল্‌তে সাহস কর যে তুমি আমার পরিচালক! আমি ঈশ্বরকেও আমার পরিচালক ব'লে মান্‌তে প্রস্তুত নই। তোমায় আমি ঘৃণা করি, আহ্‌মেদ আবদালীকে আমি ঘৃণা করি, মহম্মদ শাহ্‌কে আমি ঘৃণা করি, আসফ্‌জাকে

ঘৃণা করি, মোজাকুলীখাঁকে ঘৃণা করি। আমি একা, আমি একা, আমি একা—আমার সঙ্গী নাই, বন্ধু নাই, আত্মীয় নাই! তোমার জন-সমাজকে আমি ঘৃণা করি! আভিজাত্যকে ঘৃণা করি—তার কৃতঘ্নতা, বিলাসিতা ও ভীরুতার জন্য, আর জন-সমাজকে ঘৃণা করি তার ফেরুপালের মত আচরণের জন্য, গড্ডলিকা-প্রবাহের মত তার বুদ্ধিহীনতার জন্য।

সালে। উত্তম বন্ধু নমস্কার, তুমি সুখে থাক। আজ তোমার জন্য আমার কাঁদবার দিন। পৃথিবীতে অনেক প্রতিভা পথহারা হ'য়ে নভস্খলিত জ্যোতিষ্কের মত কোথায় ঘূর্ণিপাকের অন্ধকারে ডুবে গেছে, না হয় আরও একটা যাবে—যাক্, আর আমি অস্ত্র-ধারণ ক'রে তোমার সঙ্গে দেশ-বিদেশে যুদ্ধযাত্রা ক'র্‌বো না। আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি তোমার-আমার এক পথ নয়—তুমি চাও প্রভুত্ব, তুমি চাও পূজা, তুমি চাও মানবের রক্তে স্নান কর্‌তে—আমি চাই মানব-জাতির মুক্তি! তুমি ভারত জয় কর, চীন জয় কর, জগৎ জয় কর—কিন্তু সালেহ্‌ বেগকে সম্ভবতঃ আর দেখ্‌তে পাবে না—বন্ধু-বিদায়!

[প্রস্থান

নাদির। উত্তম! যাও পণ্ডিত-মূর্খ, মানবের মুক্তির স্বপ্ন দেখগে' যাও! মানবের মুক্তি! ঈশা-মূশা দিতে পারেনি, মহম্মদ-বুদ্ধ পারেনি, শত-শত পয়গম্বর কতবার বিফল-মনোরথ হ'য়ে পরাজিত হ'য়েছে—সেই মুক্তি তুমি দেবে? সালেহ্‌ বেগ, তুমি উন্মাদ, উন্মাদ, উন্মাদ!

(সচিবগণের সহিত মহম্মদ শাহের পুনঃপ্রবেশ)

কে? ওঃ, মোগল সম্রাট! কোনো আবেদন আছে?

মহ। আপনার পুত্রের সহিত আমার কন্যার শুভ-বিবাহ ?

নাদির। হ্যাঁ, তা-কি ?

মহ। আজ সে বিবাহের দিন ছিল।

নাদির। ঠিক বটে—আমি ভুলে গেছি।

মহ। তাহ'লে আপনি রাজ-প্রাসাদে আসুন !

নাদির। না—পাত্র-পাত্রী এই মস্‌জিদে আস্‌বে। যান্ মোগল-সম্রাট, পাত্র-পাত্রী, মোগল-সম্রাটের ও পারস্য-সম্রাটের হারেমের সুন্দরীগণ, দিল্লীর অভিজাত-বংশীয় যাবতীয় নবনারী, সবাইকে আমার আমন্ত্রণ ও আদেশ জানিয়ে ব'লবেন, সকলেই যেন এইখানে সমবেত হন—আমি সকলের প্রতীক্ষায় রইলেম। ওরা কারা ?

(একদল লোক কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতেছিল)

ওঃ—এরাই বুঝি অত্যাচার-প্রপীড়িত ?

মহ। হ্যাঁ সম্রাট।

নাদির। আমার পুত্রের বিবাহ-উপলক্ষে ওদের নিমন্ত্রণ কর্‌বেন। সে-উৎসবে ওদের যোগদান ক'র্ত্তে হবে। আমি ওদের খাদ্য আর অর্থ দান কর্‌বো।

মহ। সম্রাট মহানুভব।

নাদির। আমি এইখানেই র'হলাম। আসফ্‌জা, আমার সৈন্যদের দ্বারা যারা অত্যাচারিত হয়েছে তাদের, এবং তোমার অযথা-উৎপীড়নে যারা পীড়িত তাদের সবাইকে নিমন্ত্রিত ক'র্ব্বে, তাদের খাদ্য ও অর্থদানের ব্যয়-ভার আমি বহন কর্ব্বার মহৎ সম্মান তোমার উপর অর্পণ ক'র্‌লাম। যাও সম্রাট, এই মস্‌জিদে দম্পতীর বিবাহ হবে ; তারপর এখান থেকে তারা আপনার রাজপ্রাসাদে যাত্রা ক'র্‌বে। [সকলে প্রস্থান করিল

[নাদির সেই অন্ধকারে একা একা ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দূর হইতে নহবতের মিষ্ট রাগিণী শোনা যাইতে লাগিল]

এই জীবন! এই শক্তি! এই আমি! আমি হত্যা ও উৎসবকে যুগল অশ্বের মত এক রজ্জু দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছি। আমারই ইচ্ছায় জনগণ-পরিপূর্ণ এই রাজপথ আজ শ্মশান! আবার আমারই ইচ্ছায় শ্মশান মূহুর্ত্তে উৎসব-সভায় পরিণত হবে। আমি নীরবতাকে মুখর ক'র্‌বো, তামসী নিশিকে সহস্র দীপ মালিনী ক'র্‌বো. হ্যাঁ, আমি বেঁচে আছি—আমি জীবন ভোগ ক'চ্ছি; আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি, আমার মৃত্যুসংবাদ যারা রটিয়েছিল, বোধ করি তারাও বুঝ্‌তে পাচ্ছে!

(নাদির পুনরায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন)

(ইতিমধ্যে স্থানটী আলোক-উজ্জ্বল হইল—যাহাদের আসিবার কথা ছিল সবাই আসিল)

নাদির। মির্জ্জা মেহেদী, তুমি বেঁচে আছ'?

মির্জ্জা। (একটু চিন্তা করিয়া) হ্যাঁ জনাব, আছি তো!

নাদির। সে কি, আমিতো ভেবেছিলাম তুমি মারা প'ড়েছ।

মির্জ্জা। (বিস্মিত ও চিন্তিত) কই না মারা পড়িনিতো। কেন জনাব!

নাদির। (আলি আকবরকে উত্তর দিতে ইঙ্গিত করিলেন) আলি!

আলি। (জনান্তিকে) ইতিমধ্যে মারাপড়্‌বার একটা হেতু ঘটে গেছে!

মির্জ্জা। হেতু ঘটে গেছে! কি, কি, কি, কি, হেতু বলুনতো? তাইতো আমারতো বড় অন্যায় হ'য়ে গেছে জনাব! আগে জান্‌লে আমি সাবধান হ'তাম।

নাদির। হ্যাঁ, সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

মির্জ্জা। জনাব কসুর মাফ কর্‌বেন ; আমি এখন থেকে সাবধান হব।

নাদির। হ্যাঁ, ভবিষ্যতে তোমার মর্‌বার সম্ভাবনা হ'লেই আমি সময় থাক্‌তে তোমায় সাবধান ক'রে দেব।

মির্জ্জা। যে আজ্ঞে জনাব ; আমি বাধিত হ'লেম। কিন্তু মারা পড়্‌বার কি কারণ ঘটেছিল আমিতো এখনো জান্‌তে পারিনি জনাব।

নাদির। আলি ! (আলিকে পুনরায় ইঙ্গিত করিলেন।)

আলি। (মির্জ্জা মেহেদীর প্রতি জনান্তিকে) আজ সমস্ত দিন ধ'রে সহরে যে সমস্ত বড় একটা দাঙ্গা হাঙ্গামা হ'য়ে গেল।

মির্জ্জা। দাঙ্গা হাঙ্গামা ? সেকি আজ বিয়ের দিন। বিয়ের দিন দাঙ্গা হাঙ্গামা কথাটাতো ভাল নয় আলি সাহেব।

আলি। না মোটেই না। কিন্তু কি আর করা যায় ব'লুন, হ'য়ে গেছে।

নাদির। আলি আমার ধারণা তখন তুমি যে পত্র এনেছিলে তা মিথ্যা !

আলি। জনাব আমারও ধারণা পত্র মিথ্যা ! অন্ততঃ এ বিষয়ে আবদালী সাহেব যে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সে সম্বন্ধে বোধ হয় কোন সন্দেহই নেই।

নাদির। আমি তোমায় কথা কইতে নিষেধ ক'চ্ছি, মূর্খ। পত্র-বাহককে আমি আজই, না আজ নয় কাল সকালে কর্ম্মচ্যুত ক'র্‌বো। তুমিও মনে রেখো এ রকম পত্র আর দুই একবার এলে তোমার পক্ষেও বিশেষ মঙ্গল হবে না।

আলি। জনাব আমিতো কিছুই জানি না।

নাদির। আঃ ; ভাল, মির্জ্জা মেহেদী, তুমি আজ সমস্ত দিন কি ক'র্‌ছিলে ?

মির্জ্জা। কেন জনাব আমি আমার ঘরে ব'সে কিতাব পাঠ কর্‌ছিলাম।

নাদির। গুলি গোলার আওয়াজ তোমার কানে যায়নি ?

মির্জ্জা। কই না জনাব!

নাদির। সে কি, সহব তোলপাড় আর তোমার কানে আওয়াজই গেল'না।

মির্জ্জা। বুড়ো হ'য়ে পড়ার দরুণ সম্প্রতি আমি কানে একটু কম শুন্‌ছি।

নাদির। চোখে কেমন দেখ্‌ছো!

মেহেদী। চোখে এখনও ঠিক দেখি। আমি চস্‌মা না নিয়েইতো পড়ি।

নাদির। বটে আচ্ছা। (মোল্লাবাসীকে মেহেদীর সম্মুখে আনিয়া) এটিকে দেখ্‌তে পেয়েছ? (মির্জ্জা মেহেদী চুপ করিয়া রহিলেন) আচ্ছা তোমরা একবার তোমাদের বিভিন্ন ধর্ম্মমত নিয়ে তর্ক কর, আমি শুন্‌বো। যে জিত্‌বে তাকে আমি এখানকার উজীর ক'রে দেব!—

(দুই জনে তর্ক করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু যতবার মুখোমুখি হইল ততবার দু'জনেই মুখ ফিরাইয়া লইলেন, নাদির অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিতে লাগিলেন)

নাদির। আচ্ছা কিতাব পাঠ ক'রে তোমার শিয়া সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে নূতন কোন তথ্য আবিষ্কার ক'র্‌তে পার্‌লে?

মির্জ্জা। হ্যাঁ জনাব পেরেছি। আমি আপনাকে এখনই বুঝিয়ে দিতে পারি আপনি যদি একটু মনোযোগ দিয়ে শোনেন—

নাদির। মনোযোগ দিয়েই শুন্‌বো। কিন্তু এক কথায় বুঝিয়ে দিতে হবে!

মির্জ্জা। হ্যাঁ এক কথায় বুঝিয়ে দেব!

নাদির। আচ্ছা বল কিন্তু মনে রেখো এক কথা—

(মৃদু হাসিতে হাসিতে মির্জ্জা মেহেদীর মুখের দিকে চাহিলেন)

মির্জ্জা। আপনিতো সে কথা জানেন জনাব!

নাদির। সে কি?

মির্জ্জা। হ্যাঁ জানেন! না জান্‌লে বুঝি ওই রকম ক'রে হাস্‌তে পারতেন। আর জান্‌বেন নাই বা কেন হজরৎ আলি নিজে আপনাকে স্বপ্ন দিয়েছেন। আপনি জানেন না ব'ল্লেই বুঝি আমি বিশ্বাস ক'রবো?

নাদির। না তুমি পাল্লে'না—অনেক কথা ব'লেছ আর নয় থামো। খাঁটী আরবি কিতাব, তুর্কী কিতাব, ইয়াহুদিদের কেতাব, এই সমস্ত কিতাব দেখে যদি প্রমাণ করতে পার যে শিয়া মতই আসল মত তবেই আমি তোমার কথা বিশ্বাস করবো!

মির্জ্জা। তা'হলে আমাকে এই সমস্ত কিতাব সংগ্রহ কর্ত্তে হয়।

নাদির। তা বেশতো কিতাব সংগ্রহ করো।

মির্জ্জা। এক জায়গায় সব কিতাব পাওয়া যাবে না আমাকে অনেক দেশ ঘুরতে হবে। তবে আমি প্রমাণ করবোই জনাব!

নাদির। বেশ পরমানন্দে দেশ-বিদেশ ঘুরতে থাক।

মির্জ্জা। এখনই যাব জনাব?

নাদির। এখনি কি হে, কাল সকালে যাবে; আজকে দিল্লীশ্বরের প্রাসাদে আমাদের নিমন্ত্রণ—মোগলাই কোর্মা, কাবাব কোপ্তা, পোলাও এসব খাদ্য যে জগদ্বিখ্যাত—

মির্জ্জা। তা'হলে কাল সকালেই যাব।

নাদির। (আসন গ্রহণ করিয়া) তাই যেও। যাক্, আপাততঃ এ বিবাহ সম্বন্ধে তোমার শিয়া-সম্প্রদায়ের মতামত কি?

মির্জ্জা। অমত নাই।

নাদির। সম্মতিও নাই নিশ্চয়।

মির্জ্জা। সম্মতি থাক্‌বেনা কেন জনাব? আপনিও তুর্কী, ভারত-সম্রাটও তুর্কী, আপনিও সুন্নী-সম্প্রদায়ের—তিনিও তাই; তার উপর তিনি ভারত-সম্রাট—আপনি পারস্য-সম্রাট—

নাদির। কিন্তু, আমিতো সম্রাটের বংশধর নই।

মির্জ্জা। সম্রাট আর অসম্রাটের মধ্যে কোনো ধর্ম্ম-সম্প্রদায় কোন দিন কোন প্রভেদ স্বীকার করেনা।

নাদির। বল কি? সম্রাট-নির্ব্বাচনের মতভেদ থেকেই শিয়া-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। শোন আমি সম্রাটের বংশধর নই। কে এখানে আছ যে আমার বংশ পরিচয় জান? (সকলে নীরব) যে আমার বংশপরিচয় দিতে পার্‌বে, তাকে আমি এই ভারত-সিংহাসন পুরষ্কার স্বরূপ দান ক'রবো। মোগল-সম্রাট, আলি আকবর, আসফজা, নাসিরকুলি, কি আশ্চর্য্য তুমিও, তোমার পিতামহের নাম জাননা! আহ্‌মেদ আবদালি তুমিও নীরব? কেউ পার্লেনা না—তোমরা কেউ ভারতের ময়ুর সিংহাসনের যোগ্য নও; এ প্রশ্নের উত্তর সম্ভবতঃ একজন দিতে পার্‌তো কিন্তু সে এখানে নেই!

মির্জ্জা। জাঁহাপনার ঔদার্য্য ও প্রসন্নতার উপর নির্ভর ক'রে কৌতুহলী জনগণের পক্ষ থেকে আমি অনুরোধ কচ্ছি এ প্রশ্নের উত্তর জাঁহাপনাই দিন—

নাদির। শোন আমার পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, উদ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষের বংশপরিচয় এই (হাতের অস্ত্র দেখাইলেন) ভারত-সম্রাট—আমি এই উপস্থিত সভাসদ্‌গণের সম্মুখে আপনার সহিত নূতন সর্ত্তে আবদ্ধ হব। আলি আকবর, তুমি সন্ধির সূত্রগুলি লিপিবদ্ধ ক'রে রাখ্‌বে, যেহেতু এখানে কেহই

সাজাহা বাদশার ময়ূর-সিংহাসনের উপযুক্ত নন্ সেই কারণে ঐ সিংহাসন আমার, কোহিনুর মুকুটও আমার, কেননা যে ময়ূর-সিংহাসনে ব'স্‌বে ঐ মুকুট কেবল তারই মাথায় শোভা পায়। মুকুট ও সিংহাসন আমার সঙ্গে পারস্যে নীত হবে; তবে এ সাম্রাজ্য আমি গ্রহণ কর্‌বো না। সিন্ধু-নদের অপর তীর পর্য্যন্ত পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত! আপনার রাজ্য আপনি গ্রহণ করুন। আমি আপনাকে অভয় দিচ্ছি, যাতে আপনি রাজ্যহারা না হন, আমি সে দিকে দৃষ্টি রাখ্‌বো। আজ থেকে আপনি পারস্য সাম্রাজ্যের মিত্ররাজ।

মহ। সম্রাট, আমি কি বলে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাব!

নাদির। যদি কৃতজ্ঞতা জানাবার মত ভাষা আপনার কণ্ঠায়ত্ত না থাকে আপনি কৃতজ্ঞতা জানাবেন না—আমি প্রসন্ন আছি। আসফজা নিজাম উল্‌-মুল্‌ক-ভারত-সম্রাট আপনার এই উজীর সাহেবকে একবার ভাল ক'রে দেখেনিন্। ভবিষ্যতে যদি কোন শত্রুপক্ষের সঙ্গে সন্ধি ক'র্‌তে হয়, এঁর উপর ভার দেবেন না। আর এর বন্ধু সাদৎ খাঁ—অযোধ্যার নবাব—যদি সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় কাল-কবলিত না হন, তাঁর দিকেও একটু দৃষ্টি রাখ্‌বেন।

মহ। শাহান শাহ আমি অনুগৃহীত। আপনার বন্ধু-জনোচিত এই উপদেশ কখনই বিস্মৃত হবে না।

নাদির। নিশ্চয়ই বিস্মৃত হবেন। অথবা স্মরণ করবার অবসর আপনার হবে না। বেগম মহলে যে আপনার অনেক কাজ, আপনার সময় কই? যাক্, বন্ধু-দুটীর প্রতি আমি নিজেই দৃষ্টি রাখ্‌বো। আলি

আকবর, কাল প্রাতঃকালে আসফ্‌জার নিকট সমস্ত প্রাপ্য অর্থের হিসাব-নিকাশ শেষ করে—অর্থ আদায় ক'র্‌বে।

(আলি আকবব অভিবাদন করিয়া সম্মতি-জ্ঞাপন করিল)

এতক্ষণে বোধ হয় খাদ্য ও অর্থের প্রলেপ দিয়ে প্রপীড়িতগণের বেদনা আবোগ্য ক'র্‌তে আমরা সমর্থ হইছি।

(জনৈক প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। জনাব, একজন উন্মাদিনী রমণী উৎসবক্ষেত্রে আস্‌তে চায়—

মহ। যেখানে দরিদ্র বুভুক্ষুগণকে খাদ্য দেওয়া হচ্ছে, সেইখানে তাকে পাঠিয়ে দে!

প্রহ। আমরা তাকে সেখানে পাঠাবার চেষ্টা ক'রেছিলাম—সে এই উৎসবক্ষেত্রে আস্‌তে চায়।

মহ। সম্রাটের আদেশে আজ সকলের গতি অবারিত—কিন্তু যদি উৎসবের ব্যাঘাত হয়?

নাদর। কিছুমাত্র ব্যাঘাত হবেনা দিল্লীশ্বর। তাকে আস্‌তে দাও—বোধ হয় অর্থের আকিঞ্চন করে! আমি অর্থদানে তার ধন-লালসাপূর্ণ ক'র্‌বো। নাদির শাহের সাক্ষাৎ উন্মাদিনীর নিকটও নিষ্ফল হবেনা। যাও—

[প্রহরীর প্রস্থান

(জনৈক রমণীর প্রবেশ।)

রমণী। (একবার চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিল পরে নাদিরের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল) তুমি নাদির শা?

নাদির। হ্যাঁ—আমিই নাদির শা ; তুই কে ?

রমণী। আমি—আমি—আমি নারী—ভারতের নারী !

নাদির। রাজপুতনী ?

রমণী। রাজপুতনীর সঙ্গে সম্রাটের বিশেষ পরিচয় আছে আমি জানি, সে এক পরিচয়—আজ অন্য পরিচয় পাবে। আর আমি শুধু রাজপুতানার নই, আমি মহারাষ্ট্রের, আমি কাণ্যকুব্জের, আমি গুর্জ্জরের, মদ্রদেশের, সৌরাষ্ট্রের, অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের ; আমি মিলিত ভারতের ব্যথিত নারী-আত্মা !

নাদির। তুই হিন্দু না মুসলিম ?

রমণী। আমি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, ক্রেস্তান ভারতের সর্ব্বধর্ম্মের সর্ব্বমানবতার অভিশাপময় বাণীমূর্ত্তি

নাদির। তুই কি চাস্ ?

রমণী। কিছু চাই না—শুধু তোমায় একবার দেখতে চাই—আর একটা উপহার দিতে চাই। নিয়ে যেতে হবে সম্রাট্ নারীর উপহার—নিয়ে যেতে হবে সম্রাট !

নাদির। কে তুই ? সত্য পরিচয় দে—

রমণী। নারী—নারী। ভারতের নারী, নারীই আমার পরিচয়—অন্য পরিচয় নাই। আমিই চিরদিন অত্যাচার সহ্য করি—আমার বুকের উপর দিয়ে চিরদিন বিজয়ীর রথচক্র চলে যায়—চিরদিন আমারই স্বামী মরে, পুত্র মরে, গৃহদাহ হয়, সোণার সংসারে আগুন ধরে, শস্যক্ষেত্রে পঙ্গপাল আসে—

নাদির। আমি তোকে অর্থদান ক'র্‌বো। প্রচুর অর্থ—তোর্ দুঃখ দূর হবে।

রমণী। তোমার দেখছি অনুগ্রহের সীমা নাই সম্রাট্ ! কিন্তু না—

আজতো আমার নেবার শক্তি নেই। অনেক নিয়েছি, ভাণ্ডার পূর্ণ;—তাই আজ দিতে এসেছি।

নাদির। তুই আমায় কি দিবি?

রমণী। অনেক, প্রচুর। যা তোমার খোরাসানে কেউ দেয়নি, ইস্পাহানে কেউ দেয়নি, সিস্তানে দেয়নি, আফগানিস্থানে দেয়নি —সেই মহার্হ অমূল্য রত্ন—আজ ভারতে পাবে।

নাদির। কি রত্ন?

রমণী। ময়ূরসিংহাসন নয়, কোহিনূর মুকুট নয়, দিল্লীসম্রাটের কন্যা-রত্ন নয়, মুগ্ধা রাঠোর-বালিকার প্রেম নয়, ভারতবাসীর আর্তনাদ নয়, পারস্য-সাম্রাজ্যের জয়ধ্বনি নয়—

নাদির। তবে, তবে—তুই কি দিতে এসেছিস—?

রমণী। এ তরল অগ্নি, গৈরিক নিস্রাব, হৃদয়ের জ্বালা। অত্যাচারের দ্বারা হৃদয়মন্থন ক'রে এ তীব্র অগ্নি, বিষ উদ্গীর্ণ হয়েছে। তাই আজ যত্ন ক'রে তোমায় দিতে এসেছি।

(বক্ষে ছুরিকাঘাত)

ধর সম্রাট—পান কর, ভারতের অতিথি! পান কর! এ ভারতের অভিশাপ, বিধবার অভিশাপ, পুত্রহীনার অভিশাপ! পান কর সম্রাট—পান কর,—তুমি অনেক পান ক'রেছ—এ অগ্নি-জ্বালাটুকু গলধঃকরণ ক'রতে হবে,—স্ত্রী, পুত্র, কন্যা—পারিবারিক জীবন বিষাক্ত হবে—নিখিল সংসার বিষাক্ত হবে —এই নাও—এই নাও—এই নাও—

(রমণী রক্তাক্ত কলেবরে ভূলুণ্ঠিত হইলেন)

চতুর্থ অঙ্ক
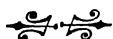
দৃশ্য—মোর্শেদ রাজ-প্রাসাদ, হারেমের কক্ষ

(সিরাজী, বেগম ও সিতারা)

সিরাজী। বহিন, এ বিপদে আমরা দু'জন এক না হলে তো কিছুতেই সাজাদার রক্ষা নাই।

সিতারা। বড়ই দুর্ভাগ্য, বহিন বড়ই দুর্ভাগ্য! আমি জানি জাঁহাপনা কি মনোবেদনায় দিন কাটাচ্ছেন। তাঁর আহার নাই, নিদ্রা নাই, চিত্তের শান্তি তিনি একেবারে হারিয়ে ফেলেছেন। আমার আশঙ্কা হ'চ্ছে এতদিনে বুঝি ভারতবর্ষের অভিশাপ ফল্‌তে আরম্ভ হ'য়েছে—

সিরাজী। হ্যাঁ—সে কথা আমিও ভুলিনি। তাইতো আমি আজ তোমাকেই এখানে এনেছি। ভারতের নারীর অভিশাপের একমাত্র প্রতীকার তোমার দ্বারাই সম্ভব; কেননা তুমিও আর একজন ভারত-নারী!

সিতারা। কিন্তু আমায় কি করতে হবে—আমিতো কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা বহিন। আমার জাতির অভিশাপের ফল মাথায় নিয়ে আমি হাস্‌তে হাস্‌তে ম'রতে পারি—যদি আমার মৃত্যুতে জাঁহাপনা অভিশাপ মুক্ত হন।

সিরাজী। তুমি যদি এক কাজ ক'র্ত্তে পার—বোধ হয় সুবিধা হ'তে পারে। কাজটা একটু বিপজ্জনক—আর আমার দ্বারা ঠিক সম্ভব নয়—তাই আমি তোমার শরণাপন্ন হ'য়েছি।

সিতারা। আমি সহস্র বিপদের মুখে যেতে রাজি আছি—যদি পিতা-পুত্রের এ মনোমালিন্য দূর হয়। আচ্ছা, জাঁহাপনা কি সত্যিই বিশ্বাস করেন—শাহ্‌জাদাই এ চক্রান্তের মূলে? আমি বার বার জিজ্ঞাসা ক'রেও উত্তর পাইনি। তার বেশী জিজ্ঞাসা ক'রতে আমার সাহস হয়নি। তোমার কি মনে হয়?

সিরাজী। কি ক'রে জানবো বল বহিন্! রাজ্য নিয়ে কথা—অসম্ভব কিছুই নয়! বিশেষ, অনেকদিন থেকে সম্রাটের রেজাকুলীর উপর সন্দেহ। সন্দেহের কারণও কিছু কিছু ঘটেছে।

সিতারা। কি কারণ?

সিরাজী। আমি যা শুনেছি—প্রথম কারণ ঘটে হিন্দুস্থানে, রেজা আহ্‌মেদ আবদালীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে এক পত্র লিখেছিল; দ্বিতীয় কারণ, হিন্দুস্থানে সম্রাট মৃত শুনে, সে নিজে সম্রাট তামাসকে হত্যা ক'রেছে; তৃতীয় কারণ, আমাদের ফেরবার পথে এই গুলি-নিক্ষেপ তুমি নিজে চোখে দেখেছ—সে লোকটা নাকি রেজার অনুচর। এ সব সত্যিও হ'তে পারে—আবার ষড়যন্ত্রও হ'তে পারে! শোন, আমি যে কথা তোমায় ব'লছিলাম। এই সহরের দক্ষিণ প্রান্তে এক পল্লীতে আরমানী ক্রেস্তানদের বাস। তাদের মধ্যে একজন ক্রেস্তান সাধু আছেন! শুনেছি তিনি অলৌকিক-শক্তি-সম্পন্ন। তিনি ইচ্ছা ক'রলে, জাঁহাপনার এ পারিবারিক অন্তর্বিদ্রোহ—এ মানসিক অশান্তি—দূর ক'রে দিতে পারেন!

সিতারা। তা হ'তে পারে বহিন। আমি শুনেছি, ক্রেস্তানদের অবতার হজরৎ ঈশা, সমস্ত মানুষের পাপের ভার নিজের মাথায় নিয়ে ক্রুশে বিদ্ধ হ'য়ে প্রাণ দিয়েছিলেন। সেই ক্রেস্তান ধর্ম্মের সাধু! —তোমার কথা ঠিক।

সিরাজী। সেই জন্যই তো আমি ব'লছি! শোন—আমাদের দুজনের একজনকে সেখানে যেতে হয়। তুমি জান, সম্রাট আমার প্রতি সন্তুষ্ট নন্—সেই জন্য আগাবাসীও আমাকে সহজে কোথাও যেতে দেয়না। তুমি যদি যেতে চাও, আগাবাসী কিছুতেই বাধা দেবেনা—সে তোমার বাধ্য। বরং চেষ্টা ক'রবে যাতে একথা জাঁহাপনার কানে না ওঠে।

সিতারা। কিন্তু যদি জাঁহাপনার কানে ওঠে? তাঁর অনুমতি না নিয়ে গেলে, তিনি আমার উপর বড় ক্রুদ্ধ হবেন। তার চেয়ে— আমি বরং তাঁর অনুমতি নিয়ে যাব।

সিরাজী। অনুমতি চাইলে তুমি অনুমতি পাবে না, একথা নিশ্চয়! তুমি জাঁহাপনাকে নূতন দেখ্ছো, কিন্তু আমি জানি, তিনি এ-সব বিশ্বাস করেন না। এ বিপদের সময় নিজের বিপদের কথা ভাব্তে গেলে চলে না! আমি নিজেই যেতাম—কিন্তু আমাদের ধর্ম্মের নিষেধ ক্রেস্তান সাধুর শরণাগত হওয়া। তোমার পক্ষে সে নিষেধ খাটেনা। তুমি হিন্দু ছিলে; মুসলমানকে বিবাহ ক'রেছ বটে, কিন্তু মোস্লেম ধর্ম্ম গ্রহণ করনি! আসল কথা, তোমার এখন কোনো ধর্ম্মই নাই!

সিতারা। না, আমি সব ধর্ম্মকেই সত্য ব'লে জানি, সেই জন্য কোনো বিশেষ ধর্ম্মের গণ্ডীর জন্য ব্যস্ত হ'ইনি। ক্রেস্তান সাধুর কাছে যাওয়ার

আমার আর কোনো বাধা নাই—শুধু আশঙ্কা, জাঁহাপনা যদি ক্রুদ্ধ হন !

সিরাজী। জাঁহাপনার জান্‌বার সম্ভাবনা খুবই কম। আমরা তিন জন মাত্র জান্‌বো—তুমি, আমি আর আগাবাসী। আগাবাসী তোমার কথা কিছুতেই ব’ল্‌বেনা, আর আমি—আমাকে কি তোমার অবিশ্বাস হয় ? স্বামীর মঙ্গলের জন্য একাজে তুমি যাচ্ছ’—আমি তোমার সপত্নী হ’লেও এ বিষয়ে আমাদের স্বার্থ এক।

সিতারা। তুমি ঠিক ব’লেছ বহিন, এ মহাবিপদ—এ বিপদে ভাল-মন্দ ভেবে কাজ কর্ব্বার উপায় নাই ! আমি যাব’—আমার যেন কেমন বিশ্বাস হ’চ্ছে, মঙ্গল হবে ! স্বামী যে মহাপাপ ক’রেছেন, তা’তে তো কোন সন্দেহ নাই। আমার জাতির উপর অত্যাচার ক’রে যে গুরু-ভার পাপ তিনি অর্জ্জন ক’রেছেন, তার প্রায়শ্চিত্তের বিধান আমাকেই ক’র্‌তে হবে ! তুমি আমার যাওয়ার ব্যবস্থা কর—আমি আগাবাসীর সম্মতি নিয়ে আস্‌ছি।

[সিতারার প্রস্থান

(আলি আকবরের প্রবেশ)

আক। সিরাজী !

সিরাজী। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে আলি !

আক। তোমার সঙ্গে আমারও অনেক কথা আছে সিরাজী ! সেই জন্যই এলাম !

রাজী। তুমি একটু অপেক্ষা কর। আমি শীগ্‌গিরই আস্‌ছি।

।লি। বড় জরুরী দরকার—তুমি না হয় একটু পরেই যেও।

সিরাজী। আমারও খুব জরুরী দরকার—দেরী করবার উপায় নেই! তুমি একটু অপেক্ষা কর আলি!

আক। আচ্ছা। কিন্তু বেশীক্ষণ ব'সিয়ে রেখোনা।

সিরাজী। না। বাঁদী।

[সিরাজীর প্রস্থান

(বাঁদী আসিয়া সিরাজী দিয়া গেল, আলি আকবর একা একা বসিয়া পান করিতে লাগিলেন)

(বান্দার প্রবেশ)

বান্দা। একজন দরবেশ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে চাইছেন।

আক। না বাবা, এ চাকরী ছেড়ে দিতে হবে। সমস্ত দিন দুনিয়ার লোকের আরজি, জবাব, সওয়াল শুনে, সন্ধ্যার পর এক পাত্র সিরাজী পান ক'র্‌বো—তা নয়, এখানেও দরবেশ! আর, এদের মাথায় কি টনক আছে? কি ক'রে জান্‌লে যে ঠিক এই সময়টা আমি এখানে ব'সে আছি? দুটো মিথ্যে কথা ব'ল্‌তে পার্‌লিনি?

বান্দা। আমি কিছু বল্‌বার আগেই তিনি ব'ল্লেন, এই মাত্র আপনি এখানে এসেছেন—তিনি নিজের চোখে দেখেছেন।

আক। মাথা কিনেছেন। যা, পাঠিয়ে দিগে যা'!

[বান্দার প্রস্থান

কে জানে বাবা—দরবেশ-ফকীর মানুষ, কি ক'র্‌তে কি ক'রে ব'স্‌বে! হাঙ্গামায় কাজ নেই, একবার দেখা করাই যাক্—ওরা ভাল ক'র্‌তে না পারুক্, মন্দ ক'র্‌তে পারে।

(মির্জ্জা মেহেদীর প্রবেশ)

কি আপদ—মির্জ্জা সাহেব যে! আইয়ে আইয়ে আইয়ে, সালাম আলেকাম, সালাম আলেকাম্—বসুন! তারপর, খবর কি মির্জ্জাসাহেব, কোথায় ছিলেন এত দিন?

মেহেদী। আজ সকালে মক্কা-শরীফ্ থেকে আস্‌ছি। আজ তিন বচ্ছর ধ'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি! শুধু মক্কা? সেই তুর্কীর রূম সহরে গেলাম! জর্জ্জিয়া—ঐ যে উত্তরে—আর্মানি ক্রেস্তানদেব পাদ্‌রী বাবারা যেখানে থাকে—তুর্কী ফের্‌তা পথে পড়েছিল! সেখানে—আরো কত জায়গায়—তুনিয়া ঢুঁড়ে বেড়িয়েছি! আমাব কি আর মর্‌বার অবকাশ আছে আলি সাহেব।

আক। কেন ব'লুন দেখি? ব্যাপারখানা কি?

মেহেদী। পঁচিশ জন ইয়াহুদী মোল্লা. পঁচিশ জন আর্‌বী মোল্লা, পঁচিশ জন তুর্কী মোল্লা, আর পঁচিশ জন পাদ্‌রী, এই একশো জ্ঞানী লোক, আব সঙ্গে একগাড়ী আরবী কিতাব, একগাড়ী তুর্কী কিতাব আর একগাড়ী ইয়াহুদীদের সেই পুরোনো কিতাব, এই তিন গাড়ী কেতাব নিয়ে আজ সকালে এই সহরে পা দিয়েছি। তারপর আপনার বাড়ীতে গিয়ে শুনি, আপনি আপনার ভগিনী সিরাজী বেগমের মহলে আছেন। এ বাড়ীতে এসে আপনার খোঁজ ক'র্‌ছি, এমন সময়ে দূর থেকে দেখি আপনি! কত ডাক—তা' আপনি শুন্‌তেই পেলেন না! এবার আর প্রমাণ না ক'রে ছাড়ছিনে!

আক। আমি আপনার কথা যতই শুন্‌ছি, ততই আশ্চর্য্য হ'চ্ছি! ব্যাপারখানা কি বলুন তো? কি প্রমাণ ক'র্‌বেন? অত মোল্লা আর অত কিতাবই বা কিসের জন্ত?

মেহেদী। আপনার মনে নেই আলি সাহেব? সেই যে—হিন্দুস্থানে—শাহ্‌জাদার বিয়ের রাত্রে—আমি যখন জাঁহাপনাকে তর্কে হারিয়ে দিলাম, তখন তিনি আমাকে ব'ল্লেন, ইয়াহুদি আর ক্রেস্তানদের পুরোনো কিতাব থেকে যদি আমি প্রমাণ ক'র্ত্তে পারি যে শিয়া মতই হ'চ্ছে আসল মত, তবেই সম্রাট আমার কথা মানবেন! ভেবেছিলেন আমি কিছুই সংগ্রহ কর্‌তে পার্ব্ব না! হজরৎ আলির নিজের হাতের লেখা কিতাব আমি নিয়ে এসেছি!

আক। তা বেশ ক'রেছেন। এখন আমায় কি ক'র্ত্তে বলেন?

মেহেদী। আপনি সম্রাটের সঙ্গে আমায় দেখা ক'রিয়ে দেবেন। আমি অনেক দিন এ অঞ্চলে ছিলাম না—হয়তো সম্রাট আমায় ভুলে গেছেন—হয়তো তাঁর মেজাজ—

আক। হ্যাঁ—মেজাজ! বড় বুদ্ধিমানের কাজ ক'রেছেন মির্জ্জাসাহেব! সম্প্রতি সম্রাটের মেজাজটা ঠিক তরিবৎ নেই।

মেহেদী। আমি সব খবর না নিয়ে—আপনার সঙ্গে দেখা না ক'রে—তো আর সম্রাটের সঙ্গে দেখা কর্‌তে পারিনে!

আক। খবর বিশেষ সুবিধা নয়। আপনি যদি ঐ তিন গাড়ী কিতাব আর একশো মোল্লা নিয়ে সম্রাটের সঙ্গে এখন তর্ক ক'র্‌তে যান, তা'হলে বোধ হয় আপনাকে আর সেখান থেকে ফিরে আস্‌তে হবেনা!

মেহেদী। কেন বলুনতো? কি হ'য়েছে?

আক। ওই যা ব'ল্লেন, মেজাজ—মেজাজ বিগ্‌ড়েছে।

মেহেদী। কেমন ক'রে বিগ্‌ড়'ল?

আক। হিন্দুস্থানের সেই আওরতের কথা মনে আছে মির্জ্জাসাহেব—

সেই যে বুক চিরে খুন্ দিয়ে সম্রাটকে অভিশাপ দিয়েছিল লোকে বলে সে শহীদ—শহীদের অভিশাপ ফ'ল্‌ছে!

মেহেদী। কাফের আওরৎ আবার শহীদ! আপনি ক্ষেপেছেন আলি সাহেব! যা হ'য়েছে, তা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি—আমি জান্‌তেম্।

আক। কি জান্‌তেন্?

মেহেদী। যা হ'য়েছে। বলি, দূর থেকে আমরাও কিছু কিছু শুনেছি। এই শিয়া-মত তুলে' দিযে এদেশে সুন্নি-মত চালানোর ফলেই এইটে ঘটেছে। ধর্ম্ম নিয়ে খেলা করা, আর গোখ্‌রো সাপ নিয়ে খেলা করা—একই কথা! আমি ত'খুনি বারণ ক'রে-ছিলাম। আচ্ছা, সম্রাট কি খুব ভয় পেয়েছেন?

আক। ভয় পাওয়ার ছেলেই বটে। আর সবই ঠিক আছে—তবে, ঐ যে মেজাজটা—

মেহেদী। আচ্ছা এর মধ্যে আর কোনো মোল্লা এসে কিছু বোঝাবার চেষ্টা ক'রেছিল?

আক। কৈ—মনে তো হয় না। (সিরাজী পান)

মেহেদী। এখন আমি কি করি বলুন দেখি! আমি শপথ ক'রে ব'ল্‌তে পারি—সম্রাট যদি আমার মতে চলেন, তাঁর সমস্ত আপদ বিপদ কেটে যাবে। একবার কোনো গতিকে তাঁকে আমার যুক্তিগুলো যদি শোনাতে পার্‌তেম—যুক্তি অকাট্য!

আক। তা বেশতো—আপনার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে কাল দরবারে হাজির হবেন। ঈশ্বরেচ্ছায়—আপনার যুক্তি শুনে খুসী হ'য়ে, সম্রাট চাই কি আপনাকে একেবারে ভব-যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তিও দিতে পারেন!

মেহেদী। তবে থাক্, তবে থাক্। কিন্তু আমি যে বড় আশায় নিজের যথাসর্ব্বস্ব খরচ ক'রেছি। উজীর সাহেব, যদি কোনো রকমে আমার খরচটা সরকারী তহ্ বিল থেকে আদায় ক'রে দেন—নইলে আমি একেবারে মারা পড়ি।

আক। আপনাকে বৃথা স্তোক-বাক্য দেব' না। আগে ও-সব ব্যাপার আমার হাতেই ছিল—এখন সম্রাট সমস্ত খুঁটি-নাটি হিসেব পর্য্যন্ত নিজে না দেখে মঞ্জুর করেন না! কোনো রকম গোঁজামিল দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। হিন্দুস্থান থেকে আসার কিছুদিন পর থেকে কি যে হ'য়েছে—বেশ-একটু কৃপণ তো হয়েছেনই, উপরন্তু ঐ মেজাজ!

মেহেদী। তাহ'লে আমি গরীব মানুষ মারা পড়বো! কি রকম সব অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ ক'রেছি—আপনি যদি একবার শোনেন তো আপনিই অবাক হ'য়ে যাবেন! আচ্ছা, কাল সকালে আপনার সময় হবে? তাহ'লে আপনাকেই শোনাই। তারপর, আপনি সুবিধা-মত সম্রাটকে আমার কথা জানাবেন। এই ধ'রুন না, হজরৎ—

আক! থাক্ থাক্! আমি আপনার সব কথাই ওম্নি বিশ্বাস ক'রে নিচ্ছি মির্জ্জা সাহেব। কিন্তু তাতে তো কোন ফল হবে না! আসল কথা কি জানেন, শিয়াই ব'লুন আর সুন্নিই বলুন, কোনো সম্প্রদায়ের মতামতের উপরই সম্রাটের বিশেষ কোনো শ্রদ্ধা নেই। লোকটা এক-রকম নাস্তিক ব'ল্লেই হয়! সম্রাট আপনাদের ক্ষেপিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। যাক্, আপনি এসব কথা কাউকে ব'ল্বেন না—আমি বন্ধুভাবে আপনাকে সাবধান করার জন্য ব'ল্লাম। আপনি এখন বরং আপনার মোল্লাদের কাছে ফিরে

যান। আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা কর্‌বেন—যদি কিছু সুবিধে ক'র্ত্তে পারি। সম্রাট যদি হঠাৎ আপনাকে এখানে দেখ্‌তে পান, সেটা আপনার বা আমার কারো পক্ষেই খুব মঙ্গলের হবে না।

মেহেদী। তা হ'লে আমি এখন আসি। যাহোক্, আপনি যেন ভুলবেন না!

আক। না!

মেহেদী। (স্বগতঃ) এরা সবাই সমান! আমার এত বড় একটা মৌলিক গবেষণা—তার জন্য এত পরিশ্রম, এত অর্থব্যয়—.কউ বিচারটা পর্য্যন্ত শুন্‌তে রাজি হ'ল না! পাষণ্ড, কাফের—যাবে গোল্লায়—এসব তারই লক্ষণ আর কি! এখন আমি এই একশো মোল্লা নিয়ে করি কি? এখুনি খেতে চাইবে।

[প্রস্থান

(সিরাজী বেগমের প্রবেশ)

সিরাজী। লোকটা কে? সঙ্গে ক'রে একেবারে আমার মহল পর্য্যন্ত এনেছ!

আক। রও সিরাজী। উপরো-উপরি দু'পাত্র না খেলে আমি কথা কইতে পার্‌ছিনি। (মদ্যপান) আচ্ছা ব'কান্‌টা বকিয়েছে!

সিরাজী। লোকটা কে?

আক। হিন্দুস্থানে সঙ্গে ছিল। আলি কুলী খাঁ মাঝে মাঝে কোরাণের তত্ত্ব-কথা নিয়ে ওর সঙ্গে তর্ক ক'র্‌তো।

সিরাজী। কি ব'ল্‌ছিল?

আক। কি জানি! আমি কি আর ওর কথায় কান দিয়েছি—আমার

মাথার ভিতর এখন কত রকম ভাবনা! কিছু টাকা-কড়ি চায় আর কি! যাক্—এখন তোমার কি জরুরী কথা আছে বল তো?

সিরাজী। তোমারও তো জরুরী কথা ছিল ব'ল্লে!

আলি। আগে তোমার কথা শুনি।

সিরাজী। রেজা কুলীর বিচার সম্বন্ধে। শুন্লাম নাকি যে লোকটা মাজেন্দ্রানে গুলি মেরেছিল সে ধরা পড়েছে?

আলি। তা প'ড়েছে।

সিরাজী। আচ্ছা, সত্যিই কি সেই মেরেছিল?

আলি। তা আমি কেমন ক'রে ব'লবো—আমি কি সেখানে ছিলাম! তোমার হিন্দু-ভগিনী নাকি নিজের চোখে দেখেছে!

সিরাজী। আমার হিন্দু-ভগিনী! দেখ, তুমি আমায় অমন ক'রে রাগিও না।

আলি। তুমি রাগ কর ব'লেইতো তোমায় আমার রাগাতে ইচ্ছা করে!

সিরাজী। সত্যি বল না—সেই মেরেছে?

আলি। লোকে তো তাই বল্ছে!

সিরাজী। সে কি বলে?

আলি। আরে,—কি মুস্কিল আমি কি তাই জানি! তোমার স্বামী প্রাণপণ চেষ্টায় আমার কাছ থেকে তাকে দূরে রেখেছে—আমি কি ক'রে জান্বো? তবে লোকে ব'ল্ছে সে নাকি রেজারই হুকুমে গুলি মেরেছে। খাসা বুনো জাত! মজবুৎ দেহ! আর একটু হ'লেইতো—! ফ'স্কে গেল!

সিরাজী। তুমি সব জান!

আলি। তবে জানি।

সিরাজী। আমার বড় কৌতূহল হ'চ্ছে!

আলি। কৌতুহল আমারই কি কম হ'চ্ছে সিরাজী!

সিরাজী। তোমার কি বিশ্বাস রেজার শাস্তি হবে?

আলি। আচ্ছা, তুমি সব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছ কেন? তোমার স্বামী-পুত্রের কথা আমি বরং তোমারই কাছে শুন্‌তে এলাম! আমার বড় ইচ্ছে ক'র্‌ছে এই বিচারটা দেখ্‌তে! দেখি—আমার পরম পণ্ডিত জননায়ক বিচারক মশায়—তোমার স্বামী গো, স্বামী—কি রকম বিচারটা করেন!

সিরাজী। আলি, তুমি একটা শয়তান। এ-সব বোধ হয়—

আলি। সে কি সিরাজী! তুমিইতো ব'লেছ আমি অতি ভালমানুষ! শুধু সৈন্যদের রসদ যোগাই, আর সন্ধ্যার পর দু'-এক পাত্র মদ্যপান করি। অতি নিরীহ, অতি গোবেচারা!

সিরাজী। রেজার শাস্তি হয় হোক্—তাতে আমার লাভ-ক্ষতি কিছুই নেই! একটু শাস্তি হ'লেই ভাল—তামাস্‌কে মেরেছে! তবে, আমি চাই, ওই হিন্দু-বেগমের—

আলি। ঠিক তোমার লাভ-ক্ষতি খতিয়েতো কাজ হবে না সিরাজী! বিভিন্ন জাতির ও ব্যক্তির মর্ম্ম মথিত ক'রে প্রবল ধারায় কর্ম্মস্রোত চলেছে। তোমার-আমার স্বার্থ সে ধারার অনুকূল হয়, থাক্‌বে—না হয়, তুমি-আমি কোথায় ভেসে যাব তার ঠিকানা কে বলতে পারে! সাফাভী বংশ উঠেছিল, প'ড়েছে—হয়তো আবার উঠ্‌বে, নয়তো উঠ্‌বে না—কে তার হিসাব-নিকাশ দেবে সিরাজী? এইটুকু মাত্র জেনে রাখ সিরাজী—আগুন জ্বলেছে, আগুন জ্বলেছে—শুধু আমার অন্তরে নয়, সমগ্র ইরাণ জাতির অন্তরে!

(পুনঃপুনঃ মদ্যপান)

(নাদির ও রেজাকুলীর প্রবেশ)

নাদির। রেজা, এইখানে ব'স। একি—আলি আকবর, তুমি? রাত্রি এক প্রহরের পর—বেগম-মহলে?

আক। জাঁহাপনা—

নাদির। তুমি এখানে এসে সিরাজী পান ক'র্ছ? এ তোমার পানশালা?

আক। আমার ভগিনী—

নাদির। না—তোমার সম্রাজ্ঞী! অভিবাদন কর সম্রাজ্ঞীকে! তুমি সম্রাজ্ঞীর সম্মুখে সিরাজী পান ক'র্ছ? যেন তুমিই এ রাজ্যের সম্রাট!

আক। জাঁহাপনা নিজেই আমাকে অনেক সময়—

নাদির। সে আমার অনুগ্রহ, আমার প্রসাদ! আমি সম্রাট—আমি যা খুসী তাই ক'র্তে পারি; তুমি কোথাকার কুক্কুর—যে সম্রাজ্ঞীর সম্মুখে বর্ব্বরের মত ব্যবহার ক'র্বে!

আক। আমায় ক্ষমা ক'রুন জাঁহাপনা!

নাদির। তুমি ক্ষমার অযোগ্য! অসভ্য পশু, কুক্কুর দিয়ে তোমায় খাওয়ান উচিত। বান্দা—

(জনৈক বান্দার প্রবেশ)

এটাকে আজ সমস্ত রাত আর কাল সমস্ত দিন বাইরে দু'টো বান্দা দিয়ে কান ধ'রিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখ্। কাল রাত্রি এক প্রহরের পর খালাস পাবে।

আক। দোহাই জাহাপনা—আমায় ক্ষমা ক'রুন জাহাপনা

নাদির। খবরদার—নিয়ে যা! বেশী চীৎকার করে যদি, কোড়া মার্‌বি।

[ক্রন্দমান আলিকে লইয়া বান্দার প্রস্থান

সিরাজী, বেশী ভ্রাতৃপ্রেম নাদির শাহের বেগম-মহলে চ'ল্‌বে না মনে রেখো!

(সিরাজীকে চলিয়া যাইবার সঙ্কেত করিলে সিরাজী সভয়ে চলিয়া গেল)

রেজাকুলী খাঁ, তুমি আমার কে?

রেজা। পুত্র জাঁহাপনা!

নাদির। না—তুমি আমার শোণিতোৎপন্ন দুষ্ট ব্রণ! আমি অস্ত্র-উপচারের দ্বারা তোমার ভিতরের দূষিত রক্ত বে'র ক'র্‌বো!

রেজা। আমি সম্রাটের বিরক্তি-ভাজন হবার মত কোনো কাজ করিনি।

নাদির। মনে রেখো—এই আলি আকবরের মত তোমারও বান্দা দিয়ে কোড়া-প্রহার ক'রে আমি শাসন ক'র্‌তে পারি।

রেজা। জাঁহাপনা ইচ্ছা ক'র্‌লেই পারেন—আপনি সর্ব্বশক্তিমান্‌!

নাদির। সম্রাটের মুখের উপর স্পষ্ট কথা বলবার সাহস দেখ্‌ছি শাহ্‌জাদার আছে।

রেজা। সে সাহস শাহ্‌জাদারই থাকা সম্ভব—শাহ্‌জাদা সম্রাটেরই পুত্র জাঁহাপনা!

নাদির। শুনলাম, পৈত্রিক সিংহাসন-লাভের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হ'য়েছ!

রেজা। না—সম্রাট ভুল শুনেছেন।

নাদির। তুমি আহ্‌মেদ আবদালীর সঙ্গে চক্রান্ত ক'রে তাকে পত্র দাওনি?

রেজা। না—মিথ্যা কথা!

নাদির। আমার মৃত্যু-সংবাদ শুনে—তুমি বন্দী তামাস্‌কে হত্যা করনি?

রেজা। তাঁকে বধ করবার রাজনৈতিক সার্থকতা ছিল—তাঁকে কেন্দ্র ক'রে অনেক বিদ্রোহী-দল পুষ্ট হ'চ্ছিল।

নাদির। বিদ্রোহীকে দমন করার অধিকার তোমায় দিয়েছিলাম—তার বেশী অধিকার তোমার ছিলনা। আমার মৃত্যু-সংবাদে তুমি অতি-উল্লসিত হ'য়ে তোমার সম্রাটত্বের নিদর্শন-স্বরূপ তামাস্‌কে বধ ক'রেছ!

রেজা। জাহাপনা যা শুনেছেন তা সত্য নয়। সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য—

নাদির। সাম্রাজ্য—সাম্রাজ্য! যেন যুগ-যুগ ধ'রে তোমার পিতা-পিতামহের দল সাম্রাজ্য-শাসন ক'রে আস্‌ছে—তাই আজ তুমি সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য অস্ত্র ধ'রেছ! আমি তোমার অন্তরের উচ্চাকাঙ্ক্ষা জানতে পেরেছি!

রেজা। আমার জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা—সম্রাটের আদেশ পালন করা।

নাদির। মিথ্যা কথা!

রেজা। সম্রাট মিথ্যা মনে ক'র্ত্তে পারেন—কিন্তু কারো ভয়ে আমি সত্য গোপন করিনা।

নাদির। তুমি ইস্পাহান ও তিহারানের শিক্ষিত জন-সমাজের সহিত বন্ধুত্ব কর?

রেজা। তারা আমায় ভালবাসে এবং অনেক অনুষ্ঠানে আমায় আমন্ত্রণ করে।

নাদির। তারা রাজ্যের শত্রু।

রেজা। না—তারা প্রচলিত কোনো শাসন-তন্ত্রের বিরুদ্ধে যাবে না!

নাদির। মাজেন্দ্রানের গিরিপথে আমার মস্তক লক্ষ্য ক'রে যে গুলি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, সে কার চক্রান্তে?

রেজা। জানি না!

নাদির। জান না! এ কবিতার অর্থ কি?—

"ধনু হ'তে দেখা যায় বেগে ধায় তীর,
অস্ত্রের পশ্চাতে কিন্তু থাকে এক বীর।"

এর অর্থ বোধ হয় কঠিন নয়!

রেজা। না, অত্যন্ত সরল অর্থ।

নাদির। আমাকে নির্দ্দিষ্ট ক'রে যে গুলি নিক্ষিপ্ত হয়, তার পশ্চাতে কোন্ বুদ্ধিমান্ বীর ছিল?

রেজা। জাঁহাপনা এ-সব প্রশ্ন কেন আমায় ক'চ্ছেন? যদি আমার প্রতি আপনার সন্দেহ হয়, আমায় স্পষ্ট বলুন। মাত্র এক বার আমি চেষ্টা করব আপনার সন্দেহ দূর ক'র্‌তে—না পারি, আপনার আদেশ স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে নেব। আমি আপনারই পুত্র—কাপুরুষ নই!

নাদির। আশা করি, তুমি কাপুরুষের মত কাজ ক'র্‌বে না—যা সত্য, তাই স্বীকার ক'র্‌বে। সম্ভবতঃ এই দণ্ডে আমি তোমায় আবার আহ্বান ক'র্‌বো। যাও—নিজের ঘরে থেকো।

[রেজাকুলীখাঁর প্রস্থান

(সিরাজীর প্রবেশ)

সিরাজী, আমি গুরুতর রাজ-কার্য্যে ব্যস্ত আছি। আমি ইচ্ছা করি কেউ যেন আমায় বাধা না দেয়, কেউ যেন আমার সঙ্গে দেখা না করে, কেউ যেন আমায় কোনো রকম অনুরোধ না করে। সেই জন্য আমি নিজের কক্ষে বা সিতারা বেগমের কক্ষে যাইনি।

সিরাজী। জাঁহাপনার আদেশ প্রতিপালিত হবে।

নাদির। তোমার চোখ দু'টী যেন একটু কৌতূহলী! কিছু ব'ল্‌তে চাও?

সিরাজী। জাঁহাপনা যদি অভয় দেন—

নাদির। বল।

সিরাজী। আপনি শাহ্‌জাদার বিচার ক'চ্ছেন?

নাদির। যদি করি, সে সম্বন্ধে আমি কারো কোনো অনুরোধ শুন্‌বোনা।

সিরাজী। আমি কোনো অনুরোধ ক'র্‌ছিনা—তবে, প্রধানা বেগম ব'লছিলেন—

নাদির। কি বল্‌ছিলেন তিনি?

সিরাজী। তিনি বলেন, জাঁহাপনার উপর হিন্দুস্থানের সেই উন্মাদিনী নারীর অভিশাপ এতদিনে ফ'ল্‌ছে—

নাদির। তিনিও হিন্দু—তাই তাঁর ধারণা, হিন্দুনারীর সেই প্রলাপ-বচন আমার জীবনে সত্য হবে!

সিরাজী। তিনি আপনার জন্য ব্যাকুল হ'য়েছেন! ব'ল্‌ছিলেন, ক্রেস্তানদের সাধু হজরৎ ঈশা নাকি মানুষের পাপ-ভার নিজের মাথায় নিয়ে, ক্রুশে বিদ্ধ হ'য়েছিলেন—

নাদির। তিনিও কি ক্রেস্তান হ'য়েছেন নাকি?

সিরাজী। তা জানিনা—তবে তিনি ক্রেস্তান ধর্ম্মের মহিমা বিশ্বাস করেন। শুনেছি, শাহ্‌জাদা রেজাকুলীও পাদরী বাবাদের কাছে ধর্ম্ম-উপদেশ শুনে থাকেন—আপনার ভাইপো আলিকুলীও সেখানে যান।

নাদির। তাঁদের সবারই কি বিশ্বাস, হিন্দুস্থানে আমি মহাপাপ ক'রেছি? তাঁদের ব'লো, সকল পাপ—সকল অভিশাপ—আমায় স্পর্শ ক'র্‌তে ভয় করে!

সিরাজী। আমিতো কিছুই জানিনা জাঁহাপনা—বেগম যেমন ব'ল্‌ছিলেন।

নাদির। তাঁকে ব'লো নাদির শাহ্ ঈশ্বরের সমতুল্য শক্তিমান্, কোনো কাফেরের অভিশাপ তাকে বিদ্ধ ক'র্‌তে পার্‌বেনা। আমার পাপের জন্য তিনি যেন কিছুমাত্র ব্যস্ত না হন! তিনি কোথায়?

সিরাজী। তাতো জানিনা সম্রাট! সম্ভবতঃ তার নিজের মহলে।

নাদির। আগাবাসী! আমার জন্য আজ পরিবারের সকলেই ব্যস্ত দেখ্‌তে পাচ্ছি। আমার জন্য আমি সবাইকে চিন্তিত হ'তে নিষেধ ক'চ্ছি। তর্জ্জনীর অতি ক্ষুদ্রতম ইঙ্গিতে আমিই যাদের সৃষ্টি ক'রেছি—স্পর্দ্ধা তাদের, যে তারা আমায় ক'রুণা ক'র্‌তে আসে!

(কম্পিত-কলেবরে আগাবাসীর প্রবেশ)

নাদির। আগাবাসী, প্রধানা বেগম কোথায়?

আগা। (পদতলে পতিত হইয়া) জাঁহাপনা আমায় মার্জ্জনা করুন!

নাদির। প্রধানা বেগম কোথায়?

আগা। জাঁহাপনা—

নাদির। আমি তোমার শিরচ্ছেদের আদেশ দিইনি—আমি শুধু প্রশ্ন ক'রেছি, প্রধানা বেগম কোথায়?

আগা। তিনি নগর-প্রান্তে এক ক্রেস্তান্ সাধুর কাছে গেছেন—আমি অতি বিশ্বস্ত লোক তাঁর সঙ্গে দিয়েছি—তিনি এখনি আস্‌বেন।

নাদির। গৃহ-প্রবেশের পূর্ব্বেই তাঁর সঙ্গে যেন আমার সাক্ষাৎ হয়। চল, আমি তাঁকে প্রত্যুদ্গমন ক'রে নিয়ে আসি।

। নাদির ও তৎপশ্চাৎ সভয়ে আগাবাসীর প্রস্থান।

সিরাজী। হিন্দুস্থানের আকাশের পাখী—আর তুমি কোথায় যাবে।

এইবার তোমায় জালে আবদ্ধ ক'রেছি! আর খোরাসানী জঙ্গলের বন্য মহিষ—এইবার তোমায় উন্মত্ত ক'র্‌বো! তুমি ভেবেছিলে তুমি বড় বুদ্ধিমান্! তোমার শক্তির মাদকতায় তুমি ভেবেছিলে, আমাকে কীটানুকীটের মত পদদলিত ক'র্‌বে! দেখি, এইবার তোমার শক্তি কেমন ক'রে তোমায় রক্ষা করে!

(সিতারাকে টানিয়া লইয়া নাদিরের প্রবেশ)

নাদির। সিরাজী! (ইঙ্গিতে সরিয়া যাইতে বলিলেন)

সিতারা। আমি জাঁহাপনার কল্যাণের জন্য গিয়েছিলাম, একথা আপনি

[সিরাজীর প্রস্থান

অবিশ্বাস করেন? আমার মুখ দেখুন, আমার চোখের স্থির দৃষ্টি দেখুন—যে চোখ তার সম্মুখের এই অনিন্দ্য-সুন্দর বীর মূর্ত্তি ছাড়া আর কোনো মূর্ত্তির দিকে জীবনে কখনো মুগ্ধ-নেত্রে চায়নি! তারপর জাঁহাপনাব নিজের চোখ দিয়ে আমার হৃদয় দেখুন—আপনার কাছে যার প্রতি অনুভব, প্রতি চিন্তা, প্রতি কার্য্য একেবারে সুস্পষ্ট!

নাদির। সিতারা, আমি তোমায় বিশ্বাস করি—বোধ হয় এই মুহূর্ত্তে একমাত্র তোমাকেই বিশ্বাস করি! তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা, এ বিশ্বাস যেন না ভাঙে। যদি কোনো দিন ভাঙে সিতারা—জান্‌বে, সেই মুহূর্ত্তে আমার পতন আরম্ভ হবে – কারণ, বাঁচবার মত আর কোনো অবলম্বন তখন আমার থাক্‌বেনা!

সিতারা। জাঁহাপনা, আপনি আমার একমাত্র প্রভু ও ইষ্ট-দেবতা। আমি আপনার কল্যাণের জন্য ক্রেস্তান সাধুর কাছে গিয়েছিলাম।

নাদির। ক্রেস্তান সাধুর আবশ্যক নাই। কোনো সাধুর কোনো আলৌকিক শক্তিতে আমি বিশ্বাস করিনা। ধর্ম্মের চেয়েও পৃথিবীতে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান প্রেম! সে প্রেম যার জীবনে অসম্মানিত হয়, তার চেয়ে দুর্ভাগা পৃথিবীতে আর নাই! ঈশ্বর জানেন সিতারা, আমি তোমায় ভালবাসি!

সিতারা। আমিও জানি জাঁহাপনা।

নাদির। যাও, তুমি তোমার নিজের কক্ষে যাও। ওই শয়তানীকে বিশ্বাস ক'রোনা! সিরাজীকে কখনো এমন সুযোগ দেবেনা, যার সাহায্যে সে তোমার ও আমার দু'জনের মুখ একই কলঙ্কের কালিমাতে মণ্ডিত ক'র্ত্তে পারে।

সিতারা। জাঁহাপনা আপনার অনুমতি না নিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সত্যই অন্যায় হ'য়েছে। আমি আর কখনো এরূপ আচরণ ক'রবোনা—আমায় মার্জ্জনা ক'রুন।

নাদির। যাও, তোমার নিজের কক্ষে যাও। আজকার রাত্রি আমার জীবনের বড় সঙ্কটাপন্ন রাত্রি! কোনো প্রশ্ন ক'রনা।

[সিতারার প্রস্থান

ঈশ্বর, ঈশ্বর—ঈশ্বর যদি তুমি কেবল মাত্র ভাবুকের কল্পনা আর ধর্ম্মব্যবসায়ীর পণ্য না হও, যদি মানুষের নিজের কৃতকর্ম্মের ফলাফলের উপরেও তোমার কোনো কর্ত্তৃত্ব থাকে, এই য়ুসুফজাই সৈনিক পুরুষের বাক্য নিয়ন্ত্রিত কর—রেজাকুলীখাঁর বাক্য নিয়ন্ত্রিত কর!

[প্রস্থান

(একদিক হইতে সিরাজী অন্যদিক হইতে সুলতানা বেগম প্রবেশ করিলেন)

সুল। জাঁহাপনা এই খানেই ছিলেন না বহিন্?

সিরাজী। হ্যাঁ ছিলেন—এই মাত্র কোথায় গেলেন—সম্ভবতঃ সেই যুসুফ জাই সাক্ষীকে তলব ক'র্ত্তে। বোধ হয় তাঁর সঙ্গে কেউ দেখা করে তাঁর ইচ্ছা নয়!

সুল। তোমার কি মনে হয় রেজা এ চক্রান্তের ভিতর আছে?

সিরাজী। সম্ভবতঃ নাই; কিন্তু সম্রাটের বিশ্বাস. রেজাই এ চক্রান্তের মূল

সুল। সম্রাট কি তাকে দণ্ড দেবেন?

সিরাজী। সেই রকমই তো মনে হ'চ্ছে। সম্রাট অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়েছেন।

সুলতানা। আমি যদি তাঁর পায়ে ধ'রে কাঁদি?—সমস্ত দিন চেষ্টা ক'রেও আমি তাঁর দেখা পাইনি। কোথায় তিনি?

সিরাজী। তা'তো ব'ল্তে পারিনা বহিন্—তবে এইমাত্র তিনি আমায় আদেশ জানিয়ে গেছেন, কেউ যেন তাঁকে আজ কোনো অনুরোধ না করে।

সুল। কি হবে সিরাজী! কেমন ক'রে আমি রেজাকে রক্ষা করি? তোমার কাছে অনুরোধ কর্ব্বার আমার মুখ নাই—রেজা তোমার আত্মীয়, মাতুল-পুত্র তামাসকে বধ ক'রেছে। কিন্তু নিশ্চয় জেনো, এ ব্যাপারে তামাসের বিদ্রোহী অনুচরেরা যত অপরাধী আমার পুত্র তত অপরাধী নয়। তুমি যদি তাকে ক্ষমা ক'রে, তার পক্ষ নিয়ে—

সিরাজী। আমি পক্ষ নিলেওতো কিছু সুবিধা হবেনা বহিন্!

সুল। আমার বিশ্বাস—দ্বিতীয় অপরাধ সম্বন্ধে আমার পুত্র সম্পূর্ণ

নির্দ্দোষ। সিরাজী, আমি তোমায় কনিষ্ঠা ভগ্নীর মত দেখি এ বিপদে তুমি ছাড়া আর আমার গতি নাই! আমি জ্ঞানশূন্যা, আমি বুঝ্‌তে পার্চ্ছিনা কি ক'র্‌বো। আগেতো তিনি এত কঠোর ছিলেন না! রেজা তাঁর জীবনের প্রথম আনন্দ, সেই অতি আদরের পুত্রকে তিনি কঠিন শাস্তি দেবেন!

সিরাজী। তোমার শত অশ্রুজল, সহস্র অনুনয়, আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ শাহ্‌জাদাকে বাঁচাতে পার্‌বেনা—তোমার-আমার দু'জনরেই যৌবন গত হ'য়েছে! তুমি হিন্দু-বেগমের কাছে যাও—আজ জাঁহাপনা দুনিয়ায় একমাত্র তারই বশীভূত! তোমার-আমার মিলিত-অনুরোধ যা ক'র্‌তে পার্‌বেনা, হিন্দু-বেগমের একটী-মাত্র ইঙ্গিতে তাই হবে!

সুল। তোমার কথা বোধ হয় সত্য—কিন্তু, হিন্দু-বেগম কোথায়?

সিরাজী। সে তার মহলেই আছে চল, আমি তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাই। বহিন্, বহিন্, সম্রাট সেই যুসুফজাই সাক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে এইখানেই আস্‌ছেন। শীগ্‌গির চল, আমরা অন্তরালে যাই। যদি তার কথা সম্রাট অবিশ্বাস করেন, তবে কিছুরই আবশ্যক হবে না—যদি বিশ্বাস করেন, তখন হিন্দু-বেগমের শরণাপন্ন হব!

(উভয়ের প্রস্থান)

(শৃঙ্খলাবদ্ধ নেক্‌কদম ও তৎসঙ্গে নাদিরের প্রবেশ)

নাদির। তোমার নাম নেক্‌কদম?

নেক। হ্যাঁ জাহাপনা। দেখ্‌ছি জাঁহাপনা আমায় ভুলে' যান্‌নি!

নাদির। না! তুমি তোমার সাহসের জন্য খ্যাতিলাভ ক'রেছিলে। যদিও তুমি আজ গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত তোমার সাহসের আমি প্রশংসা করি।

নেক। এই প্রসংশার জন্য আমি সম্রাটের কাছে কৃতজ্ঞ!

নাদির। কিন্তু তুমি বুদ্ধিহীন্ গর্দ্দভ—তুমি মনে ক'রেছিলে, তুমি চিরকাল তৈমানি পাহাড়ে লুকিয়ে থেকে আমার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে! তোমার ধারণা কত ভুল, এখন বোধ হয় বুঝ্‌তে পাচ্ছ! তুমি জান, তুমি যদি পৃথিবীর এক প্রান্তেও পলায়ন ক'রতে, সেখান থেকে আমার হাত তোমায় টেনে আন্‌তে পার্‌তো!

নেক্। জাঁহাপনার হস্তের দৈর্ঘ্য সমন্ধে আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি আমার দেশে ছিলাম—আমি এমন কোন অন্যায় কাজ করিনি, যার জন্য পলায়ন আমার পক্ষে আবশ্যক ছিল।

নাদির। তুমি খুব জোরের সহিত মিথ্যাকথা ব'ল্‌তে অভ্যস্ত দেখ্‌ছি, কিন্তু জোর ক'রে ব'ল্‌তে পাল্লেই মিথ্যা সত্য হ'য়ে ওঠে না। তুমি একবার গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত হ'য়েছিলে—তুমি বীর ব'লে সেবার তোমায় প্রাণদণ্ড দিইনি—আমার প্রতি তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত ছিল!

নেক্। কৃতজ্ঞ?

(বন্দীর অঙ্গের শৃঙ্খল ঝঙ্কৃত হইয়া তাহাকে জানাইয়া দিল সে নিরুপায়)

আমি বন্দী—জাঁহাপনা আমায় যা ইচ্ছা ব'ল্‌তে পারেন! আমার একমাত্র উত্তর, আমি নিরপরাধ।

নাদির। মিথ্যাকথা শুধু তাদেরই জন্য—যারা কাপুরুষ; বীরের মুখে মিথ্যা শোভা পায় না! আমি নিজে দেখেছি, পাহাড়ের

গায়ের একটা ঝোপের অন্তরাল থেকে তুমি আমায় লক্ষ্য ক'রে গুলি ক'রেছিলে। এ চোখ্ যাকে একবার দেখে তাকে চিন্‌তে পারে—এ চোখ্ কখনো ভুল করে না!

নেক্। কিন্তু এবার ভুল ক'রেছে—আমি গুলি করিনি। আপনি আমায় অপমান ক'রে কাজ ছাড়িয়ে দিলেন, আমি দেশে চ'লে গেলাম। সেই অবধি—গরীব মানুষ আমি—একটা কাজ-কর্ম্ম সংগ্রহের চেষ্টা ক'র্‌ছি।

নাদির। কেন বোকামি ক'র্‌ছ? প্রয়োজন হ'লে আমি কঠোর হই বটে, কিন্তু দয়া দেখাতেও আমি জানি—আর বীর-পুরুষকে আমি সহজে দণ্ড দিই না, তুমি নিজেই অনেকবার দেখেছ।

নেক্। (নীরব থাকিয়া চিন্তিত হইবার অভিনয় করিল)

নাদির। বিচারের চূড়ান্ত আদেশ জানাবার পূর্ব্বে তোমার কি বলবার কিছুই নাই? এখনো চিন্তা ক'রে দেখ। তোমার কি নিজের গ্রামে ফিরে যেতে ইচ্ছা হয় না? মনে কর তোমার সেই য়ুসুফজাই প্রদেশের ঘন মেঘের মত স্থির গিরিশৃঙ্গ—নিম্নে শ্যামল অধিত্যকায় সেই ক্ষুদ্রপল্লী—শুনেছি সেখানকার নবোঢ়া ও কুমারী যুবতীদের চোখের তারা গভীর কালো, তাদের অধরের মধু মধুর!

(নেক্‌কদম তথাপি চুপ করিয়া রহিল)

নীরবে মৃত্যুকে বরণ করায় লাভ কি? জীবন কি তোমার কাছে কিছুই নয়? আর একবার তোমায় চিন্তা কর্ব্বার সুযোগ দিচ্ছি—আমি সহজে কঠোর হ'তে চাই না! যদি

বুঝ্‌তে পাবি তুমি সত্য ব'লেছ—আমি প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি, তোমায় আমি মুক্তি দেব।

নেক্‌। আমি যথার্থ কথাই ব'লেছি। কিন্তু তার চেয়েও কিছু বেশী কথা আমি জানি। সে কথা আমি জাঁহাপনাকে ব'লতে পারি—যদি জাঁহাপনা আমায় মুক্তি দেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন, আমি নিরাপদে দেশে পৌঁছে নির্ব্বিবাদে সেখানে বাস কর্‌তে পাব্‌বো!

নাদির। আমি হজরৎ আলির নামে শপথ ক'রে বল্‌ছি, তোমায় মুক্তি দেব—দেশে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা ক'রবো। কিন্তু তুমি যা ব'ল্‌বে, তা পরিপূর্ণ সত্য হওয়া আবশ্যক! তুমি জান, খণ্ড সত্য ও পূর্ণ সত্যকে চিনে নিতে আমার বিলম্ব হয় না। বল কে আমায় গুলি ক'রেছিল?

নেক্‌। আচ্ছা—আমি সত্যই ব'লবো! জীবন লোভনীয়—জাঁহাপনা সত্যবাদী! আমি সত্য ব'ল্‌ছি—জাঁহাপনা সমস্তই জানেন। আপনার মৃত্যুতে যাঁর লাভ সব চেয়ে বেশী, তাঁরই আদেশে গুলি নিক্ষিপ্ত হ'য়েছিল!

নাদির। হেঁয়ালী রাখ—সহজ স্পষ্ট সত্য বল।

নেক। ঘটনা যা ঘ'টেছে, সম্রাট তার কিছু নিজের চোখে দেখেছেন, আর কিছু সম্রাটের পার্শ্ববর্ত্তিনী বেগম দেখেছেন। আমি আর মিথ্যা ব'লবো না—গুলি আমিই ক'রেছিলাম!

নাদির। সোভান্‌-আল্লা! তাহ'লে তুমি গুলি ক'রেছিলে—নিজের হাতে?

নেক্‌। হ্যাঁ জাঁহাপনা, নিজের হাতে। আমার গুলি বড় একটা ব্যর্থ হয় না।

নাদির। কি জন্য তুমি আমায় হত্যা ক'রতে গিয়েছিলে?

নেক্। আমি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা ব'লছি, আপনি শুনুন—শুনে, আমার অপরাধের বিচার ক'রবেন।

নাদির। বল।

নেক্। হিন্দুস্থানে আপনি আমায় কর্ম্মচ্যুত করবার পরে, আমি ইবাণে এসে শাহ্‌জাদার সঙ্গে দেখা করি!

নাদির। শাহ্‌জাদার সঙ্গে দেখা ক'রেছিলে কেন?

নেক্। আমি পূর্ব্বে সাহ্‌জাদারই দেহরক্ষী ছিলাম—ভাব্‌লাম, আপনি বরখাস্ত ক'রেছেন, তিনি যদি অনুগ্রহ ক'রে চেষ্টা করেন, আমার চাক্‌রী সম্ভবতঃ আবার হ'তে পারে! সাহ্‌জাদা আমায় ভালবাস্‌তেন—

নাদির। ভালবাস্‌তেন! তাই বিশ্বাস ক'রে আব্‌দালির পত্র তোমার হাতে দিয়েছিলেন?

নেক্। না জনাব, শাহ্‌জাদা নিজে আমার হাতে দেন্‌নি—যাকে পাঠিয়েছিলেন, সে আমার জানা লোক। তারপর শুনুন। আমার সঙ্গে দেখা হ'তেই সাহ্‌জাদা আমায় খুব অনুগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তারপর যেই শুন্‌লেন আপনি আমায় কর্ম্মচ্যুত ক'রেছেন, ত'খুনি তাঁর মুখখানা অন্ধকার হ'য়ে গেল—আমারই মুখে সাহ্‌জাদা প্রথম শুন্‌লেন যে আপনি জীবিত এবং হিন্দুস্থানে শ্রেষ্ঠ দিগ্বিজয়ীর সম্মান পেয়েছেন!

নাদির। তুমি শুধু ঘটনা বর্ণনা কর। কোন্ সংবাদে কার মুখ প্রফুল্ল কি বিষণ্ণ হ'য়েছিল, তা তোমার বলার আবশ্যক নাই!

নেক্। না জনাব আমি যেমন দেখেছি তাই ব'ল্‌ছি। আপনি বেঁচে আছেন শুনে, শহ্‌জাদা আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে

আর কাজ দিতে সাহস ক'ল্লেন না। আমায় বল্লেন, তুমি সাহসী বীর, তোমার কাজ যাওয়ায় আমি দুঃখিত—আমি তোমাকে কাজ দিলে, সম্রাট আমার উপর ক্রুদ্ধ হবেন; এখন তুমি দেশে যাও! এই ব'লে আমার খরচের জন্য আমার হাতে কিছু অর্থ দিয়ে আমায় বিদায় ক'ল্লেন!

নাদির। তোমায় কত অর্থ দিয়েছিলেন?

নেক্। মাত্র বিশটী স্বর্ণমুদ্রা।

নাদির। তুমি চ'লে গেলে?

নেক্। না জনাব। আমি তাঁকে ব'ল্লাম, আমায় অন্ততঃ একশত স্বর্ণমুদ্রা দিন! তিনি ব'ল্লেন, এখন তিনি সম্রাটের অধীন, রাজকোষের অর্থ নিজের ইচ্ছানুসারে ব্যয় করতে পারেন না। যদি তিনি কোনো দিন সম্রাট হন, তিনি আমায় সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পুরস্কার দেবেন, আর সৈন্যদলে সৈন্যাধ্যক্ষের পদ দেবেন।

নাদির। তুমি কি ব'ললে?

নেক্। আমি অতি দরিদ্র জাঁহাপনা। সহস্র স্বর্ণমুদ্রার স্বপ্নে আমি উন্মত্তের মত উল্লসিত হ'লাম। আমায় ক্ষমা ক'র্বেন জাহাপনা—উদরান্নের জন্য সৈনিক-বৃত্তি গ্রহণ ক'রে, অনেক যুদ্ধে অনেক মানুষ মেরে ফেলেছি—যারা আমার শত্রুও নয় কিম্বা কোনো ক্ষতি আমার করেনি! আর আজ যখন দেখলাম একজন শত্রুকে মারলে অর্থ ও পদ-মর্য্যাদা দু'ই পাই, আমি আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন মনে ক'রে শাহ্‌জাদাকে স্পষ্টই আমার প্রাণের কথা ব'ল্লাম!

নাদির। কি ব'ল্লে?

নেক্। আমি অতি সত্বরই আপনাব সম্রাট হবাব পথ পরিষ্কার ক'রে দিচ্ছি—তিন মাসের মধ্যে আপনার পিতাকে হত্যা ক'র্‌বো !

নাদির। উত্তরে শাহ্‌জাদা কি বল্লেন ?

নেক্। শাহ্‌জাদা মৃদু হেসে বল্লেন, "নেক্‌কদম, তুমি আমার সম্মুখে ও-রকম কথা ব'লোনা ! ওকথা আমার শুন্‌তে নাই। আমি আর কোনো কথা না ব'লে হাস্‌তে হাস্‌তে শাহ্‌জাদাকে সালাম করে চলে এলাম। তারপর যা ঘটেছে, আপনি জানেন !

নাদির। হুঁ, জানি—জানি—জানি ! কে আছিস্ ?

(দুইজন প্রহরীর প্রবেশ)

বন্দীকে আরও কিছুক্ষণ এই ভাবে নিকটের কোনো কক্ষে তোদের জিম্মায় রেখেদে। নেক্‌কদম, তোমার কথা সত্য কিনা, এইবার তার পরীক্ষা ক'র্‌বো—পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হ'লে, তুমি প্রতিশ্রুত মুক্তি পাবে।

[নেক্‌কদমকে লইয়া প্রহরীদের প্রস্থান।

(একজন বাঁদীব প্রবেশ।)

বাঁদী। শাহ্‌জাদা রেজাকুলী খাঁ !

[বাঁদীর প্রস্থান

নাদির। পুত্র বিষাক্ত হবে—পুত্র বিষাক্ত হবে ! সেই রেজা—জীবনের প্রথম-স্বর্ণ রশ্মি ! তখন কোথায় ছিল পারস্য-সাম্রাজ্য, কোথায় ছিল হিন্দুস্থানের ঐশ্বর্য্য, কোথায় ছিল ময়ূর-সিংহাসন, কোথায়

ছিল কোহিনুর-রত্ন, কোথায় ছিল ভারত-নারীর প্রেম, কোথায় ছিল ভারত-নারীর অভিশাপ !

(অনেকক্ষণ একা-একা পরিক্রমণ করিলেন)

(রেজাকুলী খাঁর প্রবেশ)

রেজা, তুমি বোধ হয় শুনে সুখী হবে, যে লোকটা মাজেন্দ্রান গিরিপথে আমায় গুলি ক'রেছিল—সে ধরা প'ড়েছে ।

রেজা। নিশ্চয়ই জাঁহাপনা ! সে কে ?

নাদির। বোধ হয় শুনে আরও সুখী হবে, সে আমার কাছে তার অপরাধের ইতিহাস আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা ক'রেছে !

রেজা। লোকটা কে ? এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্য সে কেন ক'র্লে জাঁহাপনা জান্তে পেরেছেন কি ?

নাদির। হ্যাঁ পেরেছি। অপরাধের ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধের উদ্দেশ্যও সে আমায় জানিয়েছে !

রেজা। সে কি ইরাণী ? কোন্ জাতীয় ?

নাদির। সে ইরাণী নয় বটে, তবে ইরাণ-সাম্রাজ্যের প্রজা য়ুসুফজাই—জাতীয়, সম্ভবতঃ শাহ্‌জাদা তাকে জানেন !

রেজা। তার নাম ?

নাদির। নেক্‌কদম।

রেজা। নেক্‌কদম ?

নাদির। নাম শুনেও কি শাহ্‌জাদা স্মরণে আন্‌তে পাচ্ছেন না ? সে একদিন তোমার দেহরক্ষীদের সর্দ্দার ছিল ।

রেজা। হ্যাঁ, মনে হয়েছে। একি সেই যাকে জাঁহাপনা হিন্দুস্থানে কর্ম্মচ্যুত ক'রেছিলেন ?

নাদির। তোমার কথা সত্য! সে গুরুতর অপরাধ ক'রেছিল—তার অপরাধের গুরুত্বও সম্ভবতঃ তুমি জান! তার প্রাণ-দণ্ড হওয়া উচিত ছিল—সাহসী দেখে তার দ'ণ্ডে আমি লঘু ক'রেছিলাম। কর্ম্মচ্যুতির পর সে তোমাব কাছে এসেছিল?

রেজা। এসেছিল জাঁহাপনা—আমায় পুনরায় সৈনিকপদে প্রতিষ্ঠিত কর্ব্বার জন্য সে পুনঃপুনঃ আমায় অনুরোধ করে, কিন্তু আমি তার অনুরোধ রক্ষা করিনি।

নাদির। সৈনিকের কাজ তুমি তাকে দাওনি সত্য—কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী আশা দিয়েছিলে!

রেজা। মিথ্যা কথা—আমি তাকে কোনো আশা দিইনি! একদিন সে আমার বিশ্বাসী ছিল, তাই তাব দুর্ভাগ্যে যৎকিঞ্চিৎ সমবেদনা জানিয়েছিলাম—এই মাত্র!

নাদির। তুমি তাকে স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দাওনি?

রেজা। দিয়েছিলাম—কিন্তু কোনো মন্দ অভিপ্রায়ে দিইনি জাঁহাপনা। আমি আমার মস্তক স্পর্শ ক'রে শপথ ক'র্ছি—আপনার আদেশ প্রতিপালন ছাড়া কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হ'য়ে কোনো কাজ আমি করিনি!

নাদির। শপথ—শপথ! দেখছি ইস্পাহানি অভিজাতদের মত কথায় কথায় শপথ ক'র্তে শিখেছ! কিন্তু জেনো, আফ্‌সারি বংশের এ রীতি নয়। তারা সহজ সত্য কথা বলে—সত্যই তাদের একমাত্র অবলম্বন—বাক্য-বহুল শপথের দ্বারা তারা সত্যের মহিমা খর্ব্ব করে না! তুমি তাকে অর্থ দিয়েছিলে—তারপর সে আমায় হত্যা ক'র্তে চেষ্টা করে। শুধু এই অতি-সামান্য কার্য্য পরম্পরায় কি প্রমাণ হয়?

রেজা। জাঁহাপনা, আমি স্বীকার ক'র্‌ছি আমি অতি নির্ব্বোধের মত কাজ ক'রেছি। সে আমায় তার অভাবের কথা জানিয়ে আমার পায়ে ধ'রে কেঁদে ব'লেছিল, অন্নাভাবে তার পরিবার মারা যাবে। তার অপরাধের কথা আমি সম্যক্ জান্‌তেম না। আমি ফলাফল চিন্তা করিনি। আমায় মার্জ্জনা করুন! এও কি সম্ভব পিতা, যে আপনি বিশ্বাস ক'র্‌বেন—এ মহাপাপের চিন্তা আমার মনে উঠবে?

নাদির। আফ্‌সার্ বংশের শোণিত যার ধমনীতে প্রবাহিত, পিতৃদ্রোহী হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়—এ আমি জানি। কিন্তু আজ আর তুমি শুধু আফ্‌সারি নও—পিতৃবংশকে তুমি অতিক্রম ক'রেছ—পারস্যের আভিজ্যাতের হাওয়া তোমার গায়ে লেগেছে—তোমার অন্তরে সম্রাটের বংশধর আজ তৃষ্ণায় আকুল হ'য়ে জেগে উঠেছে! তুমি সম্রাটের বংশধর—লালসার কলুষ-বিষে তোমার অন্তর জর্জ্জরিত! অসম্ভব নয় তুমি পিতৃসম্বন্ধের পবিত্রতা অস্বীকার ক'র্‌বে!

রেজা। ঈশ্বর—ঈশ্বর—ঈশ্বর—খোদাতালা—তুমি ব'লে দাও, আমি কেমন ক'রে এ সন্দেহ-রাহু-মুক্ত হব!

নাদির। শোন! নেক্‌কদমকে আমি নিজে বহুবার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রশ্ন ক'রেছি। তার কথায় আমার দৃঢ় ধারণা হ'য়েছে, তোমারই ইঙ্গিতে সে আমায় বধ কর্ব্বার চেষ্টা করে। আমি যখন হিন্দুস্থানে অনুপস্থিত, তুমি তখন রাজধানীতে আমার প্রতিনিধি ছিলে। তুমি শক্তির শোণিত-স্বাদ পেয়েছ—তামস্‌কে হত্যা ক'রে শক্তির মাদকতা অনুভব ক'রেছ! আশ্চর্য্য নয় পরিপূর্ণ শক্তি লাভের জন্য তোমার অন্তর অধীর আগ্রহে

উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছিল। ভাল ক'রে নিজের অন্তরের দিকে তাকিয়ে এ কথার উত্তর দাও—

রেজা।

(রেজাকুলী উত্তর দিতে না পারিয়া নীরব রহিল। অন্তর মহাসাগরের তরঙ্গের নীচে কি কামনা লুকাইয়াছিল তাহা দেখিয়া সে সভয়ে শিহরিয়া উঠিল।)

পিতা!—

(পদতলে পড়িল)

নাদির। ওঠ! তোমার অন্তরের কলুষ কামনার জন্য আমি তোমায় ক্ষমা করতে প্রস্তুত, কেননা কামনার উপর মানুষের হাত নাই, বিচার শুধু কার্য্যের। শোন রেজা, তুমি অপরাধ ক'রেছ সত্য, কিন্তু তোমার সমস্ত অপরাধের পরিধি আচ্ছন্ন ক'রে আছে তোমার প্রতি আমার সুন্দর, অনাবিল, পবিত্র, স্বার্থ শূন্য স্নেহ! তুমি আমার জ্যেষ্ঠ সন্তান, একদিন তুমি আমার সর্ব্বস্বের অধিকারী ছিলে। সে দিনের স্মৃতি এখনো ম্রিয়মান হয়নি। আমি তোমার পিতা, বাইরে আমি কঠোর হ'তে পারি কিন্তু তোমার কাছে স্নেহশূন্য নই। এখানে কেউ নেই, তুমি তোমার অপরাধ স্বীকার কর। তারপর যদি তুমি যথার্থ অনুতপ্ত হও আমি তোমায় ক্ষমা কর্ব্ব। বল, সত্য বল!

রেজা। আর কি ব'লবো আমার বলবার কিছুই নাই। আমি আপনাকে পূর্ব্বেই সত্য কথা ব'লেছি, কোন কথা গোপন করিনি, তবু আপনি আমার কথা বিশ্বাস ক'রলেন না। আমি

জানি, পূর্ব্ব থেকেই আপনি আমায় সন্দেহ করেন বোধ হয় আমাকে ঘৃণা করেন ! আমার মাতাকে ঘৃণা করেন আমায় তো ঘৃণা কর্‌বেনই। সম্ভবতঃ বিচারের পূর্ব্বেই আপনি আমার শাস্তি নির্দ্দেশ ক'রেছেন। আপনি আমার পিতা, আমার প্রভু, আমি হজরৎ আলির মত আপনাকে শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি, সেই শ্রদ্ধার আসন যখন টলেছে, আমার ইহ জীবনের সর্ব্বস্ব আজ যখন আমার প্রতি অতি ঘৃণিত সন্দেহ পোষণ করেন, তখন এ জীবনে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আপনি আমায় রাজদ্রোহীর কঠিনতম শাস্তি দিন, আমি বাঁচতে চাই না।

নাদির। রেজা রেজা তোমার প্রগলভতা অসহ্য !

রেজা। না সম্রাট এ প্রগলভতা নয়, এসত্য। কিন্তু সে সত্য চিন্‌বার শক্তি আজ আর আপনার নাই, আপনি ষড়যন্ত্রের জটিল চক্র তলে নিষ্পেষিত, এ আপনার দুর্ভাগ্য আমার দুর্ভাগ্য ! নিস্তার নাই, নিস্তার নাই—আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি এ সাফাভী বংশের ভীষণ শোণিত জিঘাংসা।

নাদির। না এ সাফাভী বংশের শোণিত জিঘাংসা নয়, এ আপ্‌সারি বংশের সর্ব্বপ্রথম শোণিত বিদ্রোহ। আমি অঙ্কুরেই এ বিদ্রোহের বীজ নষ্ট ক'র্‌বো। এস আমার সঙ্গে ইসুফ্‌জৈ সৈনিকের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে তোমাকে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সিরাজী ও সুলতানা বেগমদ্বয়ের প্রবেশ।)

সুল। নিজের কানে তুমি সব কথা শুনেছ, আমি সব কথা শুনেছি

এখনো কি তুমি স্তোক্ বাক্য দিয়ে আমায় স্থির থাকতে বল ?

সিরাজী। না, বলিনা। জঁাহাপনা ক্রুদ্ধ—ভীষণ ক্রুদ্ধ। এরূপ ক্রোধ তাঁর অনেকদিন দেখিনি—মাত্র একবার হিন্দুস্থানে দেখেছিলাম—তার ফলে, সেই অমানুষিক হত্যাকাণ্ড !

মুল। তবে—কি উপায় হবে সিরাজী ?

সিরাজী। এখন একমাত্র উপায় হিন্দুবেগম। সে ছাড়া আর কারো সাধ্য নেই যে এখন জঁাহাপনার সাম্‌নে হাজির হয়। বাঁদী—

(বাঁদার প্রবেশ)

সিতারা বেগম এই মুহূর্ত্তে !—আমাদের নাম কর্‌বিনি—বল্‌বি সম্রাট নিজে তাঁকে তলব দিয়েছেন !

[বাঁদীর প্রস্থান

আমি এখানে থাক্‌বোনা। তুমি নিজে তার সঙ্গে কথা কও। আমায় এখনো সে শত্রু মনে করে, ভাবতে পারে তার সর্ব্বনাশের জন্য বুঝি আমি ষড়যন্ত্র ক'র্‌ছি! তোমার পক্ষে এ অনুরোধ স্বাভাবিক, তুমি সাহ্‌জাদার গর্ভধারিণী ! মনে রেখো, একমাত্র উপায় সে—সে ছাড়া দ্বিতীয় উপায় নাই—তার প্রাণ গলাতে হবে ! আমি জানি সৌভাগ্যের উচ্চতম শিখরে ব'সে থাক্‌লেও হৃদয় তার এখনো কোমল। যেমন ক'রে পার তার প্রাণকে স্পর্শ কর—যেন সে স্বেচ্ছায় জঁাহাপনাকে অনুরোধ করে !

[প্রস্থান

(সিতারা বেগমের প্রবেশ)

সিতারা। জাঁহাপনা—না, আপনি!

মুন। আমায় আপনি কেন বেগম সাহেবা—এ পুরীতে আমি আজ বাঁদীরও অধম! আমায় মার্জ্জনা করবেন সম্রাজ্ঞী—সম্রাটের নাম ক'রে আমিই আপনাকে আহ্বান ক'রেছি!

সিতারা। আপনি আমায় আহ্বান ক'রেছেন! কি জন্য খানুম্?

মুন। আল্লার দোহাই—রক্ষা কর—রক্ষা কর—আমার পুত্রকে রক্ষা কর! তুমি জান বিনাদোষে পুত্র আমার গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত। জাঁহাপনা প্রমাণ সংগ্রহ ক'রেছেন। কিন্তু আমি আমার পুত্রকে জানি—সে নিরপরাধ। অন্য সব দোষ তার সম্ভব—কিন্তু পিতৃদ্রোহী সে কখনো হবে না। জানিনা, কোন্ অদৃশ্য শত্রুর ভীষণ ষড়যন্ত্রে পুত্র আমার প্রাণ হারাতে ব'সেছে!

সিতারা। খানুম্, আপনার কথা সত্য—এ ষড়যন্ত্র! আপনার পুত্রকে আমি দেখেছি—আমার গর্ভজাত না হ'লেও, আমি তাকে পুত্রেরই মত স্নেহ করি। যে অবধি আমি তার দুরদৃষ্টের কথা শুনেছি—আমার মনে শান্তি নাই। আপনি জানেননা—আমি সম্রাটকে অনেকবার ব'লেছি, আমার কথায় তিনি কর্ণপাত করেননি! শাহ্‌জাদা জাঁহাপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র—সেই পুত্রের জননী আপনি। আমি কে হুজুরাইন—যে এ বিষয়ে জাঁহাপনা আমার অনুরোধ শুনবেন? আপনি নিজে যান্—আপনাকে দেখলে তাঁর পূর্ব্ব-স্মৃতি জেগে উঠবে—তিনি শাহ্‌জাদাকে মার্জ্জনা ক'রবেন। আপনি নিশ্চয় জানেন—আমিও লক্ষ্য ক'রেছি—জাঁহাপনা কঠোর হ'লেও, যাদের

ভালবাসেন, তাদের অপরাধ মার্জ্জনা ক'র্‌বার মত ঔদার্য্য তাঁর আছে। আপনি নিজে গেলে, আপনার অনুরোধ তিনি নিশ্চয়ই রক্ষা ক'র্‌বেন !

মুল। না, না, না—আমি বেশ জানি, জাঁহাপনার কাছে আমার অনুরোধের আজ আর কোনো মূল্য নাই। আমি অনেক চেষ্টা ক'রেছি—আজ তিনদিন ধ'রে চেষ্টা ক'রেও আমি তাঁর দেখা পাইনি। আমি জানি, তিনি আমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌বেন না। তোমায় তিনি ভালবাসেন—তাঁর ভালবাসার উদ্দামতা আমি জানি—তুমি ইচ্ছা ক'রলে পার ! দয়া কর, দয়া কর বহিন, তুমি আমার ছোট ভগিনীর মত, আমার কন্যার মত—আজ আমি বড় অসহায় ! আমি শুনেছি হিন্দুনারী কোমলপ্রাণা,—আমি তোমার জাতির নারীত্বের দোহাই দিয়ে তোমায় অনুরোধ ক'র্‌ছি, আমার পুত্রকে রক্ষা কর, রক্ষা কর ! সে তোমারও পুত্র—সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, উদার, মহান্, বীর-যুবক ! এখনো সে পঁচিশ বছর অতিক্রম করেনি—রক্ষা কর, রক্ষা কর !

(সিতারার পদতলে পতিত হইলেন)

সিতারা। কি করেন, কি করেন, হুজুরাইন—আপনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সম্রাজ্ঞী, আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী, আমার পূজনীয়া—আমি আপনার কন্যার মত। আপনি স্থির হ'ন—আমার ভাগ্যে যা হবার হবে—আমি প্রতিজ্ঞা ক'র্‌ছি, জাঁহাপনার কাছে শাহ্‌জাদার প্রাণ-ভিক্ষা চাইব ! যদি আমার নিজের প্রাণের বিনিময়েও তাঁর প্রাণ-রক্ষা ক'র্‌তে পারি—আমি প্রতিশ্রুত হ'চ্ছি সম্রাজ্ঞী, আমার প্রাণ আমি দেব ! আমি এখুনি যাব। জাঁহাপনা কোথায় ?

স্থল। জাঁহাপনা এখানেই আস্‌বেন। এই ঘরেই শাহ্‌জাদার বিচার হ'চ্ছে!

সিতারা। তাহ'লে এ-ঘরে এ-সময়ে প্রবেশ করা আমাদের অন্যায় হ'য়েছে। ঐ বুঝি তিনি আস্‌ছেন—হ্যাঁ তাঁরই পদধ্বনি!

স্থল। চল তোমার সঙ্গে যাই। অন্তরালে থেকে তুমি নিজেই বিচার দেখ্‌বে।

[উভয়ের প্রস্থান

(নাদির ও নেক্‌কদমের পুনঃপ্রবেশ)

নাদির। নেক্‌কদম, শাহ্‌জাদা তোমার মুখের উপর ব'ললে, তোমার কথা মিথ্যা—তবুও কি ব'লতে চাও, তুমি যা ব'ল্‌ছ তাই সত্য!

নেক্। আমি পূর্ব্বেই জান্‌তাম, জাঁহাপনা আমার চেয়ে তাঁর পুত্রের কথাই বেশী বিশ্বাস ক'র্‌বেন। আমি একজন সুদূর প্রদেশের সামান্য প্রজা, তার উপর রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত—আর শাহ্‌জাদা স্বয়ং সম্রাট-পুত্র, তাঁর সঙ্গে আপনার রক্তের টান—সুতরাং তিনিই সত্য কথা ব'লেছেন!

নাদির। শোন' নেক্‌কদম—রাজার বিচার শুধু বিচার, সে শোণিত-সম্বন্ধের অপেক্ষা রাখে না! আমার চ'খে এখন শাহ্‌জাদাতে আর তোমাতে কোনো প্রভেদ নাই। সে জন্য নয়, শোন। আমি প্রতিশ্রুত আছি—সত্য ব'ললে তুমি মুক্তি পাবে। কিন্তু এখনো তুমি সমস্ত সত্য বলনি। শাহ্‌জাদার সম্মুখে সে কথা তোমায় বলিনি—তোমায় নিভৃতে ব'ল্‌ছি, আমি সংবাদ পেয়েছি, তুমি শাহ্‌জাদার এক শত্রুর কাছে প্রচুর উৎকোচ

নিয়ে শাহ্‌জাদার উপর তোমার নিজের অপরাধের কিয়দংশ চাপিয়ে দিচ্ছ! কেমন, সত্য কিনা?

নেক্। আমি পূর্ব্বেই জান্‌তাম, জাঁহাপনা এরূপ সন্দেহ ক'র্ব্বেন। সেই জন্য আমি গোড়াতেই কোনো কথা ব'লতে চাইনি। জান্‌তেম আমি ম'র্ব্ব—তাই, শাহ্‌জাদাকে আর জড়াতে ইচ্ছা করিনি! আপনি পুনঃপুনঃ অনুরোধ ক'র্‌লেন—মুক্তির লোভ দেখালেন—য়ুসুফজাই পর্ব্বতমালার, সেখানকার যুবতী কুমারীর অধরের মধুর কথা আমার স্মরণপথে আবার ফুটিয়ে তুল্‌লেন—আমি কি ক'র্‌বো! মুক্তির প্রলোভনে আমি সত্য কথাই ব'লেছি—এখন জাঁহাপনার অভিরুচি!

নাদির। তুমি সত্য ব'লছ তুমি উৎকোচ গ্রহণ করনি? আলি আকবর নিজে বা অন্য কোনো কর্ম্মচারীর হাত দিয়ে তোমায় উৎকোচ দেয়নি?

নেক্। কি আশ্চর্য্য, আমি কতবার আপনাকে ব'লবো! আমি তো ব'লেছি এ আমি আগেই জানতাম। এখন শাহ্‌জাদার অনেক শত্রুপক্ষ হবে—আমার অনেক উৎকোচদাতা আস্‌বে—আবশ্যক হয়, তারা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে—সর্ব্বশেষে, বিচারে প্রমাণ হবে, আমিই একমাত্র অপরাধী! এ আমি জানি, আপনার আলি আকবর বা আর কাউকে ডাকুন, তারা এসে সাক্ষী দিক্! আমি অনেক দিন থেকেই জানি। তবে, জাঁহাপনা বংশের দোহাই দিয়ে রাজা হন্‌নি,! নিজের সাম্রাজ্য নিজে অর্জ্জন ক'রেছেন, তাই একটু ভুল ভেবেছিলাম—মনে ক'রেছিলাম, জাঁহাপনার বিচার-প্রণালী বুঝি একটু স্বতন্ত্র! যাক্, আর আমি কিছু বল্‌তে চাই না—আমি মর্‌তে প্রস্তুত! আপনি এখন

আপনার বিচার-প্রহসন সাঙ্গ ক'রে আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিন।

নাদির। কে আছিস্!

(প্রহরীর প্রবেশ)

এই দণ্ডে বন্দীর শৃঙ্খল উন্মোচন কর। একে সঙ্গে ক'রে মেশেদের সীমার বাইরে রেখে আয়, এ-মুক্ত। নেক্‌কদম, আমার প্রতিশ্রুতি পালন ক'ল্লাম, তুমি মুক্ত, যাও!

(নেক্‌কদম বাক্যব্যয় না করিয়া আভূমি-প্রণত হইয়া প্রস্থান করিল)

প্রহরী!

(প্রহরীর পুনঃপ্রবেশ)

রেজাকুলী—রেজাকুলী!

[প্রহরীর প্রস্থান

(নাদিরের চঞ্চল হইয়া পরিক্রমণ)

(দূরে সিতারার মুখ দেখা গেল—অতি শঙ্কিত, চরণ কম্পিত, তথাপি সে ভিতরে আসিবার সুযোগ খুঁজিতেছে)

(রেজাকুলী খাঁর প্রবেশ)

রেজা, আমি এইমাত্র নেক্‌কদমকে প্রতিশ্রুত মুক্তি দিয়েছি।

রেজা। আমি জানি আপনি তাকে মুক্তি দেবেন। আমার প্রতি আপনার সন্দেহ, আপনি আমায় সরাতে চান? তার জন্য এ নেক্‌কদম-প্রহসন সৃষ্টির কোনো আবশ্যক ছিল না! আপনি আমায় শুধু বল্লেই পারতেন—আপনার তুষ্টির জন্য আমি বিনা-বাক্যব্যয়ে এ দেহ দিতে পারতেম!

নাদির। রেজা, আমার বিচার তোমার কাছে প্রহসন? তুমি তো নেক্‌কদমের কোনো কথার প্রতিবাদ ক'র্‌তে পারনি!

রেজা। আমি পূর্ব্বেই ব'লেছি, নেক্‌কদমের কথা অর্দ্ধ-সত্য। আমি তাকে অর্থ দিয়েছি, সে গ্রহণ ক'রেছে, জাঁহাপনাকে হত্যা করার কোনো ইঙ্গিত করিনি। আমি পুনঃপুনঃ এ কথা আপনাকে ব'লেছি, আপনি বিশ্বাস ক'র্‌বেন না—আমি কি ক'র্‌তে পারি! আর আমার বাঁচ্‌তে ইচ্ছা নাই—জীবনে আমার ধিক্কার জন্মেছে। আপনি আমার সম্রাট, আমার পিতা, সর্ব্বশক্তিমান্! এ দেহ আপনার দান—আপনি আমার মৃত্যু-দণ্ড দিন্—আমি আপনার সংশয়ের হাত থেকে পরিত্রাণ পাই!

নাদির। তিহারাণী-ইস্পাহানীদের মত প্রচুর কথা তুমি শিখেছ—আমি কথা শুন্‌তে চাই না, প্রমাণ চাই। নেক্‌কদমকে তুমি যখন অর্থ দিয়েছিলে—কেউ সেখানে ছিল, কোনো বালক ভৃত্য?

রেজা। না—কেউ ছিলনা। তখন সন্ধ্যাকাল—আমি নমাজের উদ্দেশ্যে মস্‌জিদে যাচ্ছিলাম—কাছে যা অর্থ ছিল, তাই দিয়েছিলাম। আমার মনে হয়নি এই সামান্য অর্থদানের জন্য একদিন এইভাবে আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে—যদি মনে হ'ত সাক্ষী রেখে দান ক'র্‌তেম!

নাদির। সেই কথা, সেই প্রগল্‌ভতা! তোমার বাক্যকে আমি সংযত ক'র্‌বো! যাও, আজ রাত্রি আমি তোমাকে চিন্তা কর্‌বার অবকাশ দিচ্ছি—কাল সকালে—

(পশ্চাৎ দিক হইতে ধীরে ধীরে সিতারার প্রবেশ)

তুমিও এসেছ!—কি চাও তুমি?

সিতারা। জাঁহাপনা—

নাদির। হ্যাঁ, আমি জাঁহাপনা—তারপর বল।

সিতারা। জাঁহাপনা, এক্ষেত্রে আমার বলার কোনো অধিকার নেই—তবু আমি এসেছি!

নাদির। বলার অধিকার নাই জেনেও কেন এসেছ'? ভাল, যখন এসেছ, বল কি ব'লতে চাও।

সিতারা। শুনেছি শাহ্‌জাদা আপনার বিরাগ-ভাজন হ'য়েছেন।

নাদির। হ্যাঁ বিরাগ ভাজন হ'য়েছেন। উনি আমাকে হত্যা কর্ব্বার জন্য ঘাতককে নগদ অর্থ দিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে তাকে প্রচুর আশা দিয়েছিলেন। প্রমাণ হ'য়েছে—আমার কোনো সন্দেহ নাই। সুতরাং ওঁর গুরুতর রাজদণ্ড হবে। তারপর? আর কি ব'লতে চাও?

সিতারা। জাঁহাপনা, সত্য-মিথ্যা আমি কিছুই জানিনা, তবে হারেমে সর্ব্বত্র শুনেছি শাহ্‌জাদা নিরপরাধ!

নাদির। তুমি সত্য-মিথ্যা কিছুই জান না—অথচ তোমার প্রতি আমি যে অনুগ্রহ দেখিয়েছি তারই সুযোগ নিয়ে, আমার প্রবল আপত্তি জেনেও, তুমি রাজকার্য্যে বাধা দিতে এসেছ!

সিতারা। কিন্তু শাহ্‌জাদা আপনার পুত্র!

নাদির। আমি জানি শাহ্‌জাদা আমার পুত্র—এ তোমার নূতন আবিষ্কার নয়!

সিতারা। আপনি তাকে ক্ষমা ক'রুন। আজ আপনি ক্রুদ্ধ হ'য়েছেন—কিন্তু দু'দিন পরে যখন আপনার ক্রোধ উপশম হবে, তখন হয়তো আপনি নিজেই অনুতপ্ত হবেন! আমি আপনার চরণ স্পর্শ ক'রে ব'লছি, আপনারই মঙ্গলের জন্য আপনি শাহ্‌জাদাকে

ক্ষমা ক'রুন। শাহ্‌জাদা আপনারই পুত্র—আপনার প্রতিকৃতি; সুন্দর, যুবক, মহান্‌, উদার, বীর!

নাদির। সুন্দর, যুবক, মহান্‌, উদার, বীর! কে আছিস্‌?

(প্রহরীর প্রবেশ)

এই মুহূর্ত্তে শাহ্‌জাদাকে নিয়ে যা' পাশের ঘরে—অস্ত্র-হকিমকে ডেকে আন্‌! আমার আদেশ, শাহ্‌জাদার দুই চোখ উৎপাটিত ক'রে এই মুহূর্ত্তে যেন আমার সম্মুখে আনে। রেজাকুলী, তুমি সুন্দর, তোমার সৌন্দর্য্যের আমি অবসান ক'র্‌বো—তুমি যুবক, এই যৌবনের প্রারম্ভের দিন থেকে বার্দ্ধক্যের শেষ দিন পর্য্যন্ত জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্য তোমার নয়ন থেকে মুছে নিলাম! নিয়ে যা!

রেজা। উত্তম, এ আমার স্নেহময় পিতারই যোগ্য আদেশ—কিন্তু জান্‌বেন, এ চক্ষু আমার নয়—এ সমগ্র ইরাণ-জাতির চক্ষু!

[রেজাকুলীর ও প্রহরীর প্রস্থান

সিতারা। দোহাই শাহানশাহ্‌, অন্ততঃ আমাকে তার শাস্তির কারণ ক'র্‌বেন না—আমি আর অনুরোধ ক'র্‌বো না!

নাদির। হ্যাঁ, তুমিই তার শাস্তির কারণ। নির্লজ্জা বিশ্বাস-হন্ত্রী, শাহ্‌জাদা সুন্দর যুবক, আর তুমি সুন্দরী যুবতী! তুমি ক্রেস্তানদের সাধু-বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে যাও! শাহ্‌জাদার প্রাণভিক্ষা ক'র্‌তে তোমার লজ্জা করে না—তুমি প্রাণ-ভিক্ষা কর্ব্বার কে?

সিতারা। একি! একি! তুমি কি ব'ল্‌ছ—কি ব'ল্‌ছ! এ রকম কথা তো তোমার মুখে কখনো শুনিনি!

নাদির। ক্রেস্তান-অবতার হজরৎ ঈশা জগতের পাপ গ্রহণ ক'রেছিল—তারও সাধ্য নাই তোমাদের দু'জনের পাপের ভার বহন করে! আগাবাসী—

(সিতারা নাদিরের পায়ে ধরিল, নাদির মুখ ফিরাইলেন—সিতারা নীরবে উঠিয়া দাঁড়াইল)

(আগাবাসীর প্রবেশ)

এই বিশ্বাস-হন্ত্রীকে এই দণ্ডে রাজধানীর বাইরে রেখে এস—আজ থেকে এ আবার পথের ভিখারিণী!

(সিতারা কোনো কথা না বলিয়া ঘৃণাভরে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, আগাবাসী পশ্চাতে গেল)

নাদির। পুত্র বিষাক্ত হবে—হারেম বিষাক্ত হবে—পারিবারিক জীবন বিষাক্ত হবে! ঈশ্বর, ঈশ্বর, সম্ভবতঃ তুমি নাই—যদি থাক, তুমি শুধু জগতের শাস্তিদাতা!

পঞ্চম অঙ্ক
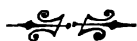
প্রথম দৃশ্য

খোরাসানের পল্লীস্থ প্রান্তর

(সিতারার প্রবেশ)

সিতারা। নিষ্ঠুর-নিষ্ঠুর-নিষ্ঠুর—একি ভয়াল মূর্ত্তি নিয়ে তুমি জন-সাধারণের সম্মুখে এসে দাঁড়ালে! এতো তোমার স্বরূপ-মূর্ত্তি নয়। তবে কেন এমন হ'ল? এ সংহার-মূর্ত্তি তুমি কেন ধরলে! গ্রামে, জনপদে, নগরে, পথে, প্রান্তরে—যেখানে যাই, সর্ব্বত্র তোমার সংহার-লীলার শত-শত নিদর্শন! আর আমি দেখ্‌তে পারিনা, দেখতে পারিনা—ইরাণের পথ আমার চির-পরিচিত পথের মায়া ভেঙে দিয়েছে!

গীত

ও আমার নিঠুর দরদী,
কেন ভালবেসেছিলে
এমনি কাঁদাবে যদি!
এ কোন্ রূপে এলে, প্রিয়,
এ কোন্ রূপে এলে—

কেমন ক'রে, রুদ্র তোমায়
দেখ্‌বো নয়ন মেলে,
অন্তরে যে আর এক সাজে
জেগে আছ নিরবধি ॥
তোমায় ভালবেসে, প্রিয়,
পেলেম ভাল ফল···
ভাঙ্‌লো মায়া, গৃহের ছায়া,
পথের তরুতল,
(শুধু) দৃষ্টিহারা, নয়নধারা
জীবন-ভরা অশ্রুনদী ॥

[প্রস্থান

(সালেহ্‌ বেগ ও রহমতের প্রবেশ)

সালে। আচ্ছা, গান গাইতে গাইতে চ'লে গেল—মেয়েটী কে? এ গ্রামে তো কোনো দিন দেখেছি ব'লে মনে হয় না!

রহ। না, এ গ্রামের মেয়ে নয়, পথের ভিখারিণী—একটু যেন পাগল-পাগল ভাব!

সালে। মুখখানা ঠিক দেখতে পেলাম না। দেখেছো রহমৎ, পল্লীর চারিদিক্ আজ বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে!

রহ। আচ্ছা বলুন তো, কতকাল পরে সম্রাট খোরাসানের এ অঞ্চলে এলেন?

সালে কাল পনের—বৎসর হবে।

রহ। আসার উদ্দেশ্য আপনার কি মনে হয়?

সালে। ঠিক বুঝতে পারছিনা! লোকে কি বল্‌ছে?

রহ। অনেকে অনেক কথা বলে। পল্লী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। অনেক গৃহস্থ, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। সৈন্য ও কর্ম্মচারীরা জোর ক'রে গ্রামের লোকদের কাছে থেকে শস্য আর পশু নিয়ে যাচ্ছে।

সালে। জন্মভূমিটুকু বাকী ছিল—এইবার এখানেও অত্যাচার আরম্ভ হবে। আল্লাবাদে নরমুণ্ড-নরকঙ্কালের স্তূপ তৈরী হ'য়েছে, এইবার এ-গ্রামে ও হবে!

রহ। আচ্ছা, সম্রাটের এ অত্যাচারের অর্থ কি?

সালে। শক্তির মাদকতা—হিন্দুস্থানে আরম্ভ! ঈশ্বর তাকে শক্তি দিয়েছিলেন অনন্ত, কিন্তু সে-শক্তির সদ্‌ব্যবহার সে করেনি।

রহ। আচ্ছা, রেজাকুলির শাস্তির পর থেকেই যেন সম্রাটের নিষ্ঠুরতা বেড়েছে!

সালে। হিন্দুস্থানেই আমি প্রথম বুঝ্‌তে পারি—যে মানুষ নিরস্ত্র নগরবাসীর হত্যার আদেশ দিতে পারে, তার পক্ষে অসম্ভব কিছুই নাই—পুত্র, পরিবার, স্বদেশ, কিছুই তার আপনার নয়! আজ যদি এ-গ্রাম ধ্বংশ ক'রতে আদেশ দেয়, আমি একটুও আশ্চর্য্য হব না।

রহ। যে হিন্দুবেগমকে প্রধানা সম্রাজ্ঞী ক'রেছিলেন—শুন্‌লাম তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

সালে। তা হবে—তার পক্ষে আশ্চর্য্য কিছুই নয়। সেদিন সে আমায় বলেছিল—জন-সমাজকে ঘৃণা করি, অভিজাত্যকে ঘৃণা করি,

আমি একা, আমার আত্মীয় নাই! এখন দেখছি সে ক্ষণিক উত্তেজনার কথা নয়—সত্যকথা!

রহ। সম্রাটের জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে বেগসাহেব।

সালে। নিষ্ফল দুঃখের আবশ্যক নাই রহমৎ—কারো প্রাণের স্পর্শে সে প্রাণ জাগবে না! সব চেয়ে বড় আঘাত দিয়েছে সে তাদের—যারা তাকে ভালবাসতো! কোনো প্রাণের কোনো সম্মান সে রাখেনি। প্রথম যৌবনে সুলতানা বেগম আর আমি মনে ক'রেছিলেম তার প্রাণ স্পর্শ ক'রেছি—আমাদের দু'জনের ভুল ভাঙ্‌তে দেরী হয়নি! তারপর—তার উদ্দাম পিতৃস্নেহ—তুমি জাননা রহমৎ, কি ভালই সে বাস্‌তো ঐ রেজাকে! সেই রেজাব কি দুর্দ্দশা হল!

রহ। আচ্ছা, লোকে যে বলে, রেজার মৃত্যুর প্রতিবাদ ক'রেছিল ব'লে ইরাণী অভিজাতেরা রাজদ্রোহের অপরাধে ধরা পড়েছে, এ কথা কি আপনি সত্য বলে মনে করেন?

সালে। ইরাণী অভিজাতেরা রেজাকে ভালবাসতো একথা সত্য। কিন্তু তাই ব'লে যে তাদের গ্রাম-বাড়ী ধ্বংস ক'রবে, এ কি কখনো সম্ভব হয়! তুমি জাননা, কিন্তু আমিতো দেখেছি! অভিজাতদের সে ঘৃণা করতো বটে, কিন্তু ইরাণ-সাম্রাজ্যের সামান্য এক টুক্‌রো মাটীও তার প্রাণের চেয়ে বেশী প্রিয় ছিল। সেই অতি-প্রিয় স্বদেশকে সে আজ শ্মশান ক'রে তুলেছে! আমার মাঝে-মাঝে মনে হয়, হয়তো বা হিন্দু-বেগম সত্যিই তাকে গুণ ক'রেছিল।

রহ। কিন্তু তাঁকে তো তাড়িয়েছেন! আমি তাঁর চরিত্রের সামঞ্জস্যের সূত্র কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিনি! আমি যাব।

সালে। কোথায় ?

রহ। আপনার সম্রাটকে দেখ্‌তে !

সালে। সে কি ?

রহ। আমার মনে হয় তাঁর অন্তরে কেউ প্রবেশ কর্‌তে পারেনি— আপনি তাঁকে চিন্‌তে পারেন নি !

সালে। হয়তো পারিনি। কিন্তু তুমিও পার্‌বে না।

রহ। আমি পারবো। আমি তাঁকে প্রশ্ন কর্‌বো।

সালে। উন্মত্তের মত কথা ব'লনা রহমৎ ! যা শুনছি তা যদি সত্য হয়, তাহ'লে এখন তাঁর সঙ্গে দেখা করাও যা, ইচ্ছা ক'রে মৃত্যুর সামনে হাজির হওয়াও তা !

রহ। মৃত্যুর রহস্য যে জান্‌তে চায়, তাকে মৃত্যুর সামনে উপস্থিত হতে হয় বেগসাহেব ! আপনি ভাবছেন কেন, কত লোকই তো ম'চ্ছে—না হয় আমিও ম'র্‌বো !

(বনপথের দিকে চাহিয়া) হ্যাঁ-হ্যাঁ, মুখ যেন পরিচিত ! রহমৎ, রহমৎ, সম্ভবতঃ সে-ই এ রহমৎ ! আমি দেখে আসি—তুমি ব'সো, আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত কোথায়ও যেওনা !

তা যাবনা ! কিন্তু আপনি কোথায় যাচ্ছেন !

ওই যে মেয়েটা—ওই পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে অনেকটা যেন— দাঁড়াও, এসে তোমায় সব কথা বলছি !

[প্রস্থান

রহ। এ কখনো হ'তে পারেনা ! এত বড় প্রাণ কোন্‌ মরুভূমিতে এসে তার ধারা হারিয়ে ফেলেছে !

(অতি সন্তর্পণে আলি আকবরের প্রবেশ)

আলি। আপনারই নাম মৌলানা রহমৎ খাঁ ?

রহমৎ। হ্যাঁ, আমারই নাম ! আপনি কে ?

আলি। আমি রাজধানী থেকে আসছি !

রহ। আপনি কি আমারই খোঁজ ক'চ্ছেন ?

আলি। হ্যাঁ, আপনারই খোঁজ ক'রছি।

রহ। প্রয়োজন ?

আলি। বলছি। শুনেছি—আপনি একনিষ্ঠ, ধর্ম্ম-পরায়ণ, স্বদেশ-সেবক। ইরাণ দেশের সর্ব্বনাশের কথা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করেন নি ?

রহ। হ্যাঁ, কিছু শুনেছি। চোখেও দেখেছি—ইরাণের দুর্ভাগ্য !

আলি। দুর্ভাগ্যের পরিমাণ আপনি জানেন না ! নিরীহ নগরবাসীদের অস্থি-কঙ্কালে দেশ পূর্ণ হ'য়েছে। ইরাণ দেশ আজ ইরাণীদের নয়, আবদালি সৈন্যেরাই তার যথার্থ শাসনকর্ত্তা ! পিতৃপুরুষের সঞ্চিত এবং নিজেদের উপার্জ্জিত অর্থ দিয়ে যে সৈন্যদল তারা পোষণ ক'রছে, তারাই দেশের অধিবাসীদের দণ্ড দিচ্ছে—শাসন ক'চ্ছে !

রহ। শুনলাম—একমাত্র শাস্তি মৃত্যু।

আলি। অতি ভীষণ—অতি যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু ! নূতন অত্যাচার সৃষ্টি করায় সম্রাট আর তার আবদালি সৈন্য যেন আনন্দ পায় !

রহ। অত্যাচারের ভীষণতা কি সম্রাটের সৃষ্টি—না আবদালিদের সৃষ্টি

আলি। তা জানিনা—হয়তো উভয়েরই ! তবে, সম্রাটের অনুমোদন আর সহানুভূতি না থাকলে আবদালিদের এত সাহস কখনই হ'ত না। আমরা তো সন্ত্রস্ত হয়ে আছি—কখন্ কোন্ দিন কার্ ডাক

পড়ে। এক একবার মনে করি' সব ছেড়ে দিয়ে, দরবেশ হ'য়ে এক দিকে পালাই, কিন্তু পারিনা—অজগর সর্পের বিষ নিঃশ্বাসেব আকর্ষণে আমাদের টেনে রেখেছে। অপমৃত্যু আমাদের অবশ্যম্ভাবী—কিন্তু কবে, কোথায়, কোন্ অবস্থায় হবে, তাই শুধু জানিনা !

রহ। আপনি কি রাজকর্ম্মচারী ?

আলি। হ্যাঁ।

রহ। সম্রাটের সঙ্গে খোরাসানে এসেছেন ?

আলি। তাই।

রহ। আপনার নাম ?

আলি। নাম বলবার সাহস নেই মৌলানা। সাহেব—এখনো প্রাণের মায়া ছাড়তে পারিনি।

রহ। আমায় কি শুধু সম্রাটের অত্যাচারের কথা শোনাতে এসেছেন ?

আলি। না, অন্য প্রয়োজন আছে। সালেহ্ বেগ কি এই গ্রামেই বাস করেন ?

রহ। হ্যাঁ, করেন।

আলি। তাঁর সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক আছে ?

রহ। সম্পর্ক বিশেষ কিছুই নাই বটে, তবে আমরা পরস্পর বিশেষ বন্ধু—তিনি আমার শিক্ষক। তিনি এখানেই ছিলেন। আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান ?

। অপেক্ষা করবার সময় নেই। আমি যে কাজে এসেছি, আপনি জান্‌লেই হবে। আপনাকে বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারি।

রহ। সে আপনার ইচ্ছা—আমি কি ব'ল্‌বো।

আলি। এই কাগজখানা আপনি সালেহ্ বেগকে দেখাবেন।

রহ। (রহমৎ কাগজ লইয়া অনেকক্ষণ দেখিলেন) একি সম্রাটের স্বাক্ষর ?

আলি। হ্যাঁ, স্বাক্ষর তাঁরই—সালেহ্ বেগকে দেখ্‌লেই বুঝতে পার্‌বেন।

রহ। আপনি কি বল্‌তে চান—সালেহ্ বেগ ও তাঁর বৃদ্ধ পিতা পীরবেগকে সম্রাট হত্যা কর্ব্বার আদেশ দিয়েছেন ?

আলি। আমি অতি সন্তর্পণে এ গোপন সংবাদ সংগ্রহ করেছি।

রহ। সলেহ্ বেগ চিরদিন সম্রাটের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু—বিশেষ, তাঁর বৃদ্ধ পিতা একেবারেই নির্ব্বিরোধ—অতি বৃদ্ধ।

আলি। আমি তো এর কিছুই জানিনা! রাত্রি দ্বিপ্রহরে আহ্‌মেদ আবদালীর সঙ্গে মন্ত্রণা হবে—খুব সম্ভব সেই সময়ে পরোয়ানা জারির আদেশ বেরুবে। সালেহ্ বেগ আমার অনেক দিনের বন্ধু, তাই একটু সাবধান ক'রে দিতে এলাম। আমি চল্লাম, আর এখানে থাকতে পারিনা! দেখবেন, একথা যেন প্রকাশ না হয়!

[প্রস্থান

রহ। তাইতো! যে অত্যাচার দূর থেকে শুধু জাতির সমস্যা হ'য়ে আমায় আকর্ষণ ক'র্‌ছিল, এখন দেখ্‌ছি সে মূর্ত্তিখান্ সত্য হ'য়ে আমার কাছে এলো!

(সালেহ্ বেগের পুনঃপ্রবেশ)

সালে। না রহমৎ, ধরা গেল না—আমায় দেখে যেন মেয়েটী কোথায় পালিয়ে গেল! হয়তো আমার কাছ থেকে আত্মরক্ষা করা আবশ্যক মনে ক'র্‌লে! আর অগ্রসর হওয়া আমার পক্ষে ভদ্রোচিত বলে মনে হ'লনা!

রহ। পরের ভাবনা ভাববার সময় আপনার নেই—আপনি এখুনি বাড়ী যান এই দেখুন! (কাগজ দেখাইলেন)

সালে। একি—আমার ও পিতার গ্রেপ্তারি পারোয়ানা! সম্রাটের হস্তাক্ষর! হ্যাঁ সম্রাটেরইতো হস্তাক্ষর! তুমি কোথায় পেলে?

রহ। এইমাত্র এক রাজকর্ম্মচারী দিয়ে গেছে—নাম ব'ল্লেনা!

সালে। রাজকর্ম্মচারী—রাজকর্ম্মচারী? তবে কি অন্ধকারে আমিই ঠিক চিন্‌তে পারিনি!

রহ। সম্ভবতঃ পারেন নি! কে?

সালে। বোধ হয় আলি আকবর! অনেকটা সেই রকমেরই চেহারা!

রহ। তিনি যে-ই হোন্ চিন্তা কর্ব্বার অবকাশ আপনার নেই! আপনি অবিলম্বে বৃদ্ধ পিতাকে নিয়ে রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই গ্রাম পরিত্যাগ করুন।

সালে। সেকি রহমৎ, গ্রাম ছেড়ে কোথা যাব?

রহ। যাবার আবশ্যক হ'য়েছে! আপনার নিজের জন্য নয়, বৃদ্ধ পিতার জন্য—ন'ইলে ব'লতাম না।

সালে। শোন রহমৎ, রাত্রিকালে বৃদ্ধ পিতাকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। আর কোথায়ই বা যাব! পরোয়ানা যদি সত্য হয়, পৃথিবীর অপর প্রান্তে গেলেও আমার নিস্তার নেই—যুসুফ্‌জাই নেক্‌কদমের কথা তুমি শুনেছ?

রহ। কিন্তু আপনাকে যেতেই হবে!

সালে। তার চেয়ে, আমি বরং সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি!

রহ। আপনি একা হ'লে সে পরামর্শ দিতাম—কিন্তু বাড়ীতে আপনার বৃদ্ধ পিতা একা—

সালে। এইবার সে খোরাসান জ্বালাবে! জন্মভূমির কাছে শেষ হিসাব-নিকাশ ক'রতে এসেছে!

রহ। সে হবে না—খোরাসানে অত্যাচার আরম্ভ হবার আগে তাঁকে তাঁর অত্যাচারের কারণ দেখাতে হবে। যে অত্যাচার ইরাণের অভিজাতদের উপর তিনি অসঙ্কোচে ক'রেছেন, খোরাসানে সে অত্যাচার হ'তে দেবনা! আমি এই দণ্ডেই শিবিরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'র্‌বো, তাঁকে প্রশ্ন ক'র্‌বো—তাঁকে কারণ দেখাতে হবে! যদি তিনি খেয়ালী হন, তাঁর খেয়াল এখানে শান্ত হবে!

সালে। না—না—না—তুমি যেওনা রহমৎ, তুমি যেওনা—উন্মত্তের মত আচরণ ক'রোনা! বিশেষ তুমি নিরস্ত্র—কখনো যুদ্ধ করনি!

রহ। আপনি আজন্ম-সৈনিক—অস্ত্রের আবশ্যকতা আপনি স্বীকার ক'র্‌তে পারেন, কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের দেখা ক'রতে হ'লে যে অস্ত্রের আবশ্যক হয়, একথায় আমার অন্তর কোনো দিন সায় দেয়নি। আমি নিরুপায় প্রজার পক্ষ থেকে যাচ্ছি. আমি নিরস্ত্রই যাব। আপনি বাড়ী যান, আপনার পিতাকে রক্ষা করুন!

সালে! সিংহের গহ্বরে আমি একা তোমায় ছেড়ে দিতে পারি না রহমৎ।

রহ। আপনি তাঁকে সিংহ মনে ক'চ্ছেন, আমি তাঁকে সিংহ মনে করি না—ঠিক আমারই মত অতি ক্ষুদ্র মানুষ বলেই মনে করি! সম্ভবতঃ আমার চেয়েও দুঃখী, আমার চেয়েও দুর্ভাগ্য!

সালে। তোমার কথায় কোথায় যেন সত্যের একটা ঝঙ্কার আমি শুনতে পাচ্ছি—অতি বৃহৎ সত্য! তবু-তবু-তবু—তোমায় ছেড়ে দিতে আমার সাহস হয় না। বন্ধু—

রহ। কিন্তু আপনি তো আমায় ধ'রে রাখতে পারবেন না!

সালে। তবে চল, আমরা দুজনেই যাই।

রহ। না—আপনাব বৃদ্ধ পিতা।

সালে। তা হোক--আমি যাব!

রহ। যদি এর মধ্যেই সম্রাটের চর আপনার পিতাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়!

সালে। তবে পিতাকে আমি কোনো গোপন স্থানে লুকিয়ে রেখে আসি—তারপর দুজনে এক সঙ্গে যাব।

রহ। একথা যুক্তিপূর্ণ। বেশ, আপনি তাই করুন। আমি এইখানেই আপনার অপেক্ষা ক'রছি।

সালে। কিন্তু তুমি যেন একা যেওনা!

রহ। আজ আমার দৃঢ় ধারণা হ'চ্ছে, আপনি এতকাল সম্রাটের সঙ্গে বাস ক'রেও তাঁকে চিনতে পারেন নি!

সালে। হবে!

রহ। যাক, আপনি আর দেরী করবেন না! আমি এইখানেই র'ইলাম।

[সালেহ্ বেগের প্রস্থান

সিংহ-সিংহ-সিংহ—পশুরাজ! হোলই বা রাজা—তবু পশুর রাজা, মানুষের নয়! মানুষ পশু হয়ে গেছে একথায় বিশ্বাস করার চেয়ে, বোধ হয় মরাও ভাল!

(গাহিতে গাহিতে সিতারা রহমতের দিকে আসিতে লাগিলেন)

ওগো বহু দূর বিপুল সুদূর
কেন সামা হয়ে ডাক তুমি !
স্মৃতির বাধন স্মৃতির কাঁদন
ভুলিতে যে চাই আমি !!
তবু দিকে-দিকে কেন আবাহন,
কোন্ তীরে ফিরে যাবি ওরে মন,
কাঁদিয়া-কাঁদিয়া পলাতকা হিয়া
আঁধার নিশায় বেদনা মিশায়
মরণের পথ-গামী !!

(রহমৎ সিতারার নিকটে আসিলেন)

রহ। তুমি কে ?

সিতারা। আমি কি ইরাণ ছাড়িয়ে এসেছি ?

রহ। না, এস্থান ইরাণ-সাম্রাজ্যের ভিতর—খোরাসান।

সিতারা। খোরাসান ? শুনেছি খোরাসান বর্ত্তমান সম্রাটের জন্মভূমি একি সেই খোরাসান ?

রহ। হ্যাঁ, সেই খোরাসান। তুমি কে ?

সিতারা। যা দেখছো—পথের ভিখারিণী।

রহ। তুমি কি অত্যাচার-পীড়িতা?

সিতারা। ইরাণের সর্ব্বত্রই কি অত্যাচার?

রহ। শুধু এই প্রদেশটায় এখনো বিশেষ অত্যাচার হয়নি। শুন্‌ছি, আজ থেকে অত্যাচার আরম্ভ হবে।

সিতারা। কি ক'রে জান্‌লে, আজ থেকে অত্যাচাব আরম্ভ হবে?

রহ। লোকে ব'লছে, সম্রাট জন্মভূমির সঙ্গে একটা শেষ হিসাব-নিকাশ ক'রতে এসেছেন!

সিতারা। তুমি একথা বিশ্বাস কর?

রহ। আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কি আসে যায়! সাধারণ প্রজার এই রকম বিশ্বাস—তার নিদর্শনও কিছু-কিছু আছে। তার উপর, তারা ঘর ছেড়ে পালাচ্ছে।

সিতারা। আমি তোমার নিজের মনের কথা জিজ্ঞাসা ক'চ্ছি।

রহ। মানুষকে অবিশ্বাস ক'রতে আমার ধর্ম্ম আমায় নিষেধ করে।

সিতারা। তোমার কি ধর্ম্ম?

রহ। কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম আমাব নেই—আমি সুফি কবির ভক্ত!

সিতারা। তোমার নাম কি?

রহ। রহমৎ। তুমি তো আমার অনেক কথাই শুনে নিলে, তোমার নিজের পরিচয় আমায় দাও।

সিতারা। যা দেখছো আমি তাই, এর বেশী পরিচয় আমার নাই।

রহ। তোমার দেশ কোথায়?

সিতারা। জানিনা।

রহ। তুমি মুস্‌লিম, না ক্রেস্তান, না ইয়াহুদী?

সিতারা। আমি জীবনের যাত্রা-পথে দেশ, জাতি, ধর্ম্ম, সব হারিয়ে বসে আছি।

রহ। তুমি আমার সঙ্গে এসো, তোমায় পরিশ্রান্ত বলে মনে হচ্ছে—আমার বাড়ীতে আমি তোমায় নিয়ে যাব।

সিতারা। না, আমি যাব না!

রহ। কেন?

সিতারা। আমি পথের—গৃহস্থের গৃহচ্ছায়া আমার জন্য নয়।

রহ। তুমি এখন কোথায় যাবে?

সিতারা। আমি জানিনা—আমার যাত্রা নিরুদ্দেশ! আচ্ছা, যেখানে সম্রাটের ছাউনি পড়েছে, সে যায়গাটা এখান থেকে কত দূর?

রহ। বেশী দূর নয়—ঐযে দেখা যাচ্ছে, ওরই পাশেই—এক ক্রোশও হবেনা।

সিতারা। তুমি কি সম্রাটের সঙ্গে দেখা ক'রতে যাবে?

রহ। সে কথা কেন?

সিতারা। এমনি জিজ্ঞাসা কচ্ছি—দেশের সবাইতো সম্রাটের কথা আজ আলোচনা ক'চ্ছে।

রহ। তা ক'চ্ছে। শুনেছি, পনরবৎসর পূর্ব্বে তাঁর কথা নিয়ে আর একবার এই রকমই আলোচনা হয়েছিল!

সিতারা। তুমি কি সত্যিই সম্রাটের সঙ্গে দেখা ক'রতে যাবে?

রহ। যাব।

সিতারা। কেন?

রহ। বড় কৌতূহল হ'য়েছে। যাঁর সম্বন্ধে চিরকাল এত আলোচনা শুনে এলাম—যাঁর কাজে সমস্ত দেশ একদিন উল্লাসিত হল, আর একদিন স্তম্ভিত ও সন্ত্রস্ত হ'ল—সুযোগ যখন হ'ল, তাঁকে একবার চোখেই দেখে রাখি!

সিতারা। তুমি তাঁকে ভয় কর না ?

রহ। আমার ধর্ম্ম আমায় কাউকে ভয় করতে শেখায়নি !

সিতারা। যদি সম্রাট তোমায় বধ করেন ?

রহ। না হয় ক'রবেন। আমি চিরকাল বেঁচে থাক্‌বো এ বিশ্বাস আমার নেই। আমি তাঁকে প্রশ্ন করবো—এ অত্যাচার কেন ? আচ্ছা, সম্রাট-সম্বন্ধে তুমি এত কৌতূহলী কেন ?

সিতারা। তুমিও যে কারণে কৌতূহলী। তোমার নাম রহমৎ—বাল্য-কালে আমার একটী ভাই ছিল, তোমায় দেখে আজ আমার তার কথা মনে পড়েছে।

রহ। তুমি কতদিন তাকে দেখনি ?

সিতারা। অনেকদিন—কত যুগ হবে !

রহ। তুমি কে ? তোমার দেশ কোথায় ?

সিতারা। বলেছি তো—আমার দেশ নাই !

রহ। তুমি কি হিন্দুস্থানের ? যাঁর কথা শুনেছি ? আপনি সম্রাটের সেই ?

সিতারা। আমি যাই, আমি যাই—ওই তোমার বন্ধু আসছেন, আমি এখানে থাকবো না !

রহমৎ। আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাও—উত্তর দিয়ে যাও !

(সিতারার পশ্চাদনুসরণ)

(সালেহ্‌ বেগের পুনঃপ্রবেশ)

সালে। এ পরোয়ানা সত্য নাও হ'তে পারে—সম্ভবতঃ এ আলি আকবরের ষড়যন্ত্র। আমি জানি, আলি আকবর চিরদিনই

অন্তরে-অন্তরে সম্রাটের বিদ্বেষী! রহমৎ—একি, রহমৎ কোথায়? রহমৎ রহমৎ—সর্ব্বনাশ! আত্মহারা উন্মত্ত বালক উত্তেজনার বশে বোধ হয় একাই সম্রাটের শিবিরে গেছে। কিন্তু—কিন্তু—যদি সম্রাটের এই রূপই সত্য রূপ হয়, আরতো আমার চিন্তা করবারও সময় নাই। যদি—যদি—তাই হয়, আমি কি রক্ষা ক'রতে পারবো? অনেক দিন অস্ত্র ধরিনি! (দূরে একটা গাছ লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুঁড়িলেন) না—আজও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইনি! কিন্তু—কিন্তু—যদি হাত কাঁপে!

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

খোরাসানের গ্রাম্য-প্রান্তরে সম্রাটের শিবিরাভ্যন্তর

(সিরাজী ও আলি আকবরের প্রবেশ)

সিরাজী। একি আলি, তোমার এ বেশ কেন?

আক। আমি পালাচ্ছি সিরাজী, এই দরবেশের ছদ্মবেশে পালাচ্ছি—তোমায় ব'লে গেলাম। সম্রাট আবদালির সঙ্গে ছদ্মবেশে নিকটের গ্রামগুলি পরিদর্শন ক'রতে বেরিয়েছেন—এই উপযুক্ত অবসর!

সিরাজী। তুমি কোথায় যাচ্ছ? আর কেনই বা যাচ্ছ?

আক। তুমি জিজ্ঞাসা ক'চ্ছ—বুঝতে পাচ্ছ'না? প্রাণের দায়ে যাচ্ছি! শোন তোমায় বলি—সম্ভবতঃ আজ রাত্রিই সম্রাটের শেষ রাত্রি!

সিরাজী। সে কি!

আক। আমি নিকটের সমস্ত গ্রামের লোকেদের ভিতর উত্তেজনার বীজ ছড়িয়ে এসেছি, বিশেষ এক জায়গার, সে বীজ আর ব্যর্থ যাবেনা! সম্ভবতঃ আজ রাত্রিই সম্রাটের শেষ রাত্রি!

সিরাজী। তুমি কি সম্রাটের হত্যার ষড়যন্ত্র ক'রেছো?

আক। তুমি যেন একটু আশ্চর্য্য হ'চ্ছ? তোমার কি ধারণা ছিল, শুধু হিন্দু-বেগমকে তাড়ানোর জন্য, আমি নিজের জীবনকে বিপন্ন ক'রে পুনঃপুনঃ এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিচ্ছি? শোন, বোকামি ক'রনা—অনেক দিন স্বামী-সঙ্গ পেয়েছো, এখন না হয় বিধবা হবে! তোমার স্বামীর মরা দরকার—শুধু তোমার জন্য নয়, সাফাভী-রাজবংশের প্রতিহিংসার জন্য! যদি নাদির আজ রাত্রে নিহত হয়, কাল সকালে আমি আসবো। আর, কোনো গতিকে যদি বেঁচে যায়, আমি ইরাণে আর ফিরবোনা—তাই, এই দরবেশের বেশ প'রেছি!

সিরাজী। তুমি, তুমি তুমি আলি আকবর, তুমি?

আক। হ্যাঁ, আমি। শোন, সমস্ত ইরাণ দেশ বিদ্রোহীতে পূর্ণ হয়েছে। আলি-কুলী সম্রাটের ভাইপো, সে-ও এক বিদ্রোহী-দলের নেতা। কিন্তু বোধ হয়, সে বা ইরাণী অভিজাতগণ বিশেষ কিছু ক'রতে সাহস ক'রবেনা! তাই, আমি আজ যে সব স্থানে ঘা' দিয়েছি, সম্ভবতঃ তা' একেবারেই অব্যর্থ। এতদিন আমি ভুল করেছি—গোড়াতেই আমার এদের শরণাপন্ন

হওয়া উচিত ছিল। যাক্, সময় না পাক্‌লে কিছু হয় না মানুষের দুর্ভাগ্য, যে সময়ের সঙ্গে লয় রেখে চলতে হয়!

সিরাজী। তোমায় আমি অনেক দিনই জানি। নাদিরের উচিত ছিল আগে তোমায় হত্যা করা!

আক। তোমার মুখে নূতন কথা শুনছি সিরাজী! হ্যাঁ, আমি যা ভেবেছিলাম, এখন দেখ্‌ছি তার চেয়েও বেশী!

সিরাজী। কি ভেবেছিলে?

আক। মাঝে মাঝে তোমায় মনে হ'তো, বুঝিবা তুমি কুলীখাঁকে একটু একটু ভালবাস। এখন দেখ্‌ছি তুমি তাকে দস্তুর মত ভালবাস—চাই কি তোমায় পতিব্রতা বলা যেতে পারে! যাক্ মনে রেখো তোমার স্বামী যদি মরে, আমি ছাড়াও তার যথেষ্ট মরবার কারণ আছে, হিন্দুস্থানের অভিশাপ সাফাভী-বংশের প্রতিহিংসা!) হয়তো কাল সকালে দেখা হবে, নয়তো আর হবে না! চ'ল্লাম।

সিরাজী। শোন, যেওনা।

আক। কি ব'লতে চাও?

সিরাজী। কেন তুমি আমার স্বামীকে হত্যা কর্ব্বার ষড়যন্ত্র ক'রলে? আমি তো কোনো দিন তোমায় সে ইঙ্গিত করিনি!

আক। আমি শুধু তোমার স্বার্থের জন্য তোমার ইঙ্গিতে কাজ করছিলাম, আমাকে তোমার এরকম একান্ত ভগিনীবৎসল ভাই বলে মনে কর্ব্বার সুযোগ আমি তো কোন দিনই তোমায় দিইনি সিরাজী! শোন কোন কাজ অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত ক'রে ছেড়ে দেওয়া আমার স্বভাব নয়। একবার যখন রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছি তার শেষ পর্য্যন্ত দেখবো। গোড়ায়

তুমিই আমাকে উত্তেজিত করেছিলে। হিন্দুস্থানে সে রাত্রির সেই উত্তেজনার জন্য তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ সিরাজী! তুমি যদি উত্তেজিত না করতে, তা হলে এই রকম লাথি, জুতো, আর কানমলা খেয়ে আমি বোধ হয় বরাববই বেঁচে থাকতাম সিরাজী! প্রাণের মায়া আমায় কখনো ছাড়েনি। আজও সেই প্রাণের মায়া নিয়েই চল্লাম।

সিরাজী। আমি আমার স্বামীর প্রেম হারিয়েছিলাম তাই, ফিরে পাবার জন্য সেদিন তোমার—

আক। আজ কি তোমার মনে হচ্ছে, কুলীখাঁ একান্ত তোমারই ?

সিরাজী। আমি ছাড়া আজ তাঁকে দেখ্‌বার কেউ নেই।

আক। তুমি তাকে ঘৃণা করতে না ?

সিরাজী। না-না-না। সে তুমি বুঝতে পারবে না।

আক। বুঝতে পারবো না কেন সিরাজী! অনেক অর্থ খরচ ক'রে বিদ্যা শিখেছিলাম, বুঝি সবই, পারিনা কিছুই। তোমার অন্তর আমার কাছে খোলা কিতাবের মতই সরল ছিল। কিন্তু আমি বরাবরই ঘৃণা কর্‌তাম, এবং আজও করি। যদি বেঁচে থাকে—চিরদিন ঘৃণা কর্ব্বো।

সিরাজী। তুমি যে ষড়যন্ত্র করেছ, কোন রকমে তা নাকচ করা যায় না ?

আক। না, তীর নিক্ষিপ্ত হয়েছে ; ফিরবার উপায় নাই।

সিরাজী। সম্রাটের ভারত ঐশ্বর্য্যের অর্দ্ধেক যদি তোমায় দিই।

আক। তুমি কে সিরাজী যে ভারত-ঐশ্বর্য্যের অর্দ্ধেক তুমি সম্রাটের হ'য়ে আমায় বণ্টন ক'রে দিচ্ছ ? দুদিন সম্রাট তোমার সঙ্গে কথা ক'য়েছেন বলে, নিজের সৌভাগ্য-গর্ব্বে ত্রয়োদশ-

বর্ষীয়া বালিকার মত কথা ব'লোনা। আর আমার এখানে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়, আশা করি আমার কথা তোমার স্বামীকে ব'লবে না। মন দৃঢ় কর, এবং জেনে রাখ তোমার স্বামী ম'রবে, যদি আজ বাঁচে, এক সপ্তাহের ভিতর মরবে!

সিরাজী। যদি আমিই তোমায় এখন বন্দী করবার আদেশ দিই?

আক। পরীক্ষা করে দেখতে পার, তবে তোমার আদেশ প্রতিপালিত হবে না।

সিরাজী। প্রতিপালিত হবে না?

আক। না, তোমারই প্রদত্ত অর্থে সকলের হাত আমি নিষ্ক্রিয় ক'রেছি। আর তোমার স্বামীটীর উপর আপাততঃ কোন ইরাণী কর্ম্মচারী বা সৈনিক পুরুষের প্রবল অনুরাগ নাই। তারা সবাই সন্ত্রস্ত, কোন্ দিন কার প্রাণ যায়। মাত্র একজন পূর্ব্ববৎ সম্রাটের ভক্ত আছে, সেও এখন শিবিরে নাই।

সিরাজী। যাও—

আক। দেখ্‌ছি হিন্দুস্থানী বেগমই জাদু জান্‌তো না, জাদু জানে কুলিখাঁ। তোমার সঙ্কল্প এতটা বিচলিত হয়েছে বুঝলে, তোমার কাছে আমার পরিপক্ক রাজনীতির পূর্ণসিদ্ধির কথাটা বলতাম না। যাক্, তোমার চেয়ে আমি একধাপ বেশী এগিয়ে গেছি। পরস্পরের বিভিন্ন স্বার্থের খাতিরে এটা অবশ্যম্ভাবী, তুমি দুঃখ করোনা।

সিরাজী। না তুমি যাও—

আক। আচ্ছা, চললাম—

[প্রস্থান

সিরাজী। সত্য, আলির দোষ কি? আমিই আমার স্বার্থ সিদ্ধির জন্ত আলিকে প্রশ্রয় দিচ্ছি। তার অন্তর খুঁড়ে তার সুপ্ত প্রতিহিংসার সরীসৃপকে জাগিয়ে দিচ্ছি এখন সে আমার বশের অতীত!

[প্রস্থান

(নাদির ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া, কয়েকবার পরিক্রমণপূর্ব্বক বাহিরের আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন)

নাদির। সে একদিন বলেছিল, ধরা দিলেই ধ'রতে পারে, নইলে ধরে সাধ্য কার! সমস্ত ইরাণী-সাম্রাজ্যে তার চিহ্ন নাই। সম্ভবতঃ সে পলাতকাকে আর পাওয়া যাবে না! রুখ শোন এইদিকে এস—

(ধীরে ধীরে মির্জ্জাকথ নাদিরের নিকট আসিল। নাদির তাহাকে দূরের এক পর্ব্বতশ্রেণী দেখাইলেন)

ঐ দেখতে পাচ্ছ, মেঘের মত আকাশের গায়ে মিশে আছে ঐ যে গিরিশ্রেণী, যার কপালে চাঁদের টীপ, ওর নাম আল্লা-হো-আকবর! ওইখানে উদার আকাশের নীচে এক আধিত্যকা ছিল, আজও সম্ভবতঃ আছে কিন্তু তার সে রূপ নিশ্চয়ই আর নাই।

রুখ। ওখানে কি সম্রাট?

নাদির। বল্‌ছি, কিন্তু রুক্ তুমি আমাকে সম্রাট ব'ল কেন?

রুখ। সকলে যে আপনাকে ওই নামেই ডাকে!

নাদির। তাদের কাছে আমি সম্রাট, তোমার কাছে তো সম্রাট নই রুখ?

রুথ্। ভাই সাহেব !

নাদির। হ্যাঁ,! ভাই সাহেব! শোন আমি যেমন তোমার ভাই সাহেব, তোমার বাবারও তেমনি একজন ভাই সাহেব ছিলেন। ওইখানে · ওই গিরিশ্রেণীর ভিতর অধিত্যকার এক অতি ক্ষুদ্র পল্লীতে তিনি বাস ক'রতেন—নগরের দূষিত বায়ু তাঁর গায়ে লাগেনি।

রুথ্। ওখানে আমায় বেড়াতে নিয়ে যাবেন ভাই সাহেব !

নাদির। যদি সময় পাই নিয়ে যাব। কিন্তু সাম্রাজ্যের সভ্যতার হাত থেকে ও-স্থান কি আপনাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পেরেছে! তুমি যখন বড় হবে, ইস্পাহান, তিহারান, সিরাজ কি মেসেদে বাস না ক'রে যদি পার ওইখানের কোনো পল্লীতে বাস ক'রো। তোমার বাবাকে এ স্থানের কথা আমি কখন বলিনি। বল্‌লেও সে আস্‌তে পার্‌তো না—তুমিও বোধ হয় পার্‌বেনা।

(নাদির গভীর চিন্তায় ডুবিয়া গেলেন)

রুথ। আমায় কি আর কিছু বল্‌বেন ভাই সাহেব !

নাদির। না, তুমি যাও, অনেক রাত্রি হয়েছে শোওগে !

[মির্জ্জা রুথের প্রস্থান

(আহ্‌মেদ আবদালির প্রবেশ)

খোরাসানের পল্লী দেখ্‌লে আবদালি !

আমেদ। দেখ্‌লাম সম্রাট !

নাদির। কেমন মনে হ'ল ?

আমেদ। স্থির, অচঞ্চল যেন নিষ্প্রাণ !

নাদির। অথচ এই প্রদেশের এই পার্ব্বত্য পল্লী থেকে যে প্রাণ আহরণ ক'রেছিলাম—তারই পরিবেষণে সমস্ত ইরাণ-সাম্রাজ্য একদিন প্রাণবান্ হ'য়েছিল। এ প্রদেশ নিষ্প্রাণ হ'ল কেমন করে!

আহ্মেদ। আমি বলেছি—যেন নিষ্প্রাণ। হয়তো প্রাণ আছে—কিন্তু তার স্পন্দন নাই!

নাদির। আমি আশ্চর্য্য হ'চ্ছি আব দাল্, যে খোরাসান প্রদেশেও এমন কেউ নেই যে আমার এই শাস্তি-বিধানকে অত্যাচার মনে ক'রে প্রতিবাদ কর্ত্তে সাহস করে! সমগ্র ইরাণ-সাম্রাজ্যের মধ্যে শুধু এই স্থানটুকুতেই আমি আশা করেছিলাম—এমন কারো দেখা পাব যে প্রকাশ্যভাবে আমার মৃত্যু-কামনা করে রেজাকুলির দণ্ড শুনে, যখন শুন্লাম সমস্ত ইরাণ-জাতি আমার কার্য্যের প্রতিবাদ ক'চ্ছে, এমন কি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আলি কুলিখাঁ পর্য্যন্ত আব আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ল্লেনা, আমি আশ্বস্ত হয়েছিলাম—ভেবেছিলাম যে ইরাণ-জাতিকে আমি এত বড় ক'রেছি যে অত্যাচার তারা সইবে না! এখন দেখ্ছি—সে আশা অমূলক!

আহ্মেদ। আপনি শত্রু অন্বেষণ ক'রছেন সম্রাট?

নাদির। নিশ্চয়ই। ন'ইলে রাজ্য-পরিদর্শনে আমার আর কি উদ্দেশ্য থাক্‌তে পারে? আমি প্রতিদিন অনেক গুপ্ত পত্র পাই।

আহ্মেদ। সে সব পত্রে কি লেখা থাকে জান্‌তে পারি কি সম্রাট?

নাদির। "অত্যাচারীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী"—
"তোমার উপযুক্ত শয্যা কবরের নীচে"—
"এতদিন তোমার মৃত্যু হয়নি কেন?"—

"যে অস্থি-স্তূপ তুমি নির্ম্মাণ ক'রেছ, তাতে সর্ব্বশেষ মুণ্ড তোমার"—

"সমগ্র ইরাণ-জাতির অভিশাপ দিন দিন তোমায় দোজাকের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে"—আরও কত কি !

আহ্‌মেদ। পত্র কি প্রায়ই আসে ?

নাদির। হ্যাঁ, প্রায়ই আসে। আমি প্রতিদিন আহারের পর আমার প্রিয়তমা বেগম সিরাজীর ঘরে পত্র নিয়ে যাই। সে-ই আমায় প'ড়ে শোনায়। আমি আমোদ পাই।

আহ্‌মেদ। তার প্রতিকার-স্বরূপ কি করেন ?

নাদির। একটু একটু করে শাস্তির মাত্রা দিন দিন বাড়িয়ে চলি, এই আশায়—যদি সেই শাস্তির ফলে সমস্ত ইরাণ-জাতির সজীব মূর্ত্তির একবার দেখা পাই !

আহ্‌মেদ। এই কি আপনার শাস্তি-দানের তত্ত্ব-কথা !

নাদির। ঠিক এই না হ'লেও, অনেকটা এই বটে। তোমার কি মনে হয়েছিল—আমি নিজের মৃত্যু এড়াবার জন্য অত্যাচার করছি !

আহ্‌মেদ। জাঁহাপনা, আমি ক্ষুদ্র-বুদ্ধি !

নাদির। কত নূতন নূতন শাস্তি আবিষ্কার ক'রলাম, কিন্তু ইরাণ-জাতির কিছুই হ'ল না—এরা ঠিক সেই পূর্ব্বেরই মত নিষ্ক্রিয়, বিলাসী, বিদ্বেষ-পরায়ণ, ভীরু র'য়ে গেছে ! আমি এত দণ্ড দিয়েও এদের মর্ম্মস্থানে আঘাত দিতে পারিনি। এ জাতি আমাকে বরাবর ঘৃণা ক'রেছে, অথচ মুখের সামনে আমার কোনো কাজের কোনো প্রতিবাদ ক'রতে সাহসী হয়নি ! আজ

আমার মনে হ'চ্ছে, বুঝি শাস্তিই এদের প্রাপ্য! এরাও তাই মনে করে—ন'ইলে, প্রতিবাদ ক'র্‌তে সামনে এসে দাঁড়াত।

(আগাবাসীর প্রবেশ)

আগা। জাঁহাপনা!

নাদির। কি সংবাদ আগাবাসী?

আগা। সিরাজী বেগম এই মুহূর্ত্তে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্ত্তে চান। ব'ল্লেন, বিশেষ প্রয়োজন।

নাদির। তাঁকে আসতে বল। আবদাল—

(আগাবাসী ও আহ্‌মেদ আবদালের প্রস্থান)

(সিরাজী বেগমের প্রবেশ)

এত ব্যস্ত কেন সিরাজী—তোমায় যেন একটু বিষণ্ণ দেখ্‌ছি! এরকম মুখের ভাব তোমার কখনো তো দেখিনি!

সিরাজী। জাঁহাপনা, আমি সর্ব্বনাশ ক'রেছি। আপনি আজ আর কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেবার আগে, আমায় বধ করুন!

নাদির। আমি তো কিছুই বুঝলাম না সিরাজী—ব্যাপারখানা কি?

সিরাজী। আমি রাজদ্রোহিণী।

নাদির। তার অর্থ?

সিরাজী। আপনার জীবনের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র লালিত হ'য়েছে, আমারই অর্থে তা' পুষ্ট!

নাদির। হ'তে পারে! কিন্তু আমায় কি ক'রতে হবে?

সিরাজী। অন্যান্য রাজদ্রোহাপরাধীদের মত আমারও হত্যার আদেশ দিন!

নাদির। তুমি এখনও ধরা পড়নি কিম্বা আমার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তোমায় সন্দেহ করেনি।

সিরাজী। কিন্তু আমি ব'ল্‌ছি—আমার অপরাধ স্বীকার ক'র্‌ছি। জাঁহাপনা, আমার কথা সত্য। আজ যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজদ্রোহীতে ইরাণ-সাম্রাজ্য পূর্ণ, তার মূল উৎস আমি—আমায় হত্যা করুন!

নাদির। বোধ হয় তোমায়-আমায় মিলন হবার এই সুদীর্ঘ কাল পরে এই প্রথম তুমি একটী সত্যকথা আমাব সম্মুখে বল্‌তে পেরেছ।

সিরাজী। তবে আমায় বধ করুন।

নাদির। না; এত দিন যখন ষড়যন্ত্র-কারিণীকে নিয়ে বিষাক্ত হারেমে বাস করতে পেরেছি, আজও পাববো। তোমার ষড়যন্ত্রের ফল ভোগ করবে ইস্পাহান, সিরাজ ও তিহারানের অভিজাত-গণ—আর, তুমি বেঁচে থেকে তাই দেখবে!

সিরাজী। আপনার জীবন বিপন্ন। ষড়যন্ত্রকারীগণ আজ আপনাকে হত্যা করবে।

নাদির। আগাবাসী!

(আগাবাসীর প্রবেশ)

আহ্‌মেদ আবদালি—এই মুহূর্ত্তে—

[আগাবাসীর প্রস্থান

সিরাজী। দোহাই জাঁহাপনা, আমার কথা বিশ্বাস করুন!

নাদির। মাত্র আজ তোমার কথা আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস কচ্ছি।

সিরাজী। এ ষড়যন্ত্র বিশ্বাসঘাতক বিদ্রোহী আলি আকবরের সৃষ্টি

নাদির। কিন্তু আমাব ভারপ্রাপ্ত কোনো কর্ম্মচারী কোনো দিন মূলের সন্ধান করেনি। তারা শাখা-প্রশাখা কর্ত্তন ক'চ্ছে!

সিরাজী। তারা সবাই আলি আকবরের বশীভূত। আলি আকবর তাদের অর্থ দিয়ে বশ ক'রেছে—আর সে অর্থ আমারই। (আমারই অর্থে সমগ্র ইবাণ-সাম্রাজ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজদ্রোহী মাথা উঁচু করে উঠেছে। আবার তারাই প্রতিদিন আলি আকবরের অনুচরদের দ্বাবা ধৃত হ'যে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হ'চ্ছে—তাদেরই অস্থি স্তূপীকৃত হ'য়ে জাঁহাপনার কলঙ্ক-ঘোষণা ক'চ্ছে!)

নাদির। বাঃ বাঃ বাঃ—সোভানাল্লা, মাশে-আল্লা! হারেম বিষাক্ত—পারিবারিক জীবন বিষাক্ত—প্রজা বিষাক্ত—তবু এই বিষময় অস্তিত্বের মধ্যে, হে বিষ-নিস্যন্দী ভুজঙ্গী, তোমায় আজ আমার আলিঙ্গন ক'র্ত্তে ইচ্ছা হচ্ছে!

(আহ্‌মেদ আবদালির প্রবেশ)

আবদাল!

আহ্‌মেদ। সম্রাট!

নাদির। আমি যদি মরি, ইরাণ-সাম্রাজ্য তোমার!

আহ্‌মেদ! একথা কেন জাঁহাপনা? আপনি ম'রবেন কেন?

নাদির। ম'রবো কেন? এ-তো বড় আশ্চর্য্য কথা আবদাল—ম'রবোনা? —আজ হোক, কাল হোক্, দশদিন পরে হোক্—যখন ম'রবো, এ সাম্রাজ্য তোমার!

আহ্‌মেদ। কেন সম্রাট! শাহ্‌জাদা নাসিরকুলি জীবিত! শাহ্‌জাদা রেজাকুলী অন্ধ হ'লেও তাঁর শিশু পুত্র জীবিত। তাঁরা সম্রাটের বংশধর।

নাদির। বংশধর! মনে ক'রনা, আমি তোমায় ওদের চেয়ে ভালবাসি ব'লে খুশি হ'য়ে সিংহাসন তোমায় দিয়ে যাচ্ছি! হিন্দুস্থানে আমি তোমায় সন্দেহ ক'রেছিলাম—সে সন্দেহ একেবারে আমার অন্তর থেকে লোপ পায়নি। আমি জানি, তুমিও বিশ্বাসঘাতক হ'তে পার! তোমার শক্তিকে বিশ্বাস করি—তোমার ভক্তিকে নয়! যদি কোনো দিন তুমি রাজ্যেশ্বর হও, তোমার প্রতি আমার এই উপদেশ র'ইল—সে রাজ্য শক্তিমানের জন্য রেখে যাবে, ভক্তিমান্ পুত্র ও আত্মীয়ের জন্য নয়!

আহ্মেদ। আমার প্রতি অন্য কোনো আদেশ আছে?

নাদির। আছে। আজ এই শিবিরে আলি আকবর কর্ত্তৃক নিযুক্ত আমার সমস্ত দেহরক্ষী সৈন্যদল এবং যাবতীয় গুপ্তচরকে ভাণ্ডার উন্মুক্ত ক'রে ধন দান কর, খাদ্য দান কর। তাদের উৎসব ক'র্তে দাও—উৎসবের পূর্ব্বেই জানিয়ে দেবে, কাল সকালে তাদের সকলের মৃত্যু!

আহ্মেদ। দেহরক্ষী সৈন্যদলকে?

নাদির। হ্যাঁ—আর গুপ্তচর। দ্বিরুক্তি নয়, যাও! আর আলি আকবরকে একবার ডেকে দাও—যে কাজে থাক!

[আহ্মেদের প্রস্থান

ভুল হ'য়ে গেল! আলি আকবরকে বোধ হয় পাওয়া যাবেনা সিরাজী!

সিরাজী। না সম্রাট, সে পলায়ন করেছে!

নাদির। আজ আলি আকবরের সঙ্গে সত্যই দেখা ক'র্তে ইচ্ছা হ'চ্ছে!

সে পলায়ন ক'রলে—আমায় এত ছোট ভাবলে! সিরাজী, আজ তোমার ধারণা—তুমি আমায় ভালবাস?

(সিরাজী নীরব রহিলেন)

তোমার মনে হ'চ্ছে—আমার প্রতি অধীর-আগ্রহে তুমি আমায় বাঁচাবার চেষ্টা ক'চ্ছ! তুমি আমায় বাঁচাবে না—কেউ আমায় বাঁচাবে না! আমি নিজের ইচ্ছায় ও শক্তিতে বাঁচবো—নিজের ইচ্ছায় ও শক্তিতে ম'রবো!

সিরাজী। আমায় কতল করুন জনাব! হিন্দুস্থানের হত্যাকাণ্ড—পারস্যের হত্যাকাণ্ড—এই সর্ব্বদেশব্যাপী বিপুল হত্যাকাণ্ডের মধ্যে, আমি আমার ছায়া দেখে ভয় পাচ্ছি।

নাদির। সে কি সিরাজী—তুমি তোমার কৃত-কর্ম্মের জন্য ভয় পাও? আমি আজ সমস্ত দেশে আমার কার্য্য কি ফল প্রসব ক'রেছে তাই দেখতে বেরিয়েছি। তথাপি, তোমায় ব'লছি সিরাজী, তুমি বা তোমার আলি আকবরের সৃষ্ট ষড়যন্ত্রের সাধ্য নাই যে আমার কেশাগ্রও স্পর্শ করে! আজ তুমি বোধ হয় বুঝতে পেরেছ, ইরাণের অভিজাতদের ষড়যন্ত্রে শুধু তাদেরই অস্থি-স্তূপ দিন-দিন বর্দ্ধিত হ'য়েছে—আমার কিছুই হয়নি! সিরাজী, সিরাজী!

(সিরাজী পানীয় দিল, নাদির পান করিলেন)

সিরাজী। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত?

নাদির। আবশ্যক নাই সিরাজী! পাপই মানুষের প্রকৃতি, পাপেই তার আনন্দ—সে পাপাত্মা, পাপ-সম্ভব! কোনো ধর্ম্মের কোনো ঈশ্বর তাকে এ পাপ থেকে মুক্তি দিতে পারেনি—পারবে না!

(নাসিরকুলির প্রবেশ)

কি বল্‌তে এসেছিস্ ? কি সংবাদ এনেছিস্ !

নাসির। জাঁহাপনা, শিবিরের সর্ব্বত্র বিষম চাঞ্চল্য লক্ষ্য ক'চ্ছি—আপনি আপনার আদেশ প্রত্যাহার করুন !

নাদির। আমার মুখ দিয়ে মিথ্যা আদেশ বেরোয় না নাসিরকুলি !

নাদির। শিবিরের বাইরে—শিবিরের ভিতরে—সর্ব্বত্র জাঁহাপনার নূতন আদেশের মূক প্রতিবাদ অনুভব ক'রছি। খোরাসানের স্থির শান্ত পার্ব্বত্য-প্রকৃতি যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

নাদির। এই মূক প্রতিবাদকে আমি মুখর ও মূর্ত্ত ক'রতে চাই !

নাসির। জাঁহাপনা, আমি শঙ্কিত হ'চ্ছি।

নাদির। আর আমার কাছে নয়, ভীরু পুত্র আমার !—প্রিয়তম বৎস,—ইরাণ-সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্রাট তুমি !

নাসির। কেমন ক'বে এ সাম্রাজ্যের হাত থেকে আমি পরিত্রাণ পাব ! রেজা চক্ষু দিয়ে পরিত্রাণ পেয়েছে—আমি কি মূল্য দেব ?

নাদির। তোমার পরিত্রাণ নাই—তোমাকে এ সাম্রাজ্য গ্রহণ ক'র্ত্তেই হবে ! তুমি আমার প্রিয়তম পুত্র, সম্রাট নাদির শাহের একমাত্র চক্ষুষ্মান্ বংশধর—তদুপরি, তুমি ভারত-সম্রাটের জামাতা—তুমি না ব'স্‌লে ময়ুর-সিংহাসনের মর্য্যাদা থাকবে কেন ? ঔরংজেবের পর হিন্দুস্থানে যে ক'জন বাদশা ওতে বসেছে, সবাই তোমারই মত বংশধর !

(নাসিরকুলি সম্রাটের চোখের দিকে চাহিয়া তাঁহার বিদ্রূপের অর্থ ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া সভয়ে প্রস্থান করিল)

(মৌলানা রহমৎ খাঁর প্রবেশ)

আশা করি আমি সম্রাটের শিবিরে সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়েছি !

নাদির। সিরাজী—

(অন্তরালে যাইবার ইঙ্গিত করিলেন)

হ্যাঁ ভাগ্যবান যুবক, তোমার অনুমান সত্য।

রহ আমি আশ্চর্য্য হ'চ্ছি সম্রাট। আমি শুনেছিলেম, আপনি দুর্ভেদ্য প্রহরী-দুর্গে বেষ্টিত হয়ে থাকেন। এত সহজে আপনার দেখা পাব মনে করিনি ; দেখ্‌লাম শিবির প্রহরীশূন্য—এক-একবার মনে হচ্ছিল বুঝি এ সম্রাট-শিবির নয়।

নাদির। ব'লেছি তো যুবক, তুমি ভাগ্যবান্। কে তুমি ?

রহ। আমি এই খোরাসানের পল্লীবাসী।

নাদির। খোরাসানের পল্লীবাসী ! সিরাজী, অন্দরনের অন্তরালে তোমায় লুকিয়ে থাকতে হবে না—একটা আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখ্‌বে এস।

(সিরাজীর প্রবেশ)

সিরাজী এই যুবক খোরাসানের পল্লীবাসী—চেয়ে দেখ—আশ্চর্য্য নয় ? সম্ভবতঃ আমি যাকে দেখতে চাই—এ সেই।

রহ। সম্রাজ্ঞী—আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন। আমি সত্যই ভাগ্যবান।

নাদির। ভাল—ভাগ্যবান যুবক, কি নিমিত্ত তুমি উন্মত্তের মত সম্রাট-শিবিরে ছুটে এসেছ, তাকি তুমি জান ?

রহু। সম্রাটকে দর্শন ক'র্‌তে, আর সমগ্র ইরাণ-জাতির স্বপক্ষে সম্রাটকে প্রশ্ন ক'র্‌তে।

নাদির। উত্তম। তোমার দর্শন-লাভ হয়েছে। কি প্রশ্ন ক'র্‌তে চাও—এইবার প্রশ্ন কর।

রহু। সম্রাট, আপনার জীবন এমন বিচিত্র যে তার সামঞ্জস্যের সূত্র আমরা সন্ধান ক'র্‌তে পারিনি। পালন না পীড়ন, ধ্বংস না সৃষ্টি, ইরাণের মুক্তি না ইরাণ-সাম্রাজ্যকে দাসত্বের কঠিন নিগড়ে বন্ধন—আপনার কার্য্যের যথার্থ উদ্দেশ্য কি?

নাদির। তোমাদের কি মনে হয়?

রহু। আমরা বুঝ্‌তে পারিনি। আপনার বীরত্বে সমগ্র ইরাণ মুগ্ধ—ঔদার্য্যে বিস্মিত—নিষ্ঠুরতায় স্তম্ভিত। আপনি বিচিত্র—অর্থহীন—রহস্যময়! কে আপনি লোকোত্তর পুরুষ! আপনার যথার্থ পরিচয় কি? আপনি রাজা না পয়গম্বর না ঈশ্বর স্বয়ং? কে আপনি—আপনার দৃষ্টিতে বহ্নিশিখা, নিঃশ্বাসে ভুজঙ্গের শ্বাস, মুখমণ্ডল কোমলতার চিহ্ন-লেশ-পরিশূন্য! আপনি ভীষণ, আপনি ভয়াল—আপনার এক ইঙ্গিতে রাজা রাজ্য-হারা হয়, দেশ রক্তস্রোতে প্লাবিত হয়, ভিখারিণী সম্রাজ্ঞী হয়, সম্রাজ্ঞী ক্রীতদাসীর আকার ধারণ করে—রাজসিংহাসন, রাজমুকুট, পথের ধূলায় গড়াগড়ি যায়! হে ভয়ঙ্কর, আপনি কে? অথচ আপনার আকর্ষণ অসামান্য!

নাদির। যুবক! তোমার বর্ণনাশক্তির প্রশংসা করি। বোধ হয়, তুমি শিক্ষিত যুবকগণের নেতা। দেখে সুখী হ'লাম, খোরাসানের সর্ব্বত্র অধিবাসীবৃন্দ আজ তাদের পৈত্রিক মাংসপেশীর শক্তি হারিয়ে, ইরাণের অভিজাতের মত সাধু-ভাষায় কথা কইতে

শিখেছে। কিন্তু তোমার ভিতর আমি আর কিছুর সন্ধান পাব মনে ক'রেছিলাম। (তোমার আকৃতি দেখে তোমায় একটু স্নেহ করতে ইচ্ছা হয়)—কিন্তু, কিন্তু, কিন্তু, নিয়তি তোমায় এখানে প্রেরণ করেছে। তোমার মত দু'চার-জন নিরীহ খোরাসানীর মৃত্যু আবশ্যক।

রহ তা জানি সম্রাট—আমি জেনেই এসেছি! তাতে আমার দুঃখ নাই; কিন্তু আমি উত্তর শুনতে চাই, আপনার পরিচয় চাই। শুনুন সম্রাট! আপনি যদি রাজা হন, নিরুপায় প্রজাবর্গকে হত্যা ক'রবেন না,তাদের পালন করুন—যদি পয়গম্বর হন,মানবকে মুক্তির উপায় দেখিয়ে দিন—আর যদি ঈশ্বর হন, আপনার সৃষ্টি এ জীব-জগতের প্রতি করুণা-প্রদর্শন করুন!

নাদি: শোন যুবক! আমি রাজা ন'ই, কৃষকপুত্র—পালনের ছলে প্রজাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখা আমি অনাবশ্যক মনে করি—প্রজা-পালন আমার কর্ত্তব্য নয়। আমি পয়গম্বর ন'ই, যে মানুষের মুক্তির ভ্রান্ত-ধারণা পোষণ করি। আমি ধর্ম্ম-শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ঈশ্বরও ন'ই, যে সর্ব্বভূতে দয়া-প্রকাশ ক'রব!

রহ। হে ভয়াল, হে ভীষণ, তবে তুমি কে—তুমি কে ?

নাদি: আমি ঈশ্বরের প্রতিনিধি—জগতের শাস্তিদাতা। যে ঈশ্বর রাত্রি-দিন সর্ব্বভূতে দয়া করে—ক্রেস্তান সাধুর, সুফি কবির, হিন্দু বৈষ্ণবের সে ঈশ্বর নয়—এক প্রতিবিধিৎসু ঈশ্বরের! যে মানুষের সামান্য ত্রুটীও ক্ষমা করে না, জাতির ত্রুটী ক্ষমা করে না—সেই ক্ষমাহীন, দয়াহীন, বিচারক ঈশ্বর আমায় পৃথিবীতে পাঠিয়েছে—পাপীর দণ্ড-বিধান ক'রতে! শোন যুবক, জীবনে মাত্র তিনবার আমি তোমার বর্ণিত, সর্ব্বভূতে দয়াবান্ ঈশ্বরের

কাছে প্রার্থনা ক'রেছিলাম—একবার অতি শৈশবে যখন আমার জননা উজ্‌বেগী দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃতা হ'য়ে অতি নিষ্ঠুর মৃত্যু উপহার পেয়েছিলেন—আর একবার, যখন নাইশাপুরের কৃতঘ্ন শাসন-কর্ত্তা আমায় তার রাজ্য হ'তে নির্ব্বাসিত করে—আর একবার অতি সম্প্রতি—কোনো বারই আমি তার অস্তিত্বের সাড়া পাইনি। কিন্তু এই প্রতিবিধিৎসু ঈশ্বর প্রতি ব আমায় হাত ধ'রে নিয়ে গেছে—নব-নব জীবন-রসের মধ্য দিয়ে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় !

বহ। বৃথা আশা ! এ স্তূপীকৃত গর্ব্বের আবরণ ভেদ ক'রে প্রকৃত অন্তরতম মানুষের সন্ধান আমায় কে দেবে ?

নাদির। গর্ব্বের আবরণ নিজের হাতে না ভাঙ্‌লে প্রকৃত মা সন্ধান পাবে না যুবক ! শুধু প্রশ্নে হবে না—স আঘাত দিয়ে এ আবরণ ভাঙ্‌বার সাহস আছে তো যদি থাকে—এই অস্ত্র নাও, আঘাত কর।

রহমৎ। জাঁহাপনা, আমি কখনো মানুষকে অস্ত্রাঘাত করিনি !

নাদির। তাহ'লে আঘাত স'ইবার জন্য প্রস্তুত হও যুবক ! পৃথিবী দুই শ্রেণীর মানুষ জন্মায়—একদল আঘাত করে, আর এ দল আঘাত সয়। তুমি যখন অস্ত্রাঘাত ক'রতে শেখনি, আঘাত তোমায় নিতে হবে ! প্রস্তুত হও।

রহমৎ। বৃথা—বৃথা—বৃথা।

(রহমৎ অভিভূতের মত অগ্রসর হইয়া নাদিরের অস্ত্রের উপর গিয়া পড়িল)

(সিতারার প্রবেশ)

নাদির। ভারতনারী! না—সিতারা, সিতারা, সিতারা, সিতারা!

(সিতারাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন)

(সালেহ্ বেগের প্রবেশ)

সালে। না, শুধু সিতারা নয—তার পশ্চাতে আরো একজন,—যে মার গর্ব্বের আবরণকে আজ ভেঙে ফেলবে!

নাদির। সিরাজী, সিরাজী! এসেছে—এসেছে, সত্যিকার খোরাসানী! সবাই একসঙ্গে এসেছে, একসঙ্গে এসেছে! তোমার ইরাণের অভিজাতগণ যা পারেনি, আজ সেই অসাধ্য-সাধনের সম্ভাবনা হ'য়েছে! সালেহ্ বেগ, তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রবে?

সালে। না, তোমার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রবো না! প্রতিবিধিৎসু ঈশ্বর য়ে পাঠিয়েছে—তোমার মনুষ্যত্ব-আবরণকারী গর্ব্বী পশুকে হত্যা ইরাণকে তোমার হাত থেকে মুক্ত ক'রতে!

নাদির। পারবে?

সালে। হ্যাঁ, পারবো! যদি পশুবলই জগতে একমাত্র বল হ'ত, রুস্তম না! তুমি আজ ম'রবে, ম'রবে, ম'রবে!

[সালেহ্ বেগ নাদিরকে অস্ত্রাঘাত করিলেন। প্রথম আঘাত সিতারার গায়ে লাগিল। পরবর্ত্তী আঘাতে নাদির সিতারাকে লইয়া পড়িয়া গেলেন। সিতারা পড়িয়া গেলে নাদির সহসা যেন বলহীন হইলেন। সালেহ্ বেগ সেই অবকাশে নাদিরকে পুনরায় অস্ত্রাঘাত করিলেন।]

নাদির। সিতারা, সিতারা!

সিরাজী। আহ্মেদ খাঁ আবদালি—আহ্মেদ খাঁ আবদালি!

নাদির। কাউকে ডাকতে হবে না সিরাজী! আমি একা মারতেও

পারি, ম'রতেও পারি। ছিঃ—সালেহ্ বেগ! তুমি আমায় যুদ্ধ ক'
অবকাশও দিলে না!

সালে। তুমি জগৎকে হত্যা দিয়েছ, প্রতিবিধিৎসু ঈশ্বর তাই তোমা
হত্যা ছাড়া—আর কিছুই দেবেনা!

নাদির। ঠিক্, ঠিক্, ঠিক্‌কথা—আমি ভুলে গিয়েছিলাম।
সালেহ্ বেগ, তুমি ছাড়া আর কেউ পা'রত না—আফ্সারি-রক্তপাতে
জন্য দ্বিতীয় মানুষ ইরাণসম্রাজ্যে ছিল না! তবে শোন, মৃত্যুর স
তোমায় শেষ সত্যকথা ব'লে যাই! তুমি জাতির কল্যাণের জন্য আমা
হত্যা করোনি! একদিন তুমি আমারই মত ইরাণকে বাঁচাতে চেয়েছিলে—
পারনি! সে শক্তি তোমার ছিল না। তোমার অন্তরের সেই নপুংস
আত্মা আমার রক্তে আজ তৃপ্ত হল! (সালেহ্ বেগের হাত হইতে অস্ত্র
পড়িয়া গেল) তথাপি, তুমি শুধু নরহত্যাই ক'রেছ—পশুকে
মারতে পারনি! সে সাধ্য—তোমার নেই, আমার নেই—কারো নেই।
তোমার আগে অনেক আদর্শবাদী এসেছিল, জগতে সাম্য বিধান
ক'রতে—তারা পারেনি! হয়তো, স্বয়ং ঈশ্বরও একদিন জগৎকে ভাল
ক'রতে চেষ্টা ক'রেছিলেন—তাঁর চেষ্টাও ব্যর্থ হ'য়েছে! তথাপি—
সিতারা, সিতারা! শোন সালেহ্ বেগ, একদিন যে ঈশ্বর পৃথিবীকে
ভাল ক'রতে চেয়েছিল, তার একবিন্দু নিদর্শন সম্ভবতঃ এই অভিশপ্ত
পৃথিবীতে আজও প'ড়ে আছে!

(সিতারার কোলে ঢলিয়া পড়িলেন)

সালে। বন্ধু, তোমার কথাই সত্য! তুমি আমার কল্পনার চেয়ে
সত্যই বৃহৎ! কে কোথায় আছ—শীঘ্র এস! সম্রাট্ নাদিরশাহ্ তাঁর
শিবিরে হত হ'য়েছেন—আমিই তাঁকে হত্যা ক'রেছি! প্রতিশোধ
নেবার জন্য—কে শেষ ভক্ত আছ, শীঘ্র এস!